কলিকাতা সংস্কৃত মহাবিদ্যালয় গবেষণা গ্রন্থমালা, গ্রন্থাঙ্ক-১০০

জৈনদর্শনের দিগ্‌দর্শন

শ্রীসতীন্দ্রচন্দ্র ন্যায়াচার্য
ভূতপূর্ব অধ্যাপক, গবেষণা বিভাগ,
সংস্কৃত কলেজ, কলিকাতা

সংস্কৃত কলেজ
কলিকাতা
১৯৫৭

প্রাক্‌কথন

স্বর্গত পণ্ডিতপ্রবর সতীন্দ্রচন্দ্র ন্যায়াচার্য প্রণীত "জৈনদর্শনের দিগ্‌দর্শন" শীর্ষক নিবন্ধটি ধারাবাহিকভাবে সংস্কৃত কলেজের গবেষণা বিভাগের মুখপত্র "Our Heritage" পত্রিকায় (Vol. XIX, Pts. I-II) কিছুকাল পূর্বে প্রকাশিত হইয়াছিল। এক্ষণে উহা স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইতেছে।

বঙ্গদেশে ষড়্‌দর্শনের চর্চা প্রচলিত থাকিলেও নাস্তিক দর্শনরূপে লোক-সমাজে প্রচলিত বৌদ্ধ ও জৈন দর্শনের তাদৃশ অনুশীলন দেখিতে পাওয়া যায় না। অথচ এই দুইটি দর্শনই যে অতি প্রাচীন এবং অতি গম্ভীর দার্শনিক চিন্তায় সমৃদ্ধ বিদ্বৎসমাজে ইহা অবিদিত নহে। আচার্য হেমচন্দ্র, বাদিদেবসূরি, রত্নপ্রভসূরি, প্রভাচন্দ্র, যশোবিজয়গণি, অকলঙ্কদেব, মাণিক্য নন্দী, হরিভদ্র সূরি প্রমুখ জৈনাচার্যগণের গ্রন্থরাজি নানাবিধ দার্শনিক তথ্যের আকর স্বরূপ। জৈনাচার্য-গণের রচিত নিবন্ধাবলীতে যে সকল বিচিত্র তত্ত্ব ও মতবাদের আলোচনা দেখিতে পাওয়া যায় ভারতীয় দর্শনের বিচিত্র প্রস্থানের ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশ ও পারস্পরিক সম্পর্ক যথাযথভাবে নিরূপণের পক্ষে সেগুলির সহিত পরিচয় যে একান্ত উপযোগী—ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। জৈনাচার্যগণ পদে পদে ন্যায়বৈশেষিক প্রভৃতি আস্তিকদর্শন এবং বৌদ্ধ, চার্বাক প্রভৃতি নাস্তিকদর্শন সমূহের প্রমাণ ও প্রমেয় বিষয়ক সিদ্ধান্ত সমূহ উপস্থাপনপূর্বক খণ্ডন করত: স্বকীয় বিশিষ্ট সিদ্ধান্ত সমূহ প্রতিষ্ঠা করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। ফলে জৈন দার্শনিক নিবন্ধসমূহে ভারতীয় দর্শনের বহু বিস্মৃত ও লুপ্ত ধারার সন্ধান পাওয়া যায়।

স্বর্গত ন্যায়াচার্য মহাশয় যেমন আস্তিক দর্শনের বিভিন্ন প্রস্থানে পারদর্শী ছিলেন, সেইরূপ জৈন দর্শনেও তিনি একজন বিশেষজ্ঞরূপে স্বীকৃতি লাভ করিয়াছিলেন। বিশেষত: আহমেদাবাদ, বরোদা প্রভৃতি অঞ্চলে সুদীর্ঘকাল অতিবাহিত করার ফলে জৈন দর্শনের সহিত অন্তরঙ্গ পরিচয় লাভের সুযোগ তাঁহার ঘটিয়াছিল। এই কারণে সংস্কৃত কলেজের আলোচনাচক্রে (Seminar) জৈন দর্শন বিষয়ে বঙ্গভাষায় কয়েকটি প্রবন্ধ পাঠ করিবার জন্য তিনি আমন্ত্রিত হন। কিন্তু দুঃখের বিষয় যদিও তাঁহার নিবন্ধের প্রাথমিক রচনাকার্য পরিসমাপ্ত

হইয়াছিল বটে, কিন্তু অসুস্থতাবশতঃ তাঁহার পক্ষে উহা পাঠ করা সম্ভব হইয়া উঠে নাই এবং ইহার অল্পকালের মধ্যেই তাঁহার আকস্মিক তিরোধানের ফলে সে বিষয়ে সকল সম্ভাবনার অবসান ঘটে। তাঁহার লোকান্তর প্রয়াণের পর তদীয় প্রিয়তম শিষ্য এবং সংস্কৃত কলেজ টোল বিভাগের মীমাংসা শাস্ত্রের অধ্যাপক পণ্ডিত নিরঞ্জনস্বরূপ ব্রহ্মচারী মহাশয় যত্ন সহকারে স্বর্গত আচার্যের হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি হইতে নিবন্ধটি উদ্ধারপূর্বক যথোচিত পরিসংস্কার সহ আমার হস্তে প্রকাশের জন্য অর্পণ করেন। এক্ষণে তাহাই প্রকাশিত হইল। এই ক্ষুদ্রকায় নিবন্ধে জৈন দর্শনের বিশিষ্ট সিদ্ধান্ত—যাহা 'অনেকান্তবাদ' বা 'স্যাদ্‌বাদ' রূপে পরিচিত, সংক্ষেপে যেমন আলোচিত হইয়াছে, সেইরূপ প্রমাণ ও প্রমেয় বিষয়ে জৈনাচার্যগণের অভিনব মতবাদ ও অন্যান্য প্রধান প্রধান দর্শনের সিদ্ধান্তের পটভূমিকায় তুলনামূলকভাবে সমীক্ষিত হইয়াছে। অন্তিম অধ্যায়ে জৈন দার্শনিকগণের 'নয়' বিষয়ে স্বতন্ত্র ভাবনারাজিও সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে।

এই নিবন্ধপাঠে যদি ভারতীয় দর্শন বিষয়ে শ্রদ্ধাশীল পাঠকবর্গের চিত্তে জৈনদর্শন সম্বন্ধে বিস্তৃততর অনুশীলনের স্পৃহা উদ্রিক্ত হয়, তবেই এই গ্রন্থ প্রকাশের উদ্দেশ্য সফল হইবে।

সংস্কৃত কলেজ
ইং ৫।২।৫৭

শ্রীবিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য
অধ্যক্ষ

ভূমিকা

সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ সুপণ্ডিত শ্রীবিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য, এম, এ ; পি, আর, এস ; মহোদয়ের অভিপ্রায়ানুসারে স্বর্গত ন্যায়াচার্য মহাশয়ের লিখিত নিবন্ধটীর একটি পরিচ্ছন্ন মুদ্রণোপযোগি-পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করিয়া আমি তাঁহার হস্তে অর্পণ করি এবং উহা 'Our Heritage' গবেষণা পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। এখন ইহা গ্রন্থাকারে বাহির হইতেছে। স্বর্গত অধ্যাপক মহাশয়ের অসমাপ্ত কাজ 'ভূমিকা'—আমাকেই লিখিতে হইতেছে, এজন্য নিজের অযোগ্যতার কথা চিন্তা করিয়া শঙ্কিত হইতেছি। তথাপি কর্তব্যবোধ আমাকে উদ্বুদ্ধ করিতেছে।

'জৈনদর্শনের দিগ্‌দর্শন' গ্রন্থখানি আকারে ক্ষুদ্র হইলেও সুধীজনের এবং জিজ্ঞাসুজনগণের নিকট সমাদরের যোগ্য। সুলেখক স্বনামধন্য মহামহাধ্যাপক অবসরপ্রাপ্ত দর্শন শাস্ত্রীয় গবেষণাধ্যাপক পণ্ডিতাগ্রগণ্য স্বর্গীয় সতীন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য তর্কতীর্থ ন্যায়াচার্য মহাশয় উক্ত গ্রন্থ রচনায় সংক্ষেপেও যে পাণ্ডিত্য প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার সর্বতোমুখী অসাধারণী প্রতিভারই যে কেবল পরিচয় পাওয়া যায় তাহা নহে, তিনি যে জৈনদর্শনের সকল আচার্যেরই গ্রন্থ সুনিপুণভাবে দীর্ঘকাল পরিশীলন করিয়াছেন---ইহা দিবালোকের মত স্পষ্ট।

জৈনদর্শনের আচার্যগণ যেমন সংখ্যায় অনেক, তেমনই তাঁহাদের লিখিত গ্রন্থও অনেক ; সমস্ত গ্রন্থ নিপুণভাবে অধ্যয়ন করিয়া উহার সার সঙ্কলন করা অনেক সময় ও পরিশ্রমসাধ্য। গ্রন্থকার এমন সুনিপুণ ও সুপরিকল্পিতভাবে পারাবারকল্প জৈনদর্শনের সার সঙ্কলন করিয়াছেন যে, দেখিয়া মনে হয়, তিনি উহাতে একটী সেতু বন্ধন করিয়াছেন। সেতুটীর প্রথম স্তম্ভ 'স্যাদ্‌বাদ', দ্বিতীয় স্তম্ভ হইতেছে 'নয়বাদ'। এই দুইটী স্তম্ভের উপর জৈনদর্শনের সকল বৈশিষ্ট্যের সারসংগ্রহরূপ সেতুটীকে স্থাপন করিয়াছেন।

বস্তুতঃ পক্ষে অনেকান্তবাদী জৈনদার্শনিকগণের মূলভিত্তি হইতেছে 'স্যাদ্‌বাদ' ও 'নয়বাদ'। ইহা গ্রন্থকার স্পষ্টতঃ এই গ্রন্থে উল্লেখও করিয়াছেন। জৈনদর্শনের আচার্যগণের লিখিত গ্রন্থগুলি যাঁহারা নিপুণভাবে অধ্যয়ন করেন নাই, সেইরূপ

আস্তিক ও নাস্তিক দার্শনিকগণের দৃষ্টিতে 'স্যাদ্‌বাদে'র 'সপ্তভঙ্গী' ন্যায়টী আপাততঃ হাস্যকর বলিয়াই মনে হয়, এবং তাহাতে অনেকেই উক্ত দর্শনের অনুশীলনে উপেক্ষাই প্রদর্শন করিয়া থাকেন। এজন্য গ্রন্থকার বিভিন্ন জৈনাচার্যের বক্তব্য উদ্ধৃত করিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, 'স্যাদ্‌বাদ' অন্ততঃ হাসিয়া উড়াইয়া দিবার মত 'বাদ' নহে। পণ্ডিতগণের সমক্ষে উহাকে উপস্থাপন করা চলে এবং উহাই জৈনদর্শনের মূলভিত্তি। ইহারই অপর নাম অনেকান্তবাদ।

পণ্ডিতপ্রবর গ্রন্থকার অনেকান্তবাদ সমর্থনে জৈনাচার্যগণের এমন সকল যুক্তিপূর্ণ উক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন, যাহাতে তাঁহার যেমন বহুদর্শিতা প্রকাশ পাইয়াছে, তেমনই অপর দর্শনগুলিতেও অনেকান্তবাদের ব্যামোহ উৎপাদন করিয়া স্বকীয় অনেকান্তবাদের সমর্থন করা যাইতে পারে—ইহাও প্রদর্শিত হইয়াছে। কিন্তু যেভাবে দর্শনান্তরেও অনেকান্তবাদের আপত্তি করা হইয়াছে, তাহাতে তাহাদের স্বসিদ্ধান্তের কোন ব্যাঘাত হয় না। জৈনদর্শনের অনেকান্তবাদ যদি সেইরূপই হইত, তাহা হইলে দর্শনান্তরের সহিত, বিশেষতঃ আস্তিকদর্শনগুলির সহিত জৈনদর্শনের কোন মতভেদই থাকিত না। জৈনদর্শনের অনেকান্তবাদের মহিমায় আত্মা ও তত্ত্বজ্ঞানের স্বরূপ পর্যন্ত অনিশ্চিত হইয়া পড়িয়াছে। অনিশ্চিত আত্মা ও উহার তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা মুক্তি হয় না। আচার্য শঙ্কর তাঁহার ভাষ্যে ইহাই বিশেষভাবে উল্লেখ করিয়াছেন।

গ্রন্থকার দিগ্‌দর্শনে ব্যগ্র থাকায় প্রতিপাদ্য বিষয়ের সমালোচনায় একপ্রকার বিমুখতাই প্রদর্শন করিয়াছেন। তথাপি জৈনাচার্যগণ প্রত্যক্ষনিরূপণের পর অনুমানের নিরূপণে নৈয়ায়িকগণের প্রদর্শিত 'প্রত্যক্ষোপজীবকত্ব' হেতুকে দূষিত করিবার জন্য প্রত্যক্ষেরও অনুমানোপজীবকত্ব প্রদর্শন করতঃ উভয়ের যে তুল্যতা উদ্‌ভাবিত করিয়াছেন, গ্রন্থকার সুনিপুণভাবে সুমার্জিত ভাষায় সুন্দররূপে উহার যে সমালোচনা করিয়াছেন, তাহা লক্ষ্য করিবার বিষয়। অর্থাৎ অনুমান-দীধিতিতে রঘুনাথ শিরোমণি অনুমানের প্রত্যক্ষোপজীবকতায় যে উৎকর্ষ প্রদর্শন করিয়াছেন, উহা না দেখিয়া বা না বুঝিয়াই যে জৈনাচার্যগণ উহার তুল্যতা প্রদর্শন করিয়াছেন, ইহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই।

জৈনদর্শনে প্রমাণকে দুই ভাগে বিভক্ত করিলেও দুইটীই মাত্র প্রমাণ যে তাঁহারা মানেন, তাহা নহে। কিন্তু পরোক্ষ প্রমাণকে পাঁচ ভাগে বিভক্ত করায় মীমাংসকাদির ন্যায় ছয়টী প্রমাণই তাঁহারা স্বীকার করেন। এই ছয়টী প্রমাণ হইতেছে প্রত্যক্ষ, অনুমান, আগম, প্রত্যভিজ্ঞা, স্মৃতি এবং তর্ক। উহাদের মধ্যে প্রথম তিনটী সাংখ্য, যোগ, ন্যায়, মীমাংসা ও বেদান্ত—এই পাঁচটী আস্তিক

দর্শনই স্বীকার করেন। অপর তিনটী পৃথক্ প্রমাণরূপে অভিনব এবং ইহা জৈন-দর্শন ব্যতীত অন্য কোন আস্তিক বা নাস্তিক দর্শনে স্বীকার করা হয় নাই। ন্যায়াদি আস্তিক দর্শনে প্রত্যভিজ্ঞা প্রত্যক্ষ প্রমাণরূপে স্বীকৃত হইলেও প্রত্যক্ষ হইতে ভিন্নরূপে উহার প্রামাণ্য স্বীকৃত হয় নাই। স্মৃতি ও তর্ককে তাঁহারা প্রমাণই মানেন নাই। যদ্যপি যথার্থানুভবজন্য স্মৃতিতে 'তদ্বতি তৎপ্রকারকত্ব' রূপ ন্যায়বৈশেষিকাদির স্বীকৃত প্রামাণ্য আছে, তথাপি তাঁহারা যথার্থানুভবকেই প্রমা এবং তাহার করণকেই প্রমাণ মানিয়াছেন। এজন্য মীমাংসকগণের মধ্যে কেহ কেহ ন্যায় বৈশেষিককে কটাক্ষ করিয়া বলিয়াছেন—তাঁহারা অজ্ঞাতজ্ঞাপকত্ব বা অনধিগতবিষয়ত্বকে প্রামাণ্যরূপে স্বীকার না করিয়া কেবল 'তদ্বতি তৎপ্রকার-কত্বকে'ই প্রামাণ্যরূপে স্বীকার করেন। অথচ আশ্চর্যের বিষয় এই যে তাঁহারা স্মৃতিকে প্রমা বা তাহার করণকে প্রমাণ মানেন না। স্মৃতির স্বাতন্ত্র্য না থাকায় যদি তাহার করণকে প্রমাণ না মানা হয়, তাহা হইলে অর্থতঃ অনধিগতবিষয়কত্ব বা অজ্ঞাতজ্ঞাপকত্বকেও প্রামাণ্যের অন্তর্গতরূপে স্বীকার করাই হইল। কেননা, অনুভবাপেক্ষায় স্মৃতির স্বাতন্ত্র্যহীনতা, জ্ঞাতজ্ঞাপকত্ব বা অধিগতবিষয়কত্ব ছাড়া অন্য কিছুই নহে। জৈনদার্শনিকগণ অজ্ঞাতজ্ঞাপকত্বকে প্রামাণ্যের ঘটক না মানায় স্মৃতির প্রামাণ্য স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হন নাই।

গ্রন্থকারের লেখা হইতে বুঝা যায়, জৈনদার্শনিকগণ প্রত্যক্ষজ্ঞানের স্পষ্টত্বের ব্যাখ্যা করিতে গিয়া ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষজন্য জ্ঞানকেই স্পষ্টজ্ঞান বা প্রত্যক্ষজ্ঞান স্বীকার করিয়াছেন। এবং অনুভবেও ইহা বুঝা যায়, অনুমানাদির অপেক্ষায় প্রত্যক্ষজ্ঞানের স্পষ্টত্ব বা বিশদত্বের প্রতি ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষজন্যত্বই নিয়ামক। এরূপ হইলে তাঁহারা প্রত্যভিজ্ঞাকে পরোক্ষজ্ঞান কেমন করিয়া মানিলেন, তাহা বুঝা যায় না। কারণ, তাঁহারা স্পষ্টতঃ প্রত্যক্ষভিন্ন জ্ঞানকেই পরোক্ষজ্ঞান বলিয়াছেন। যদি তাঁহাদের এইরূপ অভিপ্রায় হয় যে—যে জ্ঞান নিজের উৎপত্তিতে ইন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষ ও বিষয় ছাড়া সংস্কার, স্মৃতি প্রভৃতি অন্য কারণের অপেক্ষা করে না, তাহাই প্রত্যক্ষ এবং তদ্‌ভিন্নই পরোক্ষ। প্রত্যভিজ্ঞা নিজের উৎপত্তিতে ইন্দ্রিয়াদির অপেক্ষা করিলেও সংস্কার বা স্মৃতিরও অপেক্ষা করে। এবং অনুমাদিজ্ঞানও নিজের উৎপত্তিতে প্রত্যক্ষ, ব্যাপ্তিনিশ্চয় প্রভৃতি জ্ঞানকে অপেক্ষা করে। এজন্য অনুমানাদির ন্যায় প্রত্যভিজ্ঞাও পরোক্ষ প্রমাণ। তাহা হইলে স্পষ্টত্বের ব্যাখ্যায় ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষজন্যত্বের নিয়ামকত্ব প্রদর্শন করা ব্যর্থ হইয়াছে। কারণ জ্ঞান-সংস্কারান্তরানপেক্ষত্বকে স্পষ্টত্বের প্রতি প্রয়োজক বলিলেই চলিত এবং প্রত্যক্ষের লক্ষণও 'জ্ঞানসংস্কারান্তরাজন্যজ্ঞানত্বম্' এইরূপ করিলেই চলিত।

কিন্তু তাঁহারা তাহা করেন নাই। ঈশ্বরের নিত্যপ্রত্যক্ষে অব্যাপ্তি বারণের জন্য নৈয়ায়িকগণও 'জ্ঞানাকরণকং জ্ঞানং প্রত্যক্ষম্' এইরূপ প্রত্যক্ষের লক্ষণ করিয়াছেন। এরূপ লক্ষণ মানিলে প্রত্যভিজ্ঞাকেও প্রত্যক্ষ মানিতে হয়; কারণ কোন জ্ঞানই প্রত্যভিজ্ঞার করণ হয় না। পক্ষান্তরে ইন্দ্রিয়ই উহার করণ। এজন্য প্রত্যভিজ্ঞার পরোক্ষত্ববাদী জৈনদার্শনিকের পক্ষে এরূপ লক্ষণ স্বীকার করা সম্ভব নয়। যদি অনুমানাদি হইতে বিশেষধর্মগুলির অবভাসরূপ বৈলক্ষণ্যই স্পষ্টত্বের প্রতি প্রযোজক হয়, তাহা হইলেও প্রত্যভিজ্ঞাকে প্রত্যক্ষ মানিতে হয়; কারণ বিশেষধর্মগুলির ভান প্রত্যভিজ্ঞাতেও হইয়া থাকে। সুতরাং স্পষ্টত্বের ব্যাখ্যা স্পষ্টীকৃত না হওয়ায় তাঁহাদের প্রকৃত অভিপ্রায়ও স্পষ্ট হইতেছে না।

এখানে আরও একটী কথা লক্ষ্য করিবার বিষয়—জৈনদার্শনিকগণ উপমান প্রমাণকে প্রত্যভিজ্ঞার মধ্যে অন্তর্ভূক্ত করিয়াছেন। অথচ উপমিতি ও প্রত্যভিজ্ঞার বিষয় এক নহে। সংজ্ঞার সহিত সংজ্ঞীর অর্থাৎ নামের সহিত নামীর শক্তিরূপ সম্বন্ধের জ্ঞানই উপমান প্রমাণের ফল উপমিতি। যেমন—গবয়ে গোসাদৃশ্য। প্রত্যক্ষের অনন্তর পূর্বশ্রুত 'গোসদৃশো গবয়ঃ' ইত্যাকার অতিদেশ-বাক্যার্থস্মরণদ্বারা 'গবয়ো গবয়পদবাচ্যঃ' এইরূপ জ্ঞান। কিন্তু 'সোঽয়ং দেবদত্তঃ' ইত্যাদি প্রত্যভিজ্ঞাস্থলে পূর্বদৃষ্ট দেশান্তরস্থ দেবদত্তের সহিত ইদানীং দৃষ্ট দেবদত্তের অভেদেরই ভান হয়। সাদৃশ্য 'তদ্‌ভিন্নত্বে সতি তদ্‌গতভূয়োধর্মবত্ত্ব' স্বরূপ হওয়ায় সাদৃশ্যজ্ঞানে প্রতিযোগীর সহিত অনুযোগীর ভেদজ্ঞান থাকিবেই। বৈদান্তিকগণ সংজ্ঞা ও সংজ্ঞীর সম্বন্ধজ্ঞানকে উপমিতি না বলিলেও গবয়ে গোসাদৃশ্য প্রত্যক্ষের দ্বারা গোরুতে গবয়সাদৃশ্যের যে জ্ঞান—ইহাকেই উপমিতি বলিয়াছেন। তাহা হইলে ভেদজ্ঞান উপমিতিস্থলে তাঁহাদেরও স্বীকার্য ইহা বুঝা যায়। শাব্দিকগণও উপমানকে শক্তিগ্রাহক বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন—'শক্তিগ্রহং ব্যাকরণোপমানাৎ' ইত্যাদি শাব্দিকপ্রসিদ্ধ শ্লোক হইতে বুঝা যায়। সুতরাং জৈনমতে প্রত্যভিজ্ঞায় উপমান প্রমাণের অন্তর্ভাব কেমন করিয়া উপপন্ন হয়—ইহা সুধীগণেরই বিভাবনীয়।

এইরূপ তর্ককে তাঁহারা কেমন করিয়া প্রমাণ মানিলেন, তাহাও দুরধিগম্য। গ্রন্থকার নিজেই ইহা প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, নৈয়ায়িক ও বৈশেষিক—যাঁহারা তর্কসম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারাও তর্ককে প্রমাণ বলেন নাই কিন্তু প্রমাণের অনুগ্রাহকই বলিয়াছেন। অর্থাৎ অনুমিতির করণ ব্যাপ্তিনিশ্চয় হইতেছে প্রমাণ, উহাতে সংশয় উপস্থিত হইলে সংশয়ের নিবৃত্তির জন্যই তর্ক করা হয়। সুতরাং তর্ক সংশয়ের নিবৃত্তির দ্বারা ব্যাপ্তির নিশ্চয় উৎপাদন করে।

তর্ক, অনন্তর সংশয়নিবৃত্তি, তদনন্তর ব্যাপ্তিনিশ্চয়, তারপর পরামর্শ, তদনন্তর অনুমিতি—এইরূপে পরম্পরায় তর্কের অনুগ্রাহকতা অর্থাৎ প্রয়োজকতাই হইতে পারে, কারণতা হয় না। কারণের কারণ হওয়ায় তর্ক অন্যথাসিদ্ধই হইবে। তাহা ছাড়া যেস্থলে ব্যাপ্তির সংশয় হয় না, সেস্থলে তর্কও হয় না। সুতরাং অনুমিতির পূর্বে সর্বত্র তর্কের উপস্থিতিই নাই; অতএব অনুমিতির প্রতি তর্কের কারণত্ব অতি দুর্ঘট। অতএব প্রামাণ্য সুদূরপরাহত।

অনন্তর গ্রন্থকার জৈন দর্শনসম্মত নয়বাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়াছেন। গ্রন্থবিস্তার ভয়ে তিনি নয়বাদের বিস্তার করিতে সাহসী হন নাই বটে; তবে যতটুকু উহার পরিচয় দিয়াছেন তাহাতে বুঝা যায়, প্রতিপক্ষী দর্শনগুলির পক্ষ হইতে যে সকল আপত্তি উঠিতে পারে, তাহার সমুচিত উত্তরের দ্বারা প্রতি-পক্ষীকে নিরুত্তর করিবার জন্য যে চিন্তাসমূহ ও উহার অনুরূপ বাক্যসমূহেব প্রয়োগ, উহাই নয়বাদ। এজন্য নয়বাদকে 'জ্ঞাননয়' ও 'শব্দনয়'ভেদে দুইভাগে ভাগ করা হইয়াছে। জ্ঞানগুলি 'জ্ঞাননয়' নামে এবং উহার প্রতিপাদক বাক্যগুলি 'শব্দনয়' নামে অভিহিত হইয়াছে। এজন্যই নয়বাদকে স্যাদ্বাদ বা অনেকান্ত-বাদের স্তম্ভস্বরূপ বলা হইয়াছে।

সর্বশেষে গ্রন্থকার জৈন দর্শনের প্রমেয়গুলির পরিচয় দিয়াছেন। এই প্রমেয় নিরূপণে জৈন দার্শনিকগণ অভিনব অনেক পরিভাষার সৃষ্টি করিয়া প্রমেয়গুলিকে প্রতিপাদন করিয়াছেন। তবে জৈন দার্শনিকগণ স্বমত প্রতি-পাদনে ও পরমত খণ্ডনে যতটা পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়াছেন, তাহা হইতে অনেক অধিক পাণ্ডিত্য প্রদর্শন করিয়াছেন অভিনব পরিভাষা সৃষ্টি করিয়া স্বমতের অতিগহনত্ব প্রতিপাদনে। পাঠকগণ গ্রন্থ পড়িলেই এ কথা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন।

আশা করি বিদগ্ধসমাজে এই গ্রন্থের সমুচিত সমাদর হইবে।

সংস্কৃত কলেজ,
কলিকাতা
১১ই মার্চ, ১৯৫৭

শ্রীনিরঞ্জনস্বরূপ ব্রহ্মচারী
নবতীর্থ, ন্যায়বেদান্তাচার্য,
মীমাংসা শাস্ত্রের অধ্যাপক

জৈনদর্শনের দিগ্‌দর্শন

জৈনদর্শনের দিগ্‌দর্শন

প্রথম অধ্যায়

॥ 'দর্শন' শব্দের অর্থ ॥

যে কোনও দর্শন শাস্ত্রের যৎ কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতে গেলেই প্রথমেই দর্শনশাস্ত্রের অন্তর্গত 'দর্শন' পদটীর প্রকৃত অর্থ কি ? —এইরূপ একটী বুভুৎসা উপস্থিত হয়। দৃশ্‌ধাতুর প্রকৃত অর্থ প্রদর্শন করিতে গিয়া কাতন্ত্রগণপাঠ ধাতু-কোষে ভ্বাদিগণে বলিয়াছেন 'দৃশির্‌ প্রেক্ষণে'। ঈক্ষণের সঙ্গে একটী প্র-উপসর্গ যোগ করিয়া একটি বিশিষ্ট অর্থের সূচনা করা হইয়াছে।

ব্যবহার ক্ষেত্রে সাধারণতঃ দেখা অর্থে দৃশ্‌ধাতুর প্রয়োগ হইলেও বাস্তবিক তাৎপর্য পর্যালোচনায় প্রেক্ষণ শব্দটীর উপর দৃষ্টিপাত করিলে একটা রহস্য উদ্‌ঘাটিত হয়। অতিপ্রাচীন সুপ্রসিদ্ধ একটী শ্লোকে প্রেক্ষার লক্ষণ দেখিতে পাই—

'যস্যামুৎপদ্যমানায়ামবিদ্যানাশমর্হতি।
বিবেককারিণী বুদ্ধিঃ সা প্রেক্ষেত্যভিধীয়তে'॥

যে বুদ্ধির উদয় হইলে অবিদ্যা অর্থাৎ অজ্ঞান নষ্ট হইয়া যায় শাস্ত্রজ্ঞ সুধীগণ বিবেককারিণী সেই বুদ্ধি বা জ্ঞানকেই 'প্রেক্ষা' বলিয়া অভিহিত করেন।

ভাববাচ্যে অনট্‌ প্রত্যয়ান্ত দর্শন শব্দের প্রয়োগ করিলে তাহার অর্থ হয় পূর্বোক্ত বিবেককারিণী বুদ্ধি। ইহাকেই মুক্তির হেতু বিবেক খ্যাতি—বিবেক জ্ঞান বা বিদ্যা ইত্যাদিরূপে শাস্ত্রবিদ্‌গণ শাস্ত্রে ব্যবহার করিয়া থাকেন। এই জন্যই শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায় 'সা বিদ্যা যা বিমুক্তয়ে'। অজ্ঞান নাশের মুখ্য কারণ অবিদ্যাবিরোধিনী এই বিদ্যা লাভের উদ্দেশ্যেই জপ, তপস্যা, অষ্টাঙ্গ-যোগাদির উপদেশ শাস্ত্রে প্রদর্শিত হইয়াছে।

'দৃশ্যতে অনেন ইতি দর্শনম্‌'—এই অর্থে করণবাচ্যে 'দর্শন' পদটির প্রয়োগে মুখ্যতঃ মোক্ষপ্রতিপাদক শাস্ত্র এইরূপ অর্থ বুঝা যায়। ত্রিবিধদুঃখের অত্যন্ত-নিবৃত্তিরূপ মোক্ষের প্রতিপাদক শাস্ত্রই 'দর্শন শাস্ত্র' নামে অভিহিত হয়। মুক্তির স্বরূপ ও মোক্ষমার্গে দার্শনিকগণের পরস্পর মতভেদ থাকাতেই, বিভিন্নদর্শনে নিজ নিজ অভিপ্রেত অপবর্গের সাধন প্রভৃতি সম্বন্ধেও মতভেদ পরিদৃষ্ট হয়।

সুতরাং দর্শন শাস্ত্র বলিতে 'বিদ্যাপ্রতিপাদক শাস্ত্র' ইহা বুঝা যায়। এই বিদ্যা প্রতিপাদন করিতে গেলে প্রমেয় ও প্রমাণ উভয়েরই নিরূপণ অত্যাবশ্যক। প্রস্তুত জৈনদর্শনের দিগ্‌দর্শন প্রসঙ্গে জৈনদর্শনের প্রমাণ ও প্রমেয় বস্তু নিচয়ের যথার্থ জ্ঞানের নিমিত্ত তৎ তৎ বস্তুর পরিচয় প্রদান করা অনিবার্যরূপে অত্যাবশ্যকীয় হইয়া পড়ে।

মোট কথা, আধ্যাত্মিক জ্ঞানের বিকাশের জন্য যে শাস্ত্র প্রমাণ ও প্রমেয় অবলম্বনে রচিত হয় তাহাকেই 'দর্শনশাস্ত্র' বলে।

জৈন দর্শন বলিতে আমরা বুঝিয়া থাকি **জৈনাগম**[1] প্রতিপাদিত আধ্যাত্মিক জ্ঞানের পূজিতবিচারময় আচার্যগণের অনুশাসন। দিগ্‌দর্শনের জন্য আর্হত সম্মত প্রমাণ, প্রমেয় ও তাহার অবান্তর ভেদ প্রভৃতির সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদর্শন এই প্রবন্ধের আলোচ্যবিষয়।

॥ জৈনদর্শনে স্যাদ্বাদ ॥

জৈনদর্শনের মুখ্যভিত্তি 'স্যাদ্বাদ' ইহারই নামান্তর অনেকান্তবাদ। 'স্যাদস্তি' প্রভৃতি শব্দপ্রয়োগ দ্বারা স্যাদ্বাদ বুঝাইতে ও বুঝিতে হইলে বর্ণাত্মক শব্দের জ্ঞান প্রথম আবশ্যক। সুতরাং শব্দ সম্বন্ধে জৈনদর্শনের সংক্ষিপ্ত কিঞ্চিৎ পরিচয় এই প্রসঙ্গে অপরিহার্য। 'শব্দনিত্যত্ব'বাদী মীমাংসক এবং 'শব্দগুণকমাকাশম্' এই সিদ্ধান্তবাদী নৈয়ায়িকপ্রভৃতির উপর কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া জৈন দার্শনিক মহাপণ্ডিত বাদিদেব সূরি প্রমাণপ্রপঞ্চপ্রসঙ্গে স্বমতসিদ্ধ বিবিধদার্শনিকতত্ত্বের দিগ্‌দর্শন রূপে প্রমাণনয়তত্ত্বালোকালঙ্কারে বলিয়াছেন 'অকারাদিঃ পৌদ্‌গলিকো বর্ণঃ' (চতুর্থ. প. ৯ সূ.), 'পুদগলৈঃ পরমাণুভিরারব্ধঃ পৌদ্‌গলিকঃ'। অকারাদি বর্ণগুলি তৎ তৎ বর্ণের পরমাণু হইতে উৎপন্ন অর্থাৎ পরমাণুসংঘটিত। শব্দনিত্যত্ব-বাদী মীমাংসক মত এবং শব্দের আকাশগুণত্ববাদী নৈয়ায়িক মত নিরাসের অভিপ্রায়ে সূত্রে 'পৌদগলিক' পদটী বিশেষণরূপে নিবদ্ধ করা হইয়াছে। শব্দের পরমাণু মীমাংসক ও নৈয়ায়িক কেহই স্বীকার করেন না।

আর্হত মতে বর্ণের পৌদ্‌গলিকত্ব সিদ্ধির জন্য টীকাকারগণ অনুমানের আকার প্রদর্শন করিয়াছেন যথা—'বর্ণঃ পৌদ্‌গলিকঃ মূর্তিমত্ত্বাৎ পৃথিব্যাদিবৎ'। মূর্তিমত্ত্ব হেতুটি অসিদ্ধ হেতু নহে, কারণ বর্ণে মূর্তিমত্ত্ব স্পর্শবত্ত্ব হেতু দ্বারা সিদ্ধ হয়।

১। 'আপ্তবচনাদিনিবন্ধনমর্থজ্ঞানমাগমঃ' পরীক্ষা (৩।৯৯)।

কেহ যদি আপত্তি করেন যে স্পর্শবত্ত্বহেতুটিও বর্ণে নাই, সুতরাং স্বরূপাসিদ্ধ হেতুর দ্বারা তাদৃশ অনুমান সম্ভব নহে। অতএব 'বর্ণঃ পৌদ্গলিকঃ' এই সিদ্ধান্ত মান্য হইতে পারে না—ইহার প্রত্যুত্তরে তাঁহারা বলেন যে, কর্ণশষ্কুলীতে স্পর্শের অনুভব হয়, তাহা না হইলে অত্যুৎকট শব্দশ্রবণে বালকাদির কর্ণোপঘাত কেন হয়? বালকাদির উৎকট শব্দ শ্রবণে কর্ণোপঘাত কেহই অস্বীকার করিতে পারে না। প্রমাণনয়তত্ত্বালোকের বালবোধিনী টীকাকার উক্ত প্রসঙ্গটি উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে, "পৌদ্গলিকং চাস্য— বর্ণঃ পৌদ্গলিকঃ মূর্তিমত্ত্বাৎ পৃথিব্যাদিবৎ ইত্যনুমানসিদ্ধম্। ন চ মূর্তিমত্ত্বমসিদ্ধম্, স্পর্শবত্ত্বেন হেতুনা তত্র তস্য সিদ্ধত্বাৎ। ন চ স্পর্শবত্ত্বমপি শব্দস্যাসিদ্ধম্। কর্ণশষ্কুল্যাং স্পর্শস্যানুভূয়মানত্বাৎ তস্য স্পর্শবত্ত্বসিদ্ধেঃ, অন্যথা কথমিবোৎকটশব্দশ্রবণেন বালকাদীনাং কর্ণোপঘাতো ভবেৎ? ভবতি চায়ং কর্ণোপঘাতঃ। তস্মাৎ শব্দস্য স্পর্শবত্ত্বং নাসিদ্ধম্। সিদ্ধে চ স্পর্শবত্ত্বে শব্দস্য মূর্তিমত্ত্বসিদ্ধিঃ। তেন চ পৌদ্গলিকত্বসিদ্ধিরিতি"।

শব্দের স্বাভাবিকসামর্থ্য—অর্থাৎ শব্দের অর্থপ্রতিপাদিকা শক্তি এবং সময় অর্থাৎ সঙ্কেত এই দুইটির দ্বারাই শব্দ অর্থজ্ঞানের কারণ হয়। 'স্বাভাবিকসামর্থ্যসময়াভ্যামর্থবোধনিবন্ধনং শব্দঃ' (প্রমাণনয় ৪।১১) এই সূত্রটি অবলম্বনে শব্দের অর্থজ্ঞানের প্রতি কারণতা প্রতিপাদনে জৈননৈয়ায়িক রত্নপ্রভসূরি রত্নাকরাবতারিকা টীকায় অতি বিস্তৃতভাবে পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা করিয়াছেন।

স্যাদ্বাদস্থাপনের সৌকর্যেব নিমিত্ত শব্দের প্রসঙ্গটী উপোদ্ঘাতরূপে উত্থাপন করিয়া বাদিদেব সূরি সপ্তভঙ্গীর সূচনা করেন—

"সর্বত্রায়ং ধ্বনির্বিধিপ্রতিষেধাভ্যাং স্বার্থমভিদধানঃ সপ্তভঙ্গীমনুগচ্ছতি"

॥ প্রমাণনয় ৪।১৩ ॥

এই স্থলে ধ্বনিশব্দের অর্থ বস্তুপ্রতিপাদক শব্দ অর্থাৎ 'স্যাদস্তি' প্রভৃতি প্রযুক্ত শব্দ। স্মরণ রাখিতে হইবে যে, মুখ্যতঃ আর্হত সিদ্ধান্তে জীব ও অজীব এই দুইটি প্রমেয়। ব্যষ্টি সমষ্টি রূপে উভয়ের ভেদ অনেক প্রকার। কিন্তু কোনও প্রমেয়ই একান্ত নহে, অর্থাৎ নিত্যত্ব অনিত্যত্ব প্রভৃতিরূপে নানাত্মক। সপ্তভঙ্গীর উদাহরণভঙ্গীতে তাহা স্পষ্টীকরণের উদ্দেশ্যে 'বিধিপ্রতিষেধাভ্যাম্'—বিধিমুখে ও নিষেধমুখে স্বার্থের অর্থাৎ অনন্ত ধর্মাত্মক বস্তুর প্রতিপাদক হইয়া 'স্যাদস্তি' 'স্যান্নাস্তি' ইত্যাদি শব্দ প্রশ্নসাপেক্ষ বক্ষ্যমাণ সপ্তবিধ প্রয়োগের অনুগামী হইয়া 'সপ্তভঙ্গী' নামে অভিহিত হয়।

বাদিদেবসূরি 'সপ্তভঙ্গী' বিশদরূপে বর্ণনা করিতে গিয়া, একই বস্তুতে

'স্যাদস্তি' 'স্যান্নাস্তি' ইত্যাদি বিরুদ্ধধর্মের অধ্যাসের আপত্তি নিরাসের জন্য যেমন ন্যায়াদি-দর্শনের মতে একই বস্তুতে পরত্ব ও অপরত্ব, জ্যেষ্ঠত্ব ও কনিষ্ঠত্ব, হ্রস্বত্ব ও দীর্ঘত্ব ইত্যাদি আপাততঃ পরস্পর বিরুদ্ধ ধর্মের প্রতীতি হইলেও আপেক্ষিক অর্থাৎ অপরকে অপেক্ষা করিয়া অবিরুদ্ধরূপেই প্রতীয়মান হয়, তদ্রূপ কিঞ্চিৎ ধর্মাদিকে অপেক্ষা করিয়া 'স্যাদস্তি স্যান্নাস্তি' ইত্যাদি প্রয়োগ বিরুদ্ধধর্মকে স্পর্শ করিতে পারে না। প্রমাণনয়তত্ত্বালোকালঙ্কারের চতুর্থ পরিচ্ছেদে চতুর্দশ সূত্রে তাহা দেখাইয়াছেন। যথা—'একত্র বস্তুন্যেকৈকধর্মপর্যনুযোগবশাদবিরোধেন ব্যস্তয়োঃ সমস্তয়োশ্চ বিধিনিষেধয়োঃ কল্পনা স্যাৎকারাঙ্কিতঃ সপ্তধা বাক্‌প্রয়োগঃ সপ্তভঙ্গী' ইতি।

জৈনদর্শনের ভিত্তি 'সপ্তভঙ্গীর' প্রয়োগ প্রশ্নসাপেক্ষ তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। 'প্রতিপর্যায়ং পর্যনুযোগানাং (শিষ্যপ্রশ্নানাং) সপ্তানামেব সম্ভবাৎ' 'তেষামপি সপ্তত্বং সপ্তবিধজিজ্ঞাসানিয়মাৎ'। 'তস্যাপি অপি সপ্তবিধত্বং সপ্তধৈব তৎসন্দেহসমুৎপাদাৎ'। 'তস্যাপি সপ্তপ্রকারকত্বনিয়মঃ স্বগোচরবস্তুধর্মাণাং সপ্ত-বিধত্বস্যৈবোপপত্তেঃ (প্র. ৪।৩৯—৪২)। সূত্রটির সরল তাৎপর্যার্থ এই—একই জীব ও অজীবাদি বস্তুতে 'একৈক ধর্মপর্যৎনুযোগবশাৎ'—অর্থাৎ সত্ত্বাদি এক একটি ধর্মের প্রশ্ন বশতঃ প্রত্যক্ষাদি বাধা নিরসনরূপ অবিরোধে ব্যস্ত, সমস্ত অর্থাৎ পৃথগ্‌ভূত ও মিলিত বিধিনিষেধের কল্পনা অর্থাৎ পর্যালোচনা অবলম্বনে 'স্যাৎকার' চিহ্নিত প্রয়োগবিন্যাসই 'সপ্তভঙ্গী'।

উদ্দেশ্য বিধেয় ভাব অবলম্বনে কোনও একটা বস্তুতে কোনও একটি ধর্মকে গ্রহণ করিয়া সাতপ্রকারই বচন বিন্যাস হয়; সপ্তধার ন্যূনও নহে, অধিকও নহে। যথা—(১) স্যাদস্ত্যেব ঘটঃ। (২) স্যান্নাস্ত্যেব ঘটঃ। (৩) স্যাদস্তি চ নাস্তি চ ঘটঃ। (৪) স্যাদবক্তব্য এব ঘটঃ। (৫) স্যাদস্তি চাবক্তব্যশ্চ ঘটঃ। (৬) স্যান্নাস্তি চাবক্তব্যশ্চ ঘটঃ। (৭) স্যাদস্তি নাস্তি চাবক্তব্যশ্চ ঘটঃ।

স্যাদ্বাদ বা অনেকান্তবাদের উপর আরও কয়েকটি কথা বলা আবশ্যক। 'স্যাৎ' ও 'বাদ' এই উভয়পদ ঘটিত 'স্যাদ্বাদ' শব্দের অন্তর্গত স্যাৎ-শব্দের ও বাদশব্দের খণ্ডশঃ অর্থ ও মিলিত অর্থের দিকে লক্ষ্য করিলে এইরূপ নামকরণের একটা তাৎপর্য পর্যালোচনা অনিবার্যরূপে উপস্থিত হয়। 'বাদ'শব্দের প্রচলিত অর্থ সিদ্ধান্তরূপে কথন বা স্বীকার।

এইস্থলে 'স্যাৎ'শব্দ অব্যয় অনেকান্তদ্যোতক। ইহা বিধিলিঙের প্রয়োগ নহে। মহাপণ্ডিত হেমচন্দ্র সিদ্ধহেমশব্দানুশাসনে নিবদ্ধ করিয়াছেন—

'স্যাদিত্যব্যয়মনেকান্তদ্যোতকম্। ততঃ স্যাদ্বাদঃ—অনেকান্তবাদঃ। নিত্যা-

নিত্যাদ্যনেকধর্মশবলৈকবস্ত্বভ্যুপগম ইতি যাবৎ'। মনে রাখিতে হইবে যে, ইহা জৈন-দর্শনেই পারিভাষিকরূপে ব্যবহৃত হয়।

অনেকান্তবাদ এবং স্যাদ্বাদ একই কথা। অনেকান্ত শব্দে যে অন্তশব্দ আছে ইহার অর্থ ধর্ম, দৃষ্টি, অপেক্ষা ইত্যাদি। বিবিধ ধর্ম, বিবিধ দৃষ্টিকোণ, বিবিধ অপেক্ষা অবলম্বনেই জাগতিক ব্যবহার চলিয়া আসিতেছে। একই রূপে নিশ্চিত ব্যবহার সমাজে প্রচলিত হইতে পারে না। যেমন একই দেবদত্ত পিতার অপেক্ষায় পুত্র, আবার তৎপুত্রাপেক্ষায় পিতা, ভ্রাতার অপেক্ষায় ভাই, ভাগিনেয়কে অপেক্ষা করিয়া মাতুল ইত্যাদি।

আনুমানিক খৃষ্টীয় ষষ্ঠ-সপ্তম শতাব্দীর প্রাচীন জৈন দার্শনিক মহাপণ্ডিত সমন্তভদ্র 'স্যাদ্বাদ' প্রসঙ্গে আপ্তমীমাংসায় বলিয়াছেন—

'বাক্যেম্বনেকান্তদ্যোতী গম্যং প্রতিবিশেষণম্।
স্যান্নিপাতোঽর্থযোগিত্বাৎ তব কেবলিনামপি'॥

ইহার বৃত্তিতে বলা হইয়াছে—'অনেকান্তদ্যোতী স্যাচ্ছব্দঃ নিপাতোঽব্যয়ম্। গম্যং —অভিধেয়ম্, অস্তি ঘট ইত্যাদিবাক্যে অস্তিত্বাদি, তৎ প্রতি বিশেষকঃ সমর্থকঃ। অথবা গম্যং হেয়াদেয়ভেদভিন্নং বস্তু যথা যদবস্থিতং (যথাবদবস্থিতং) তথৈব তস্য বিশেষকঃ' ইত্যাদি।

ব্রহ্মসূত্রের দ্বিতীয়াধ্যায়ের দ্বিতীয়পাদে 'নৈকস্মিন্নসম্ভবাৎ' (২।২।৩৩) এইসূত্রে স্যাদ্‌বাদার্থ প্রসঙ্গে সমন্তভদ্রের উক্ত শ্লোকটীকে কিঞ্চিৎ পরিবর্তিতরূপে সর্বতন্ত্রস্বতন্ত্র বাচস্পতিমিশ্র উদ্‌ধৃত করিয়াছেন—'উক্তঞ্চৈবম্—স্যাচ্ছব্দঃ খল্বয়ং নিপাতস্তিঙন্তপ্রতিরূপকোঽনেকান্তদ্যোতী' যথাহুঃ—

"বাক্যেম্বনেকান্তদ্যোতী গম্যং প্রতি বিশেষণম্।
স্যান্নিপাতোঽর্থযোগিত্বাৎ তিঙন্তপ্রতিরূপকঃ'॥

যদি পুনরয়মনেকান্তদ্যোতকঃ স্যাচ্ছব্দো ন ভবেৎ স্যাদস্তীতি বাক্যে স্যাৎ-পদমনর্থকং স্যাৎ। তদিদমুক্তম্ 'অর্থযোগিত্বাদিতি'। অনেকান্তদ্যোতকত্বে তু 'স্যাদস্তি, কথঞ্চিদস্তীতি স্যাৎ-পদাৎ কথঞ্চিদস্তীত্যনেনানুরক্তঃ প্রতীয়ত ইতি নানর্থক্যমিতি"।

স্যাদ্বাদার্থ বিশেষকরূপে আপ্তমীমাংসায় অন্যরূপে আরও কিছু বলিয়াছেন—

'স্যাদ্বাদঃ সর্বথৈকান্তত্যাগাৎ কিংবৃত্তচিদ্বিধিঃ।
সপ্তভঙ্গনয়াপেক্ষো হেয়াদেয়বিশেষকঃ (বিশেষকৃৎ)'॥ ইতি

পদবৃত্তিকার বসুনন্দী ইহার তাৎপর্য পর্যালোচনা করিতে গিয়া বলিয়াছেন— "স্যাদ্বাদোঽর্থপ্রকরণাদীনাং ঘটাদিশব্দার্থবিশেষস্থাপনাহেতূনামনুকূলঃ। কুতঃ? সর্বথৈকান্তত্যাগাৎ, তেষামর্থপ্রকরণাদীনাং প্রতিকূলস্য একান্তস্য ত্যাগাৎ"।

স্যাদ্বাদটীকে পরিস্ফুট করিবার জন্য শ্লোকস্থ কয়েকটি শব্দের বিশদার্থ প্রকাশ করিতে গিয়া পুনর্বার বলিয়াছেন—'অথ কথং—প্রকারঃ স্যাদ্বাদঃ'? এই স্যাদ্বাদটী কি প্রকার? এই আশঙ্কায় বলা হইয়াছে—'কিংবৃত্তচিদ্বিধিঃ'—ইহার তাৎপর্যার্থ এই যে—'কিমো বৃত্তং—কিংনিষ্পন্নং বৃত্তম্, কিংবৃত্তঞ্চ তচ্চিচ্চ কিংবৃত্তচিৎ, তদেব বিধিঃ—প্রকারো যস্য, কথঞ্চিৎ কুতশ্চিৎ ইত্যাদি, সপ্তভঙ্গাশ্চ তে নয়াশ্চ তান্ অপেক্ষত ইতি—'স্যান্নাস্তি' 'স্যাদস্তি' ইত্যাদি। হেয়োপাদেয়বিশেষকো গুণ-মুখ্যকল্পনয়া'।

লঘীয়স্ত্রয়, ন্যায়বিনিশ্চয়, প্রমাণসংগ্রহ, সিদ্ধিবিনিশ্চয় প্রভৃতি মহত্ত্বপূর্ণ প্রামাণিক দিগম্বর জৈন গ্রন্থ প্রণেতা জৈনদর্শনের ক্রমবিকাশকামী দিগম্বরাচার্য প্রাচীন মহাপণ্ডিত অকলঙ্কদেব (আনুমানিক খৃষ্টীয় ৭২০—৭৮০ সময়বর্তী) অন্যভঙ্গীতে এই সপ্তভঙ্গের আভাস উক্ত শ্লোকটীরই ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে উদ্‌ভাসিত করিয়াছেন।

প্রকারান্তরে একই তাৎপর্য প্রকাশ করিয়াছেন—যথা

'কথঞ্চিদিত্যাদি—কিংবৃত্তচিদ্বিধিঃ—স্যাদ্বাদাপরপর্যায়ঃ। সোঽয়মনেকান্ত-মভিপ্রেত্য সপ্তভঙ্গনয়াপেক্ষঃ—স্বভাবপরভাবাভ্যাং সদসদাদিব্যবস্থাং প্রতিপাদয়-তীতি'।

জৈনদার্শনিকাচার্য যশোবিজয়গণি জৈনতর্কভাষায় সংক্ষেপে হইলেও আরও একটু বিশদরূপে বলিয়াছেন—'একস্মিন্ বস্তুনি একৈকধর্মপর্যনুযোগবশাৎ অবিরোধেন ব্যস্তয়োঃ সমস্তয়োশ্চ বিধিনিষেধয়োঃ কল্পনয়া স্যাৎ-কারাঙ্কিতঃ সপ্তধা বাক্‌প্রয়োগঃ সপ্তভঙ্গী। ইয়ঞ্চ সপ্তভঙ্গী বস্তুনি পর্যায়ং সপ্তবিধধর্মাণাং সম্ভবাৎ সপ্তবিধসংশয়োত্থাপিত-সপ্তবিধজিজ্ঞাসামূলসপ্তবিধপ্রশ্নানুরোধাদুপপদ্যতে' ইত্যাদি।

জৈন দর্শনের এই অনেকান্তবাদ যে দর্শনান্তরে ও প্রকারান্তরে স্বীকৃত হইয়াছে তাহার দিগ্‌দর্শনরূপে আচার্য হেমচন্দ্র বীতরাগস্তোত্রে বলিয়াছেন—

'ইচ্ছন্ প্রধানং সত্ত্বাদ্যৈর্বিরুদ্ধৈর্গুম্ফিতং গুণৈঃ।
সাংখ্যঃ সংখ্যাবতাং মুখ্যঃ নানেকান্তং প্রতিক্ষিপেৎ'॥

অর্থাৎ সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ এই পরস্পর বিরুদ্ধ ত্রিগুণ বিশিষ্ট প্রধান বা প্রকৃতির প্রতি লক্ষ্য করিয়া সাংখ্যদার্শনিক আচার্য অনেকান্তবাদকে উড়াইয়া দিতে পারেন না। অর্থাৎ সাংখ্যদর্শন সমালোচনা করিলেও দেখা যায় তাহারাও অনেকান্ত-বাদীই।

সাংখ্য সগোত্র পাতঞ্জলদর্শনেও অনেকান্তবাদ পরিলক্ষিত হয় পূর্বোক্ত কারণে ও কারণান্তরে। যোগদর্শনের তৃতীয়পাদের (বিভূতিপাদের) 'ত্রয়োদশ সংখ্যক'

সূত্রটী দৃষ্টান্তরূপে ধরা যাইতে পারে—যথা “এতেন ভূতেন্দ্রিয়েষু ধর্মলক্ষণাবস্থা-পরিণামা ব্যাখ্যাতাঃ”—। চিত্তের ত্রিবিধ পরিণামবশতঃ স্থূল ও সূক্ষ্ম ভূতবর্গ ও ইন্দ্রিয়সমূহে ধর্মপরিণাম, লক্ষণপরিণাম ও অবস্থাপরিণাম ভেদে ত্রিবিধ পরিণাম ব্যাখ্যাত হইল। সুতরাং পরিণামভেদে বস্তুর অনেকান্ততা অবশ্য-স্বীকার্য।

অনেকান্তবাদে অতিশয় শ্রদ্ধাশীল যশোবিজয় মহোদয়ও তৎকৃত অধ্যাত্ম উপনিষদে বলিয়াছেন—

“জাতিব্যক্ত্যাত্মকং বস্তু বদন্ননুভবাত্মকম্।
ভট্টো বাপি মুরারির্বা নানেকান্তং প্রতিক্ষিপেৎ” ॥

কুমারিলভট্টের মীমাংসাশ্লোকবার্ত্তিকে অভাব প্রমাণের প্রামাণ্য প্রসঙ্গে বাদবিবাদচ্ছলে দ্বাদশ সংখ্যকশ্লোকেও অনেকান্তবাদ উপেক্ষণীয় হয় নাই।

‘স্বরূপপররূপাভ্যং নিত্যং সদসদাত্মকে।
বস্তুনি জ্ঞায়তে কৈশ্চিৎ রূপং কিঞ্চিৎ কদাচন’ ॥

প্রমাণান্তর্ভাবগ্রন্থেও প্রায় ইহারই অনুরূপ শ্লোক দেখিতে পাওয়া যায়—

‘স্বরূপপররূপাভ্যাং বস্তুনঃ স্যাৎ পরাত্মকম্।
স্বরূপেণ হি সদ্‌রূপং ততোঽন্যা বাঽসদাত্মতা’ ॥

জৈনদার্শনিক যশোবিজয় বেদান্তদর্শনেও অনেকান্তবাদ প্রদর্শন করেন। ইহা দেখাইতে গিয়া বলিয়াছেন—

“অবদ্ধং পরমার্থেন বদ্ধং চ ব্যবহারতঃ।
ব্রুবাণো ব্রহ্ম-বেদান্তী নানেকান্তং প্রতিক্ষিপেৎ”।

(অধ্যাত্মোপনিষৎ ১ম অধিকার, শ্লোক ৫০)

সর্বমস্তি স্বরূপেণ পররূপেণ নাস্তি চ।
অন্যথা সর্বসত্ত্বং স্যাৎ স্বরূপস্যাপ্যসম্ভবঃ ॥

(প্র. মী. হেমচন্দ্র ধৃত—প্রত্যক্ষ প্রকরণে ১৬ সূত্র-টী)

ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনেও অনেকান্তবাদ স্বীকার সম্বন্ধে কয়েকটী কথা উত্থাপন করা যাইতে পারে।—যেমন পৃথিবী প্রভৃতি ভূতচতুষ্টয়কে কার্যস্বরূপে অনিত্য ও পরমাণুস্বরূপে নিত্য স্বীকার করা হইয়াছে। অর্থাৎ পৃথিব্যাদি চতুর্ভূতে নিত্যত্ব ও অনিত্যত্ব আপাততঃ বিরুদ্ধ প্রতীত হইলেও অপেক্ষাকৃত ব্যবহারে অনিত্যত্ব ও নিত্যত্ব পৃথিবী প্রভৃতিতে বিরুদ্ধ নহে। দ্রব্যত্ব ও পৃথিবী-ত্বাদি ধর্মে সামান্য বিশেষ ব্যবহারও ইহারই সমর্থক।

আরও একটি কথাও এ প্রসঙ্গে উত্থাপিত হইতে পারে। নব্যন্যায়ের

ব্যাপ্তিবাদে ব্যধিকরণ গ্রন্থের মূলের টীকাকার মহামহোপাধ্যায় মথুরানাথ তর্কবাগীশের পঙ্‌ক্তি উঠাইয়া নৈয়ায়িক প্রবর সোন্দড়ের মত প্রদর্শনেও অনেকান্তবাদের সমর্থন দেখা যায়। এই জন্য জৈন দর্শনের অনেকান্তবাদের মহিমা প্রকাশের উদ্দেশ্যে নিম্ন লিখিত পঙ্‌ক্তিও তাঁহারা উদ্ধার করেন, যথা—

'অথেদং বাচ্যং জ্ঞেয়ত্বাদিত্যাদৌ সমবায়িতয়া বাচ্যত্বাভাবো ঘট এব প্রসিদ্ধঃ'। এই গঙ্গেশোপাধ্যায়ের পঙ্‌ক্তি ব্যাখ্যানাবসরে মথুরানাথ গ্রন্থতাৎপর্য বুঝাইবার জন্য বলিয়াছেন—'ব্যধিকরণধর্মাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতাকাভাববাদিনোঽন্যথাখ্যাত্যস্বীকারিণঃ সোন্দড়স্য মতমাদায় 'সাধ্যাভাববদবৃত্তিত্বম্' ইত্যাদাবব্যাপ্তিমুদ্ধরতি—অথেতি'।

যে ধর্ম যাহাতে থাকে না সে ধর্মটি তাহার 'ব্যধিকরণ ধর্ম'। ঘটত্ব পটে থাকে না, সুতরাং ঘটত্ব পটের 'ব্যধিকরণ ধর্ম'। এজন্য 'ঘটত্বেন পটো নাস্তি' এরূপ বলিতে কোন বাধা নাই। পট পটত্বরূপে আছে, ঘটত্ব রূপে নাই। সমবায়িত্ব বাচ্যত্বে থাকে না। সুতরাং 'সমবায়িত্বেন বাচ্যত্বাভাবঃ' সর্বানুভবসিদ্ধ।

পরবর্তী জৈন দার্শনিকগণ অনেকান্তবাদের ব্যাপকতা প্রদর্শনার্থ এ জাতীয় অনেক কথা অনুসন্ধান করিয়া দৃঢ়তার সহিত অনেকান্তবাদকে সর্ব দর্শন সম্মতরূপে খ্যাপন করিয়া থাকেন।

এই 'সপ্তভঙ্গীর' প্রত্যেকটী ভঙ্গ আশ্রয় করিয়া জৈনদার্শনিকগণ পারিভাষিক শব্দ ব্যবহারকে 'সকলাদেশস্বভাবা' ও 'বিকলাদেশস্বভাবা' এই দুই প্রকারে বিভাগ করিয়াছেন।

'সকলাদেশে'র লক্ষণ বরিয়াছেন—'প্রমাণপ্রতিপন্নানেকধর্মাত্মকবস্তুনঃ কালাদিভিরভেদবৃত্তিপ্রাধান্যাদভেদোপচারাদ্বা যৌগপদ্যেন প্রতিপাদকং বচঃ সকলাদেশঃ' (প্র. ৪।৪৪)।

সকলাদেশের অভিপ্রায়ে 'স্যাদস্ত্যেব ঘটঃ' এই বিবক্ষিত বাক্যটী কেবল অস্তিত্ববিশিষ্ট ঘটকে বুঝায় না, কিন্তু অনন্তধর্মাত্মক ঘটকে প্রতিপাদিত করে।

এই বাক্যটী দ্বারা ঘটে অস্তিত্বের বোধ হইতে পারে, কিন্তু ঘটে অনন্তধর্মাত্মকত্বের বোধ কিরূপে সম্ভবপর হয়? এইরূপ একটী আপত্তি হওয়া স্বাভাবিক কিন্তু একটু প্রণিধান পূর্বক বিচার করিলে এইরূপ আপত্তির সমাধান সহজেই হইতে পারে। কারণ সমস্তধর্মগুলিই অস্তিত্বাত্মক, অতএব একধর্মবিশিষ্ট বস্তুর প্রতিপাদন দ্বারা 'স্যাদস্ত্যেব ঘটঃ' এই বাক্যটী অনন্তধর্মবিশিষ্ট বস্তুর প্রতিপাদন করিয়া থাকে অস্তিত্বকে আশ্রয় করিয়া। অস্তিত্ব ধর্ম নিত্যত্বেও

আছে অনিত্যত্বেও আছে। এ জাতীয় বিরুদ্ধ ধর্মের একবস্তুতে অবিরোধে সমন্বয় 'স্যাদ্বাদ'কে অবলম্বন করিয়াই হয়।

এই সকলাদেশের বিপরীত বিকলাদেশ। 'তদ্বিপরীতস্তু বিকলাদেশঃ' (প্র. ৪।৪৫)। সকলাদেশে কালাদিদ্বারা অভেদবৃত্তির প্রাধান্য বা উপচার হয়। বিকলাদেশে কালাদি অবলম্বনে ভেদবিবক্ষা থাকে। সুতরাং ঐ এক শব্দ অনেকার্থপ্রতিপাদনে সামর্থ্যহীন বলিয়া ভেদবৃত্তি বা ভেদোপচারবশতঃ ক্রমশঃ অভিধায়ক বাক্যটী বিকলাদেশরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

॥ জৈনদর্শনে প্রমাণবাদ ॥

প্রমাণের লক্ষণ ও সংখ্যা সম্বন্ধে অতিপ্রাচীন কাল হইতেই বিবিধসম্প্রদায়-ভুক্ত বা প্রবর্তক দার্শনিকগণের বিচারপূর্ণ মতভেদ দেখা যায়। যথা—

ন্যায়দর্শন—প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শব্দ—এই প্রমাণচতুষ্টয়বাদী।

বৈশেষিকদর্শন—প্রত্যক্ষ ও অনুমান এই দুইটী প্রমাণবাদী। শব্দ অনুমানেরই অন্তর্গত, পৃথক্ প্রমাণ নহে।

মীমাংসাদর্শন {
প্রভাকর সম্প্রদায় পঞ্চ প্রমাণবাদী যথা—
প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান শব্দ ও অর্থাপত্তি।
কুমারিল ভট্ট ছয়টি প্রমাণ স্বীকার করেন।
যথা—প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান, শব্দ, অর্থাপত্তি ও অনুপলব্ধি।

সাংখ্যদর্শনে—তিনটী প্রমাণ—প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দ।

যোগদর্শনে—সাংখ্যসম্মত প্রমাণত্রয়।

বেদান্তদর্শনে—মীমাংসকশিরোমণি কুমারিল ভট্টোক্ত ছয়টীপ্রমাণই স্বীকৃত হইয়াছে।

এই সুপ্রসিদ্ধ আস্তিক আর্ষ ষড়্‌দর্শন ছাড়া নাস্তিক বৌদ্ধ, জৈন, চার্বাক প্রভৃতি দার্শনিকগণের মধ্যেও প্রমাণের লক্ষণও সংখ্যা সম্বন্ধে মতভেদ দেখা যায়। উহাদের মধ্যে বৌদ্ধ ও জৈন দার্শনিক প্রত্যক্ষ ও অনুমান অথবা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ নামে এই দুইটিকেই মুখ্য প্রমাণ স্বীকার করেন। চার্বাক কেবল প্রত্যক্ষপ্রমাণবাদী।

ন্যায়দর্শনে মহর্ষি গৌতম প্রমাণের স্বতন্ত্র কোনও লক্ষণ না বলিয়াই প্রমাণের বিভাগ প্রদর্শন করিয়াছেন। যথা 'প্রত্যক্ষানুমানোপমানশব্দাঃ প্রমাণানি' (ন্যায় দ. ১।১।৩)।

যদিও 'সামান্য ধর্মাবচ্ছিন্নস্য বিশেষধর্মপুরস্কারেণ ধর্মিপ্রতিপাদনং বিভাগঃ'।[২] এই লক্ষণানুসারে প্রমাণ সামান্যের লক্ষণ বা স্বরূপ নির্দেশ করিয়াই প্রমাণের বিভাগ প্রদর্শন করা সঙ্গত, তথাপি মহামনীষী মহর্ষি গৌতম 'প্রমাণ'শব্দের যোগার্থ (ব্যুপত্তিলভ্য অর্থ) বা সমাখ্যা দ্বারাই সামান্যতঃ প্রমাণের স্বরূপ প্রতিপাদন হয় বলিয়া স্বতন্ত্র লক্ষণ করা প্রয়োজন মনে করেন নাই।

করণবাচ্যে অনট্‌প্রত্যয়ান্ত প্রপূর্বক-মাধাতুনিষ্পন্ন 'প্রমাণ'পদটির উপর বিশেষভাবে লক্ষ্য করিলেই তাহা স্পষ্টতঃ প্রতীয়মান হয়। 'প্র' উপসর্গ টী প্রকর্ষ বা প্রকৃষ্ট অর্থের দ্যোতক। মা-ধাতুর অর্থ জ্ঞান। জ্ঞানের প্রকর্ষ বা প্রকৃষ্ট জ্ঞান বলিতে ইহাই বুঝা যায় যে, যাহাকে লোকে এক কথায় যথার্থজ্ঞান বা প্রকৃষ্ট জ্ঞান বলিয়া থাকে। এই যথার্থজ্ঞান অনুভূতি (অনুভব) বা স্মৃতিভেদে দুই প্রকার। তন্মধ্যে যথার্থ অনুভবরূপ জ্ঞানটী প্রকৃষ্ট জ্ঞান। অনুভব জন্য ভাবনাখ্যসংস্কার-সমুৎপন্ন বিধায় যথার্থস্মৃতি অনুভবেরই অধীন বলিয়া যথার্থ অনুভবের অপেক্ষায় অনুৎকৃষ্ট ; সুতরাং স্মৃতি প্রমা নহে, অতএব উহার করণ প্রমাণ নহে। উদয়নের এই মত প্রসঙ্গে কুসুমাঞ্জলি—অবশ্য দ্রষ্টব্য। (৪।১)

সাংখ্যমতে প্রত্যক্ষ প্রমাণ ও প্রত্যক্ষ প্রমেয়ের লক্ষণ প্রদর্শনাবসরে কারিকোক্ত "প্রতিবিষয়াধ্যবসায়ো দৃষ্টম্" এই পংক্তি ব্যাখ্যানাবসরে সাংখ্যতত্ত্ব-কৌমুদীকার সর্বতন্ত্র স্বতন্ত্র মহাদার্শনিক বাচস্পতি মিশ্র বলিয়াছেন—'বিষয়ং বিষয়ং প্রতি প্রবর্ততে ইতি প্রতিবিষয়মর্থসন্নিকৃষ্টমিন্দ্রিয়মিতি যাবৎ, তস্মিন্নধ্যবসায়স্তদাহিত ইত্যর্থঃ। অধ্যবসায়শ্চ বুদ্ধিব্যাপারো জ্ঞানম্। অধিগতবিষয়াণাং বৃত্তৌ সত্যাং বুদ্ধেস্তমোঽভিভবে সতি যঃ সত্ত্বসমুদ্রেকঃ সোঽধ্যবসায় ইতি বৃত্তিরিতি জ্ঞানমিতি চাখ্যায়তে। ইদং তাবৎ প্রমাণম্[৩]। অনেন যশ্চেতনাশক্তেরনু-গ্রহস্তৎ ফলং প্রমাবোধ ইতি'।

"দ্বয়োরেকতরস্য বাপ্যসন্নিকৃষ্টার্থপরিচ্ছিত্তিঃ প্রমা[৪] ইতি সাংখ্যসূত্রে (১।১।৮১)

২। তদুক্তং ভট্টাচার্যৈঃ—সামান্যলক্ষণং মুক্ত্বা বিশেষস্যৈব লক্ষণং ন শক্যং বক্তুমতোঽপ্যস্য ন বাচ্যতা (সর্বদর্শন সংগ্রহঃ—পাতঞ্জল—দঃ—৩০১ পৃঃ)।

৩। ন চ সামান্যলক্ষণমন্তরেণ শক্যং বিশেষলক্ষণং কর্তুমিতি প্রমাণসামান্যং তাবল্লক্ষয়তি প্রমাণমিষ্টমিতি। তত্র চ প্রমাণমিতি সমাখ্যালক্ষ্যপদং, তন্নির্বচনং চ লক্ষণম্ ; প্রমীয়তে অনেনেতি নির্বচনাৎ প্রমাং প্রতি করণত্বমবগম্যতে। অসন্দিগ্ধবিপরীতানধিগতবিষয়া চিত্তবৃত্তিঃ প্রমাণম্, বোধশ্চ পৌরুষেয়ঃ ফলং প্রমা ; তৎসাধনং প্রমাণমিতি (তত্ত্বকৌ০—৪)।

৪। প্রকর্ষেণ সংশয়াদিব্যবচ্ছেদেন মীয়তে পরিচ্ছিদ্যতে বস্তুতত্ত্বং যেন তৎ প্রমাণমিতি। 'স্বাপূর্বার্থ-ব্যবসায়াত্মকং জ্ঞানং প্রমাণমিতি' ইতি পরীক্ষামুখ-সূত্রব্যাখ্যায়াং লঘুসূত্রবৃত্ত্যপরনামধেয়প্রমেয়মালা-টীকায়ামনন্তবীর্যঃ।

(প্রমাণ সামান্যলক্ষণং) প্রমাদ্বৈবিধ্যস্যাভিহিতত্বেন বুদ্ধিবৃত্তিঃ পৌরুষেয়ো বোধ ইত্যুভয়মপি প্রমেতি[৫] ভাবঃ"। (বাল রাম. উঃ—পৃঃ ৫২।)

"অত্রেদমবধাতব্যম্—সাংখ্যনয়ে কশ্চিদর্থঃ প্রমাণং যথা চক্ষুরাদিঃ, কশ্চিচ্চ প্রমাপ্রমাণোভয়রূপা চিত্তবৃত্তিঃ। এষা হি চক্ষুরাদিজন্যত্বেন প্রমেতি, পৌরুষেয়-বোধং প্রতি করণত্বেন প্রমাণমিতি ব্যবহ্রিয়তে। তৎ সাধকতমং যৎ তৎত্রিবিধং প্রমাণমিতি দ্বয়োরিতি সূত্রস্য শেষঃ। এবম্ভূতস্যার্থস্য বস্তুনঃ পরিচ্ছিত্তিরবধারণং প্রমা। সা চ দ্বয়োঃ বুদ্ধিপুরুষয়োরুভয়োরেব ধর্মো ভবতু কিং বৈকতরস্যোভয়ত্রৈব তস্যাঃ প্রমায়া যৎ সাধকতমং ফলাযোগব্যবচ্ছিন্নং তচ্চ ত্রিবিধং বক্ষ্যমাণ-রূপেণেত্যর্থ ইতি সাংখ্যপ্রচবনভাষ্যকারঃ।

মিশ্রপাদাস্তু—প্রমীয়তে অনেনেতি নির্বচনাৎ প্রমাং প্রতি করণত্বমবগম্যতে। অসন্দিগ্ধাবিপরীতানধিগতবিষয়া চিত্তবৃত্তিঃ প্রমাণম্, বোধশ্চ পৌরুষেয়ঃ ফলং প্রমা ইতি প্রমাণপদঘটকপ্রমামভিধায় প্রমাণলক্ষণমাহ তৎসাধনং প্রমাণমিতি"।

কুমারিলভট্ট প্রভৃতির মতেও স্মৃতির (স্মরণের) মুখ্যকারণ অনুভবের প্রামাণ্যাধীনই প্রামাণ্য ব্যবহার থাকিলেও প্রমাণ শব্দের দ্বারা স্মৃতির ব্যবহার কদাপি হয় না[৬]। সুতরাং স্মৃতি মুখ্যপ্রমাণশব্দের বাচ্য হইতে পারে না।

স্মৃতিরূপ জ্ঞান অনুভবের দ্বারা পরিজ্ঞাত বিষয়কেই তদ্রূপে উপস্থাপিত করে, কোন প্রকার অপূর্ব (অগৃহীত) অর্থের উপস্থাপক হয় না। কেবলমাত্র গৃহীতগ্রাহীই হইয়া থাকে। সুতরাং অগৃহীতগ্রাহক না হওয়ায় স্মৃতি প্রমাণ নহে[৭]।

সাংখ্যযোগদর্শনে বাচস্পতি মিশ্রও এই অভিপ্রায়ই স্পষ্টরূপে ব্যক্ত করিয়াছেন।[৮] যোগ দর্শনে স্মৃতির স্বরূপ নির্ণয়প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে 'অনুভূত-

৫। ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষদ্বারা যস্তমোঽভিভবসমকালীনসত্ত্বসমুদ্রেকপ্রযুক্তো বুদ্ধের্বিষয়াকার পরিণামঃ স প্রত্যক্ষপ্রমাণমিতি ব্যবহ্রিয়তে। ব্যাপ্তিজ্ঞানজন্যশ্চ যস্তথাবিধপরিণামঃ সোঽনুমানপ্রমাণম্। বাক্যজন্যশ্চ যস্তাদৃশপরিণামবিশেষঃ স আগমপ্রমাণমিতি চাভিধীয়তে (বালরামঃ ৬০ পৃঃ)। ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষাদিনা জায়-মানোঽয়ং ঘট ইত্যাদি বৌদ্ধো বোধঃ প্রমাণম্। তদনূপজায়মানো ঘটমহং জানামীত্যাদি পৌরুষেয়ো বোধঃ প্রমা ইতি ভাবঃ। (অস্তে—৬১ পৃঃ)

৬। পূর্ববিজ্ঞানবিষয়ং বিজ্ঞানং স্মৃতিরুচ্যতে। পূর্ব্বজ্ঞানাদ্ বিনা তস্যাঃ প্রামাণ্যং নাবধার্যতে। (তন্ত্রবার্ত্তিক—৬৯ পৃঃ)

৭। তত্র যৎ পূর্ববিজ্ঞানং তস্য প্রামাণ্যমিষ্যতে। তদুপস্থানমাত্রেণ স্মৃতেঃ স্যাচ্চরিতার্থতা। (শ্লোকবার্ত্তিক—অনুচ্ছেদ—১৬০) [প্রকরণপঞ্চিকা—৪২ পৃঃ]

৮। এতদুক্তং ভবতি—সর্বে প্রমাণাদয়োঽনধিগতমর্থং সামান্যতঃ প্রকারতো বাধিগময়ন্তি। স্মৃতিঃ পুনর্ন পূর্বানুভূতমর্যাদামতিক্রামতি, তদ্বিষয়া তদূনবিষয়া বা ; ন তু তদধিকবিষয়া। সোঽয়ং বৃত্ত্যন্তরাদ্বিশেষঃ স্মৃতেরিতি বিমৃশতি। (তত্ত্ববৈশারদী—১।১১)

বিষয়াসম্প্রমোষঃ স্মৃতিঃ'। ন্যায়কন্দলীকার শ্রীধরও প্রশস্তপাদের মত সমর্থনে স্মৃতি প্রমাণবাহ্য এইভাবই ব্যক্ত করিয়াছেন। (কন্দলী—পৃঃ ২৫৭)

স্মৃতির অপ্রামাণ্য সম্বন্ধে আবার ন্যায়মঞ্জরীতে গৌতমমতবাদী জয়ন্ত ভট্টের অন্যরূপ মত দেখা যায়। জয়ন্ত ভট্ট স্পষ্টরূপে বলিয়াছেন যে, স্মৃতির অপ্রামাণ্য গৃহীত গ্রাহিতানিবন্ধন নহে, কিন্তু স্মৃতিরূপ জ্ঞান অর্থ অর্থাৎ বিষয়ব্যতিরেকে উৎপন্ন হয় বলিয়াই তাহাব প্রামাণ্য স্বীকার করা যায় না। সুতরাং স্মৃতির অনর্থজত্বনিবন্ধনই অপ্রামাণ্য[৯]।

আচার্য প্রশস্তপাদের অনুগামী শ্রীধরভট্ট জয়ন্ত ভট্টের এই মতের উপর কটাক্ষ করিয়া বলিয়াছেন যে, যাহারা অনর্থজত্বনিবন্ধনই স্মৃতির অপ্রামাণ্য বর্ণন করিয়া থাকেন, তাহাদের মতে তুল্য ন্যায়ে অতীত ও অনাগত (ভবিষ্যৎ) বিষয়ক অনুমানেরও অপ্রামাণ্য স্বীকারের আপত্তি অপরিহার্য হইয়া পড়ে।[১০]

যথার্থরূপে প্রমেয় বস্তুর জ্ঞান না হইলে জগতে কোনরূপ ব্যবহারই চলিতে পারে না। কিন্তু প্রমেয় বস্তুর যথার্থ জ্ঞান প্রমাণ সাধ্য। 'ইহা অমুক বস্তু' এইরূপ নিশ্চয়াত্মক জ্ঞানের প্রামাণিকতা প্রমাণসাপেক্ষ। সমস্ত দার্শনিকই নির্বিবাদে ইহা স্বীকার করেন—"প্রমেয়সিদ্ধিঃ প্রমাণাদ্ধি" (সাংখ্যকারিকা)।

ন্যায়দর্শনের ১ম সূত্রে ভাষ্যকার বাৎস্যায়নও বলিয়াছেন--"প্রমাণতোঽর্থ-প্রতিপত্তৌ প্রবৃত্তিসামর্থ্যাদর্থবৎ প্রমাণম্। প্রমাণেন খল্বয়ং জ্ঞাতার্থমুপলভ্য তমর্থমভীপ্সতি জিহাসতি বা" ইত্যাদি।

জাগতিক পদার্থগুলির স্বরূপ উপলব্ধ না হইলে 'ইহা আমার কর্তব্য,' 'ইহা গ্রাহ্য' ও 'ইহা ত্যাজ্য'--এইরূপ সিদ্ধান্ত হইতেই পারে না। জীবনির্বিশেষে দেখা যায়, দুঃখ কাহারও কাম্য নহে, সকলেই সুখ চায়। 'ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ'—এই চতুর্বর্গ সম্বন্ধেও মতভেদ নাই।

ঠিক ঠিক বস্তুর স্বরূপ উপলব্ধি না করিয়া বা করিতে না পারিয়া কার্যে প্রবৃত্ত হইলে প্রবৃত্তি সফল হয় না ; হইতে পারে না। এই কারণে বস্তুর তত্ত্ব-নির্ণয়ে সকলেই প্রথমতঃ প্রমাণের অনুসন্ধান করিয়া থাকেন। এই অনুভবসিদ্ধ প্রসঙ্গটি স্মরণ করিয়াই জৈনদর্শনের বিখ্যাত প্রামাণিক দার্শনিক পণ্ডিত বাদিদেব সূরি প্রমাণনয়তত্ত্বালোক গ্রন্থের প্রারম্ভেই উপক্রমরূপে প্রতিজ্ঞাসূত্র নিবদ্ধ করিয়াছেন---"প্রমাণনয়ব্যবস্থাপনার্থমিদমুপক্রম্যতে" (১।১)। প্রতিজ্ঞাত বিষয়টির

৯। ন স্মৃতেরপ্রমাণত্বং গৃহীতগ্রাহিতাকৃতম্, অপিত্বনর্থজন্যত্বং তদপ্রামাণ্যকারণম্। (ন্যায়মঞ্জরী—২৩)

১০। যে ত্বনর্থজত্বাৎ স্মৃতেরপ্রামাণ্যমাহুঃ, তেষামতীতানাগতবিষয়স্যানুমানস্যাপ্রামাণ্যং স্যাদিতি দূষণম্। (ন্যায়কন্দলী—২৫৭ পৃঃ)

স্বরূপ প্রতিপত্তির জন্য প্রমাণের লক্ষণ প্রতিপাদক দ্বিতীয়সূত্রটির অবতারণা করেন—'স্বপরব্যবসায়িজ্ঞানং প্রমাণম্', (১।২)। 'অভিমতানভিমতবস্তুস্বীকার-তিরস্কারক্ষমং হি প্রমাণমতো জ্ঞানমেবেদম্' (১।৩)।

এই সূত্রটীর স্বশব্দের অর্থ প্রমাণত্বরূপে অভিমত জ্ঞান। পরশব্দের অর্থ সেই জ্ঞানভিন্ন অপর বস্তু। এই দুইটিকে বিশেষরূপে নিশ্চয় করাই যার স্বভাব সেই জ্ঞানই প্রমাণ। অগ্রে 'নয়' নিরূপণ প্রসঙ্গে এই সূত্রটির অর্থ আরও বিশেষরূপে স্পষ্ট হইবে।

পরীক্ষামুখে ভট্ট অকলঙ্কদেবের (৭২০-৭৮০ খৃষ্টাব্দ) অনুগামী মাণিক্যনন্দীর (৮০০-৯০০ খৃঃ) প্রমাণের লক্ষণপ্রতিপাদক প্রথম ও দ্বিতীয় সূত্রটিও ঐ একই তাৎপর্যে রচিত। যথা—"স্বাপূর্বার্থব্যবসায়াত্মকং জ্ঞানং প্রমাণমিতি," 'হিতাহিত-প্রাপ্তিপরিহারসমর্থং হি প্রমাণম্, ততো জ্ঞানমেব তদিতি'।[১১]

জিনেশ্বরকৃত ন্যায়াবতারে প্রমাণের লক্ষণ এইরূপ—(হেমচন্দ্রাচার্যধৃত) "প্রমাণং স্বপরাবভাসি-জ্ঞানং বাধবিবর্জিতম্"। হেমচন্দ্রাচার্য নিজে বলিয়াছেন—"সম্যগর্থনির্ণয়ঃ প্রমাণম্"। তত্ত্বার্থ-শ্লোকবার্ত্তিকে বিদ্যানন্দ স্বামী বলিয়াছেন—'তৎ স্বার্থব্যবসায়াত্মকং জ্ঞানং প্রমাণম্' (হেমচন্দ্রধৃত)।

"তৎস্বার্থব্যবসায়াত্মজ্ঞানং মানমিতীয়তা।
লক্ষণেন গতার্থত্বাদ্ ব্যর্থমন্যদ্বিশেষণম্" ॥

(শ্লোক. বা. ১।১০।৭৭)

"প্রমাণং স্বার্থনির্ণীতিস্বভাবং জ্ঞানম্"—সিদ্ধাসন প্রণীত সম্মতি তর্কের টীকাকার অভয়দেব সূরি প্রমাণের স্বরূপ এইরূপ প্রদর্শন করিয়াছেন।

জৈনমতে উল্লিখিত লক্ষণগুলির পর্যালোচনা করিলে স্পষ্টই বুঝা যায় যে লক্ষণ ঘটক শব্দগুলি বিভিন্নাকার হইলেও তাৎপর্যার্থে প্রভেদ নাই।

প্রমাণের লক্ষণ লইয়া বিভিন্নদর্শনে পরস্পর খণ্ডন ও মণ্ডন নিজ নিজ সিদ্ধান্তানুসারে হইতে দেখা যায়। মার্গ ও পদার্থের স্বরূপে পরস্পর মতভেদই তাহার কারণ। খণ্ডন মণ্ডন বর্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় নহে। কেবল লক্ষণ প্রসঙ্গে দার্শনিকগণ স্ব স্ব মতে কিরূপ পরিচয় দিয়াছেন তাহার দিগ্‌দর্শন-মাত্র। ইহা অপ্রাসঙ্গিক এই রূপ চিন্তার অবকাশ নাই।

বাদিদেব সূরির 'স্যাদ্বাদরত্নাকরে' বিভিন্নমতে নানাপ্রকার প্রমাণের লক্ষণ দেখা যায়। যথা—(১) প্রমাণমবিসংবাদিবিজ্ঞানমিতি বৌদ্ধাঃ। (২) অর্থোপলব্ধি-

১১। প্রমেয়প্রমিতেরাভিমুখ্যেন চেতনাত্মকঃ যঃ প্রমাতুঃ প্রযত্নঃ স্যাৎ তৎ প্রমাণং জিনৈর্মতম্' ॥ [পরীক্ষামুখটীকা—৯ পৃঃ]

হেতুঃ প্রমাণমিত্যক্ষপাদঃ। (৩) অনধিগতার্থগন্তৃত্বমিতি ভাট্টাঃ। (৪) অজ্ঞাতার্থ-জ্ঞাপকমিতি (প্রমাণ সমুচ্চয়—টীকা)। (৫) প্রমাতৃব্যাপারঃ প্রমাণমিতি প্রাভাকরাঃ (৬) অতুষ্টকারণারব্ধং প্রমাণং লোকসম্মতম্ ইতি কুমারিলঃ।[১২]

ন্যায়কুসুমাঞ্জলিতে উদয়নাচার্য বলিয়াছেন—

"যথার্থানুভবো মানমনপেক্ষতয়েষ্যতে।
মিতিঃ সম্যক্‌পরিচ্ছিত্তিঃ তদ্বত্তা চ প্রমাতৃতা।
তদযোগব্যবচ্ছেদঃ প্রামাণ্যং গৌতমে নয়ে" ॥

প্রমাণের লক্ষণে যেরূপ মতভেদ দেখা যায়, প্রমাণের সংখ্যা লইয়াও বিভিন্ন দার্শনিকগণের পরস্পর মতভেদ পরিলক্ষিত হয়।

জৈন, বৌদ্ধ ও বৈশেষিকমতে প্রমাণ দুইটী হইলেও প্রমাণান্তর ও প্রমাণান্ত-র্ভাবে মতভেদ স্পষ্ট দেখা যায়। জৈনদর্শনে প্রত্যক্ষ ও তদিতর অর্থাৎ পরোক্ষ ভেদে দুইটী প্রমাণ স্বীকার করিয়া তর্ক, স্মৃতি, প্রত্যভিজ্ঞা প্রভৃতিকে পরোক্ষ প্রমাণের অন্তর্গত বলিয়া প্রতিপন্ন করা হয়। কিন্তু তর্ক, স্মৃতি, প্রত্যভিজ্ঞাকে বৈশেষিকাদি দর্শন প্রমাণরূপে গ্রহণ করেন নাই।

প্রমাণের সংখ্যাসম্বন্ধে প্রাচীন পরম্পরা প্রচলিত তিনটী শ্লোক উল্লেখ করিয়া এই প্রসঙ্গের উপসংহারে অগ্রসর হইতেছি।

প্রত্যক্ষমেকং চার্বাকাঃ কণাদসুগতৌ পুনঃ।
অনুমানং চ তচ্চাপি সাংখ্যাঃশব্দং চ তে উভে ॥
ন্যায়ৈকদেশিনোঽপ্যেবমুপমানঞ্চ কেচন।
অর্থাপত্ত্যা সহৈতানি চত্বার্যাহুঃ প্রাভাকরাঃ ॥
অভাবষষ্ঠান্যেতানি ভাট্টা বেদান্তিনস্তথা।
সম্ভবৈতিহ্যযুক্তানি ইতি পৌরাণিকা জগুঃ ॥

এই প্রমাণের সংখ্যার উল্লেখ সম্বন্ধে অতিপ্রসিদ্ধ আচার্যগণের মধ্যে ব্যোম-শিবাচার্যকে বাদ দিলে মতভেদ দেখা যায় না। এই শ্লোকত্রয়ে প্রদর্শিত প্রমাণের সংখ্যা সম্বন্ধে রহস্য উদ্‌ঘাটনের জন্য আচার্য হেমচন্দ্র সূরির (১১শ হইতে—১৩খৃঃ) একটী কথা সুধীসমাজে পর্যালোচনার জন্য উপস্থাপিত করা আবশ্যক। প্রমাণ মীমাংসার প্রমাণ বিভাগে 'প্রমাণং দ্বেধা' (৯ম সূ.) এই শ্লোকের স্বকৃত ব্যাখ্যায় দর্শনান্তরের প্রমাণ সংখ্যা প্রদর্শন করিতে গিয়া আচার্য হেমচন্দ্র বলিয়াছেন—

১২। পরীক্ষামুখের "প্রত্যক্ষেতরভেদাদিতি" (২।২) সূত্রের অনন্তবীর্যকৃত রত্নমালাটীকার "ন হি পর-পরিকল্পিত……শক্যা কর্তুম্"—এই অংশে টিপ্পনীতে "জৈমিনেঃ ষট্‌প্রমাণানি চত্বারি ন্যায়বাদিনঃ। সাংখ্যস্য ত্রীণি বাচ্যানি দ্বে বৈশেষিক-বৌদ্ধয়োঃ।"—এইরূপ একটী শ্লোক পাওয়া যায়।

"প্রত্যক্ষানুমানাগমাঃ প্রমাণানীতি বৈশেষিকাঃ"। কিন্তু বৈশেষিকদর্শনের রহস্য পর্যালোচক অতীব সুপ্রসিদ্ধ মহাবিচক্ষণ সূক্ষ্মদর্শী মহামতি ন্যায়কন্দলীকার শ্রীধরাচার্য (১০ম-১১শ শতাব্দী), প্রশস্তপাদ-ভাষ্য বা পদার্থধর্মসংগ্রহকার আচার্য-বর্য প্রশস্তপাদ (৪র্থ—৫ম খৃঃ), কিরণাবলীকার শ্রীমদুদয়নাচার্য, (৯ম—১০খৃঃ), ন্যায়লীলাবতীপ্রণেতা বল্লভাচার্য, সেতুটীকাকার পদ্মনাভ মিশ্র, উপস্কারকার শঙ্কর মিশ্র, বিশ্বনাথ ন্যায়পঞ্চানন প্রভৃতি সকলেই ঐকমত্যে বৈশেষিকদর্শনের মতে প্রত্যক্ষ ও অনুমানভেদে 'প্রমাণ দুই প্রকারই'—ইহা নিঃসন্দেহে স্বস্বনিবন্ধে প্রদর্শন করিয়াছেন। বিশ্বনাথ ভাষা পরিচ্ছেদে স্পষ্টই বলিয়াছেন—'শব্দোপমান-য়োর্নৈব পৃথক্ প্রামাণ্যমিষ্যতে। অনুমানগতার্থত্বাদিতি বৈশেষিকং মতম্'॥ বৈশেষিকদর্শনের তত্ত্বজ্ঞ এই সকল প্রসিদ্ধ বিদ্বান্‌গণের মত উপেক্ষা করিয়া কেবলমাত্র ব্যোমশিবাচার্যের ব্যোমবতী টীকায় প্রদর্শিত তিনটী প্রমাণের কথাকে গ্রহণ করতঃ 'ঐমতে প্রমাণ তিনটী' এই কথাটী বৈশেষিক সিদ্ধান্তরূপে কিরূপে আচার্য হেমচন্দ্র 'প্রত্যক্ষানুমানাগমাঃ প্রমাণানীতি বৈশেষিকাঃ'—এইরূপ নিশ্চয় করিলেন এবং নিবন্ধে লিখিলেন ? একমাত্র ব্যোমশিবাচার্য ছাড়া বৈশেষিকদর্শনের রহস্যবিদ্ প্রাচীন ও সুপ্রসিদ্ধ প্রামাণিক আচার্যগণের কেহই 'বৈশেষিকমতে প্রমাণ তিনটী' এইরূপ ইঙ্গিত করেন নাই বা কোন কথা প্রসঙ্গে উল্লেখ করেন নাই। পরবর্তী নৈয়ায়িক ও বৈশেষিক বিদ্বদ্‌বর্গের মধ্যেও এইরূপ 'ত্রিপ্রমাণ-বাদিত্বে'র কথা ঘুণাক্ষরে ও কুত্রাপি কোনও রূপ উল্লেখ দেখা যায় না।

প্রাচীন জৈনাচার্য হরিভদ্র সূরিও বৈশেষিকের 'ত্রিপ্রমাণবাদিত্ব'পক্ষে বরং একটু অরুচিই দেখাইয়া গিয়াছেন। তিনি বৈশেষিক দর্শনের উপসংহারে বলিয়াছেন—

'প্রমাণঞ্চ দ্বিধামীষাং প্রত্যক্ষং লৈঙ্গিকং তথা।
বৈশেষিকমতস্যৈবং সংক্ষেপঃ পরিকীর্তিতঃ'॥ ইতি।

এই শ্লোকটির প্রসঙ্গে গ্রন্থকার স্বয়ংই যে কথাটি বলিয়াছেন তাহাতে উক্ত অরুচি বা অনির্ভরতার কথাটি সুদৃঢ়ই হইয়া থাকে। তাঁহার বক্তব্য এই—"যদ্যপ্যৌলূক্যশাসনে ব্যোমশিবাচার্যোক্তানি ত্রীণি প্রমাণানি, তথাপি শ্রীধরমতা-পেক্ষয়া অত্রোভে এব নিগদিতে" ইতি।

ষড়্‌দর্শনসমুচ্চয়ের গুণরত্নটীকায়ও দেখিতে পাই—"শব্দাদীনাং তু প্রমাণা-নামনুমান এবান্তর্ভাবাৎ কন্দলীকারাভিপ্রায়েণ এতৎপ্রমাণদ্বয়মবোচদাচার্যঃ। ব্যোমশিবস্তু প্রত্যক্ষানুমানশব্দাখ্যানি প্রমাণানি প্রোচিবানিতি"। ইহার দ্বারা ব্যোমশিবাচার্যের মতের উপর অরুচিই প্রদর্শন করা হয় নাই কি ?

ব্যোমবতী-টীকায় "তদ্বচনাদাম্নায়স্য প্রামাণ্যম্" সূত্রটি সূত্রস্থ তৎশব্দের দ্বারা ঈশ্বরের পরামর্শ করিয়া আপ্তত্বরূপে ঈশ্বরকে গ্রহণ করতঃ আপ্তবচনরূপ বেদের প্রামাণ্য প্রদর্শনরূপ রহস্য প্রকাশ করা হইয়াছে। কিন্তু শব্দ প্রমাণকে অনুমানে অন্তর্ভুক্ত করিবার জন্যও তো 'তদ্বচনাৎ' কথাটি বলা হইতে পারে। তৎশব্দে ধর্মের পরামর্শও আচার্যগণই করিয়াছেন। কিন্তু তাহার দ্বারাও আপ্তবাক্যরূপেই বেদের প্রামাণ্য, অনুমান প্রমাণ দ্বারা নহে—এইরূপ সিদ্ধান্ত করা চলে না।

'এতেন শাব্দং ব্যাখ্যাতম্' (বৈ. সূ. ৯।২।৩) এই সূত্রটির উপস্কার প্রারম্ভে শঙ্কর মিশ্র বলিয়াছেন—'প্রমাণান্তরাণি লৈঙ্গিকে অন্তর্ভাবয়িতুং প্রকরণান্তরমারভতে 'এতেন শাব্দং ব্যাখ্যাতমিতি'।

"শাব্দং শব্দকরণকং জ্ঞানমিতি যন্নৈয়ায়িকাদীনামভিমতং, তদপ্যেতেন লৈঙ্গিকেন লিঙ্গপ্রভবত্বেনৈব ব্যাখ্যাতম্। যথা ব্যাপ্তিপক্ষধর্মতাপ্রতিসন্ধানাপেক্ষং লৈঙ্গিকং তথা শাব্দমপি। এতে পদার্থাঃ মিথঃ সংসর্গবন্তঃ আকাঙ্ক্ষাদিমদ্ভিঃ পদৈঃ স্মারিতত্বাৎ 'গামভ্যাজে'তি পদার্থসার্থবৎ। অত্র হি আকাঙ্ক্ষাদিমৎপদকদম্বস্মারিতত্বং পদার্থানাং মিথঃ সংসর্গবত্ত্বব্যাপ্যং গৃহীত্বৈব সংসর্গবত্ত্বমনুমিনোতি, কিং কল্পনীয়ং প্রমাণভাবেন শব্দেন"।

মহাদার্শনিক হেমচন্দ্রাচার্য কন্দলী প্রভৃতি দেখেন নাই, কেবলমাত্র ব্যোমবতীর সাহায্যেই বৈশেষিকদর্শনের রহস্য বুঝিয়াছেন—ইহা বিশ্বাস করা চলে না। আবার কন্দলী প্রভৃতির আলোচনা করিয়া থাকিলে 'প্রমাণদ্বয়বাদি'ত্বের কথা কেন উল্লেখ করেন নাই—এই কথাগুলি সুধীগণের চিন্তনীয়। বৈশেষিক সম্প্রদায়ে কেহ কেহ প্রত্যক্ষ ও অনুমান দুইটী প্রমাণই স্বীকার করেন, কেহ বা প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দ—এই তিনটি প্রমাণ মানেন, এইরূপ না বলিয়া কেবল 'প্রমাণত্রয়বাদিত্বে'র উপরই কেন নির্ভর করিলেন ?

প্রমাণ মীমাংসার 'প্রমাণং দ্বিধা' এই প্রথম আহ্নিকের নবমসূত্রের স্বকৃত ব্যাখ্যায় হেমচন্দ্রাচার্য বলিয়াছেন—"দ্বিধা দ্বিপ্রকারমেব, বিভাগস্যাবধারণফলত্বাৎ। তেন প্রত্যক্ষমেবৈকং প্রমাণমিতি চার্বাকাঃ, প্রত্যক্ষানুমানাগমাঃ প্রমাণমিতি বৈশেষিকাঃ, তান্যেবেতি সাংখ্যাঃ, সহোপমানেন চত্বারীতি নৈয়ায়িকাঃ, সহার্থাপত্ত্যা পঞ্চেতি প্রাভাকরাঃ। সহাভাবেন ষড়িতি ভাট্টাঃ। ইতি ন্যূনাধিকসংখ্যাবাদিনঃ প্রতিক্ষিপ্তাঃ"।

কেহ কেহ উক্তব্যাখ্যায় 'দ্বিপ্রকারমেব' এবং 'ন্যূনাধিকসংখ্যাবাদিনঃ' এই দুইটি প্রতীক হইতে বৈশেষিককে প্রমাণত্রয়বাদী বলিবার রহস্য এইভাবে প্রকাশ করেন। যথা—শাস্ত্র প্রচারকগণের স্বভাবই এইরূপ যে, তাঁহারা নিজ পক্ষের

মহত্ত্ব খ্যাপনের জন্য যে ভাবে যাহা প্রমাণ করিলে স্বপক্ষরক্ষা ও পরপক্ষের প্রতিক্ষেপ বা খণ্ডন হয় তাহার উপরেই অধিক লক্ষ্য রাখিয়া থাকেন। সুতরাং বৈশেষিকের প্রমাণত্রয় একদেশীর সিদ্ধান্ত হইলেও বৈশেষিক মত খণ্ডনের পক্ষে ঐ মতটিকে গ্রহণ করিলেই সহজে নিজের অভীষ্ট সিদ্ধ হয়। সুতরাং দুই প্রমাণের অধিক সংখ্যাবাদীর উপর কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া স্বপক্ষের সর্বতন্ত্র-স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া থাকেন ইত্যাদি। তাহা না হইলে হেমচন্দ্র বৈশেষিকের দ্বিপ্রমাণবাদিত্বের কথা আদৌ জানেন না বা জানিয়া থাকিলেও তাহার উল্লেখ কেন করেন নাই—এই প্রশ্ন নিরুত্তর হইয়া পড়ে। বৈশেষিকদর্শনে প্রমাণের রহস্য উদ্‌ঘাটনে ব্যোমবতীর মতটাকেই তিনি অধিক পছন্দ করিয়াছেন। প্রসঙ্গটির চিন্তাভার সুধীগণের উপর ন্যস্ত রহিল।

বাদিদেব কিন্তু স্বকীয়রত্নাকরে বৈশেষিকদর্শনপ্রসঙ্গে প্রমাণের দ্বিত্ব ও ত্রিত্ব উভয় পক্ষেরই উল্লেখ করিয়াছেন (রত্না. ৩১৩পৃঃ, ১০৪১ পৃঃ)।

আরও একটি বিষয় এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, প্রাচীন জৈনদর্শনাচার্য অকলঙ্কদেবের অনুগামী আচার্য মাণিক্যনন্দী পরীক্ষামুখে প্রমাণসংখ্যা প্রসঙ্গে বৈশেষিকেব মতের উল্লেখ করেন নাই। পরীক্ষামুখের প্রমাণাভাস প্রকরণে নিম্নলিখিত সূত্রটির উপর লক্ষ্য করিলেই তাহা স্পষ্ট বুঝা যায়। "সৌগত-সাংখ্য-যোগ-প্রাভাকর-জৈমিনীয়ানাং প্রত্যক্ষানুমানাগমোপমানার্থাপত্ত্যভাবৈরেকৈকা-ধিকৈর্ব্যাপ্তিবৎ ইতি"।

পরীক্ষামুখের প্রমেয় রত্নমালাটীকাকার রবিভদ্রশিষ্য আচার্য অনন্তবীর্য 'প্রত্যক্ষেতরভেদাৎ' এই সূত্রের টীকায় বলিয়াছেন—"ন হি পরপরিকল্পিতৈকদ্বিত্রি-চতুঃপঞ্চষট্‌প্রমাণসংখ্যা-নিশ্চয়ে নিখিলপ্রমাণভেদানামন্তর্ভাববিভাবনা শক্যা কর্তুম্"। কিন্তু এই মতগুলি কাহার তাহা স্পষ্ট করিয়া কিছুই বলেন নাই। বস্তুতঃ মাণিক্যনন্দীর প্রমাণাভাস প্রকরণের উক্ত সূত্রটি বৈশেষিকমতের অনুল্লেখের পোষক বলিয়া মনে হয়।

হেমচন্দ্রাচার্যের পূর্ববর্তী সূত্রকার আচার্যগণের সূত্রতাৎপর্য রক্ষা করিয়া প্রমাণ মীমাংসার হেমচন্দ্রাচার্যের কতিপয়সূত্র শব্দের কিছু পরিবর্তন করিয়া রচিত হয়। বাদিদেব সূরি একই সূত্রে প্রমাণ দুই প্রকার ইহা বলিয়াছেন যথা—"তদ্ দ্বিবিধং প্রত্যক্ষং পরোক্ষঞ্চ" (২ প. ১)। মাণিক্যনন্দী বলিয়াছেন দুইটী সূত্রে "তদ্ দ্বেধেতি" (২।১)। "প্রত্যক্ষেতরভেদাদিতি" (২।২)।

আচার্য হেমচন্দ্রও দুইটি সূত্র করিয়াছেন—"প্রমাণং দ্বিধা" (১।১।৯)। "প্রত্যক্ষং পরোক্ষঞ্চ" (১।১।১০)। দ্বিতীয় সূত্রটির চকারকরণের সার্থক্য

দেখাইতে গিয়া স্বকৃতব্যাখ্যায় বলিয়াছেন—"চকারঃ স্ববিষয়ে তুল্যবলখ্যাপনার্থঃ, তেন যদাহুঃ—সকলপ্রমাণজ্যেষ্ঠং প্রত্যক্ষমিতি তদপাস্তম্। প্রত্যক্ষপূর্বকত্বাদিতর-প্রমাণানামিতি চেৎ? ন, প্রত্যক্ষস্যাপি প্রমাণান্তরপূর্বকত্বোপলব্ধেঃ, লিঙ্গাদাপ্তো-পদেশাদ্বা বহ্ন্যাদিকমবগম্য প্রবৃত্তস্য তদ্বিষয়প্রত্যক্ষোৎপত্তেঃ"।

জৈনন্যায়ের বহুগ্রন্থও টীকায় দেখিতে পাওয়া যায়—জৈনন্যায়ের পদার্থতত্ত্বের বিকাশের যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া আজ পর্যন্ত জৈন নৈয়ায়িক দার্শনিক পণ্ডিতগণ স্বমতের নির্দোষত্বখ্যাপনের জন্য পাণ্ডিত্যপূর্ণ বিচার বিশ্লেষণের সাহায্যে পরমতখণ্ডনে বদ্ধ পরিকর।

প্রত্যক্ষপ্রমাণের জ্যেষ্ঠত্ব খণ্ডন প্রসঙ্গে আচার্য হেমচন্দ্র যাহা বলিয়াছেন আস্তিক নব্য নৈয়ায়িকগণ তাহার মহত্ত্ব মনে করেন না।

নব্য ন্যায়ের তত্ত্ব চিন্তামণির অনুমিতিগ্রন্থে গঙ্গেশোপাধ্যায়ের "প্রত্যক্ষোপ-জীবকত্বাৎ প্রত্যক্ষানন্তরং বহুবাদিসম্মতত্বাদুপমানাৎ প্রাগনুমানং নিরূপ্যতে"-এই পংক্তি ব্যাখ্যানাবসরে মহানৈয়ায়িক রঘুনাথ শিরোমণি দীধিতিটীকায় প্রত্যক্ষ প্রমাণের জ্যেষ্ঠত্ব প্রমাণিত করিবার জন্য যাহা লিখিয়া গিয়াছেন সেই সূক্ষ্ম বিচারের প্রতি লক্ষ্য করিলে হেমচন্দ্রাচার্যের 'তেন যদাহুঃ,—সকলপ্রমাণজ্যেষ্ঠং প্রত্যক্ষমিতি পরাস্তম্'—এই খণ্ডন আপাততঃ তাঁহাদের দৃষ্টিতে মনোরম হইলেও তাহা পরিণামসহ নহে। দীধিতিকারের কথাটি উল্লেখ করিলেই তাহা স্পষ্ট হইবে।

"অত্রোপজীব্যোপজীবকভাবঃ ফলতঃ স্বরূপতশ্চ, প্রত্যক্ষফলস্যানুমিত্যনু-ব্যবসায়াদেরনুমিত্যুপজীবকত্বেঽপি ন সর্বা প্রত্যক্ষমিতিস্তথা, অনুমিতয়স্তু সর্বাঃ সাক্ষাৎ পরম্পরয়া বা ব্যাপ্ত্যাদিপ্রত্যক্ষোপজীবিকাঃ, পুরস্কৃতশ্চায়মুপজী-বকতোৎকর্ষঃ (অনুমিতিদীধিতিঃ)"।

দীধিতিকারের এই কথা বলিবার তাৎপর্য এই যে—কোন কোন স্থলে প্রত্যক্ষ অনুমিতির উপজীবক হইলেও প্রত্যক্ষত্বাবচ্ছেদে অনুমিত্যুপজীবকত্ব থাকে না। অর্থাৎ প্রত্যক্ষ মাত্রই অনুমিতি পূর্বক হয় না। কিন্তু অনুমিতিমাত্রই ব্যাপ্ত্যাদিপ্রত্যক্ষ পূর্বকই হইয়া থাকে। সুতরাং এই অবচ্ছেদাবচ্ছেদের প্রতি সূক্ষ্ম দৃষ্টি থাকিলে হেমচন্দ্র প্রতিপাদিত আক্ষেপের দৃঢ়তা একেবারেই থাকে না।

হেমচন্দ্রের 'যদাহুঃ' এই বহু বচনান্ত ক্রিয়াপদটি দ্বারা আরও কয়েকটি মত সংগৃহীত হয়। যথা—"আদৌ প্রত্যক্ষগ্রহণং প্রাধান্যাৎ···তত্র কিং শব্দস্যাদাবুপ-দেশো ভবতু আহোস্বিৎ প্রত্যক্ষস্যেতি? প্রত্যক্ষস্যেতি যুক্তম্। কিং কারণম্? সর্বপ্রমাণানাং প্রত্যক্ষপূর্বকত্বাদিতি" (ন্যায় বা. ১)।

সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদীতে বাচস্পতিমিশ্রও "প্রতিবিষয়াধ্যবসায়ো দৃষ্টং..." এই কারিকার ব্যাখ্যাভূমিকায় লিখিয়াছেন—"সম্প্রতি প্রমাণবিশেষলক্ষণাবসরে প্রত্যক্ষস্য প্রমাণেষু জ্যেষ্ঠত্বাৎ তদধীনত্বাচ্চানুমানাদীনাং সর্ববাদিনামবিপ্রতিপত্তেশ্চ তদেব তাবল্লক্ষয়তি—" ইত্যাদি।

ভামতীটীকাতেও প্রত্যক্ষের জ্যেষ্ঠত্বের প্রসঙ্গ পাওয়া যায়। "ন চ জ্যেষ্ঠ-প্রমাণ প্রত্যক্ষ বিরোধাদাম্নায়স্যৈব তদ-পেক্ষস্যাপ্রামাণ্যমুপচরিতার্থত্বঞ্চেতি যুক্তম্? তস্যাপৌরুষেয়তয়া নিরস্তসমস্তদোষাশঙ্কস্য বোধকতয়া স্বতঃসিদ্ধপ্রমাণভাবস্য স্বকার্যে প্রমিতাবনপেক্ষত্বাৎ" (ভামতী পৃঃ ৬)।

দেখা যাইতেছে রঘুনাথশিরোমণি দীধিতিতে প্রত্যক্ষপ্রমাণের জ্যেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনে যে দুইটি সুদৃঢ় যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন সাংখ্যতত্ত্ব-কৌমুদীকারও সেই প্রত্যক্ষাধীনত্ব অর্থাৎ প্রত্যক্ষোপজীবকত্ব এবং সর্ববাদিসম্মতত্বরূপ হেতু দুইটিরই উল্লেখ করিয়াছেন। ভামতী প্রত্যক্ষপ্রমাণের জ্যেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে বিবাদ করেন নাই বটে, কিন্তু উহার শ্রেষ্ঠত্বসম্বন্ধে আপত্তি করিয়াছেন। সুতরাং প্রত্যক্ষের শ্রেষ্ঠত্বসম্বন্ধে বৈমত্য থাকিলেও জ্যেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে আস্তিক দার্শনিকগণের মধ্যে কোন বৈমত্য নাই। ইঁহাদের সকলের বিরুদ্ধে হেমচন্দ্রের যুক্তি মোটেই সুদৃঢ়ও নহে, চিত্তাকর্ষকও নহে।

প্রমাণের বিষয়—"প্রমাণস্য বিষয়ো দ্রব্যপর্যায়াত্মকং বস্তু" (প্র. মী. ১।১।৩০)। "ফলমর্থপ্রকাশঃ" (প্র. মী. ১।১।৩৪)। ফলান্তরমাহ—"অজ্ঞান-নিবৃত্তির্বা" (প্র. মী. ১।১।৩৮) ইতি।

অন্যে যদাহুঃ।

"প্রমাণস্য ফলং সাক্ষাদজ্ঞানবিনিবর্তনম্।
কেবলস্য সুখোপেক্ষে শেষস্যাদানহানধীঃ"॥ (ন্যায় ২৮)

'অবগ্রহাদীনাং ক্রমোপজনধর্মাণাং পূর্বং পূর্বং প্রমাণমুত্তরোত্তরং ফলম্' (প্র. মী. ১।১।৩৯)। 'অবগ্রহেহাবায়ধারণাস্মৃতিপ্রত্যভিজ্ঞানোহানুমানানাং ক্রমেণোপ-জায়মানানাং যদ্ যৎ পূর্বং তত্তৎপ্রমাণং, যদ্ যদুত্তরং তত্তৎফলরূপং প্রতিপত্তব্যম্' (টী.)। ইহাতে দার্শনিকগণের কোন মতভেদ নাই।

"হানাদিবুদ্ধয়ো বা" (প্র. মী. ১।১।৪০)। 'হানোপাদানোপেক্ষাবুদ্ধয়ঃ হানাদয়ঃ'। অগ্রে নয়প্রসঙ্গও ঐ একই রূপ। "সামান্যবিশেষাত্মা তদর্থো বিষয়ঃ" (পরীক্ষা ৪।১)। "অজ্ঞাননিবৃত্তিঃ হানোপাদানোপেক্ষাশ্চ ফলম্" (পরীক্ষা ৫।১)।

কোনও পদার্থের যথার্থজ্ঞান না হইলে হানোপাদানে সফল প্রবৃত্তি হয় না।

সুতরাং প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রমাণের দ্বারা বস্তুর স্বরূপ নির্ণীত হইলেই হান বা উপাদানে প্রেক্ষাবান্ পুরুষ প্রবৃত্ত হয়। বস্তুর অজ্ঞান থাকিলে তদ্বিষয়ে ইষ্ট-সাধনতা বা অনিষ্টসাধনতাদির জ্ঞান হয় না। উহা না হইলে প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তিও হয় না। ত্যাগ, গ্রহণ বা উপেক্ষা তখনই সম্ভবপর হয়, যদি স্বরূপতঃ বস্তুর নিশ্চয় থাকে। প্রমাণের ফল পদার্থবিষয়ক অজ্ঞানের নিবৃত্তি। আচার্য হেমচন্দ্র বলেন—ফল (আধ্যাত্মিক) তত্ত্বজ্ঞান। ইহা পরে যথাস্থানে আলোচ্য।

এই প্রমাণভূত জ্ঞান নিশ্চয়াত্মকই হইয়া থাকে। কোনও বস্তুর নিশ্চয় থাকিলে তদ্বিষয়ক 'সমারোপ' হইতেই পারে না। সংশয়, বিপর্যয় ও অনধ্যবসায় এই তিনটি সমারোপেরই প্রকার বিশেষ। অযথার্থ জ্ঞানেরই নামান্তর 'সমারোপ'। বাদিদেব সূরি সমারোপের লক্ষণ করিয়াছেন—"অতস্মিংস্তদধ্যবসায়ঃ সমারোপঃ"। জৈনদর্শনে জ্ঞানের পাঁচটি ভেদ প্রদর্শন করা হইয়াছে—মতি, শ্রুত, অবধি, মনঃপর্যায় ও কেবল।

মনঃসম্পর্কসহকারে অর্থাৎ মনোযুক্ত হইয়া চক্ষুরাদি পাঁচটি ইন্দ্রিয় দ্বারা যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহাকে 'মতি'জ্ঞান বলা হইয়াছে। ইন্দ্রিয়ভেদে ইন্দ্রিয়ের বিষয়ও ভিন্ন ভিন্ন। রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ—এই পাঁচটি চক্ষুরাদি পঞ্চেন্দ্রিয়ের যথাক্রমে নিয়ত বিষয়। মন কিন্তু অনিয়ত বিষয়।

স্মৃতি, প্রত্যভিজ্ঞা, তর্ক ও অনুমান ইহারাও 'মতি' জ্ঞানেরই প্রকারভেদ। শব্দ বা সঙ্কেতদ্বারা যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহাকে 'শ্রুত' জ্ঞান বলে। উক্ত দুই প্রকার জ্ঞানই একজাতীয় পরোক্ষবিশেষরূপে স্বীকৃত হইলেও ইন্দ্রিয়ের নিয়ত বিষয়সহকারে উৎপন্ন হয় বলিয়া ইহাদিগকে "ব্যাবহারিক প্রত্যক্ষ" এবং সুখাদি-সংবেদনকে "মানস সাংব্যাবহারিক প্রত্যক্ষ" বলা হয়।

এখানে একটি বিষয় স্মরণ রাখিতে হইবে যে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় দ্বারা কেবল 'মতি'জ্ঞানই হইয়া থাকে। মনের কাজ বিচার করা। এজন্য মনের দ্বারা 'মতি' ও 'শ্রুত' উভয়প্রকার জ্ঞানই হইয়া থাকে। 'মতিজ্ঞান' প্রথমতঃ সামান্য ভূমিকা গ্রহণ করে, অনন্তর মনের দ্বারা বিচারাত্মক বিশেষরূপে 'শ্রুত জ্ঞান' হইয়া থাকে।

এই চক্ষুরাদি পাঁচটি ইন্দ্রিয়কে দুই ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। দ্রব্যেন্দ্রিয় ও ভাবেন্দ্রিয়। দ্রব্যেন্দ্রিয়েরও আবার দুইটি ভেদ, নির্বৃত্তি ও উপকরণ। শরীরগত ইন্দ্রিয়গুলির আকৃতি অর্থাৎ পুদ্‌গলস্কন্ধের বিশিষ্ট রচনা 'নির্বৃত্তি' নামে অভিহিত হয়। এই নির্বৃত্তির আভ্যন্তর ও বাহ্যভেদে দুইটি ভেদ। ইন্দ্রিয় ও তাহার আভ্যন্তর রচনাকে "আভ্যন্তরনির্বৃত্তি ইন্দ্রিয়" বলা হয়। এবং পুদ্‌গল-

স্কন্ধের বাহ্যরচনাকে 'বাহ্যনির্বৃত্তি ইন্দ্রিয়' বলা হয়। 'উপকরণ ইন্দ্রিয়' একজাতীয় শক্তি বিশেষ।

ভাব ইন্দ্রিয়ও দুই প্রকার 'লব্ধি' ও 'উপযোগ'। মতি জ্ঞানাদি কর্মের আবরক, কর্মের ক্ষয়োপশমকে লব্ধি ইন্দ্রিয় বলা হয়। এই ক্ষয়োপশম একপ্রকার আত্মসম্বন্ধী পরিণাম বা শক্তিবিশেষ। লব্ধি, নির্বৃত্তি এবং উপকরণ এই তিনের সমবায়ে রূপাদি বিষয়ের সামান্য বা বিশেষরূপে বোধ হওয়াকে 'উপযোগ ইন্দ্রিয়' বলা হয়।

পাঁচ প্রকার জ্ঞানের মধ্যে 'মতি' ও 'শ্রুতে'র সংক্ষেপে কিঞ্চিৎ পরিচয় দেওয়া হইল; এখন 'অবধি' প্রভৃতি তিনটি জ্ঞান সম্বন্ধে ও পরিচয় দেওয়া হইতেছে—

'অবধি'জ্ঞান, 'মনঃপর্যায়'জ্ঞান ও 'কেবল'জ্ঞান স্পষ্ট প্রত্যক্ষ জ্ঞান। সুতরাং ইহা সাংব্যাবহারিক নহে, কিন্তু পারমার্থিক প্রত্যক্ষ। যেহেতু এইরূপ জ্ঞানে ইন্দ্রিয়ের অপেক্ষা থাকে না। কেবল আত্মশক্তির দ্বারাই উহা উৎপন্ন হয়। সাংব্যাবহারিক প্রত্যক্ষ বাহ্যেন্দ্রিয়াদি সামগ্রীকে অপেক্ষা করে বলিয়া উহা পারমার্থিক নহে।

'অবধিজ্ঞান'—এই জ্ঞান অনেক প্রকার। ইহা রূপী ও অরূপ অর্থাৎ আবৃত বা দূরস্থ হইলেও তত্তদ্বস্তুর সাক্ষাৎকারে সমর্থ হয়। বাদিদেব সূরি বলিয়াছেন- পৃথিবী-জল-তেজ-বায়ু-অন্ধকার প্রভৃতি কয়টি দ্রব্যগোচরই 'অবধি'জ্ঞান হয়।

'মনঃ পর্যায় জ্ঞান'—এই জ্ঞান পরের মনেরও অভিপ্রায় প্রকাশ করিতে সমর্থ হয়।

'কেবলজ্ঞান'—এই জ্ঞান কৈবল্য ভূমিকার সহিত সম্বন্ধ রাখিয়া আত্মার ক্রমবিকাশে প্রযুক্ত হয়। জ্ঞানের এবম্বিধ অত্যধিক প্রপঞ্চ জৈনদর্শন ছাড়া দর্শনান্তরে দেখা যায় না। এই প্রসঙ্গগুলির অতিবিস্তার গ্রন্থগৌরবভয়ে সম্ভবপর নহে।

'মতিবিজ্ঞান' সম্বন্ধে আরও কিছু বলা আবশ্যক। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে মনোযুক্ত চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় দ্বারা রূপাদিবিষয়ক যে প্রত্যক্ষ জ্ঞান উৎপন্ন হয় তাহাকে সাংব্যাবহারিক প্রত্যক্ষ 'মতিজ্ঞান' বলে। এবং মনের দ্বারা সুখাদি-সংবেদনকে মানস সাংব্যাবহারিক প্রত্যক্ষ বলে। এই মতিজ্ঞানের এক ভেদ প্রত্যক্ষাত্মক। দ্বিতীয়ভেদ—মনের দ্বারা তর্ক, বিতর্ক, বিচার, স্মরণ, প্রত্যভিজ্ঞা, অনুমানাদি পরোক্ষ মতিজ্ঞান। ইন্দ্রিয়নিবন্ধন ও অনিন্দ্রিয়নিবন্ধন প্রত্যক্ষাত্মক মতিজ্ঞানের প্রকারান্তরে চারটি বিভাগও জৈনদার্শনিকগণ প্রদর্শন করেন। যথা—অবগ্রহ, ঈহা, অবায় ও ধারণা।

(১) অবগ্রহ—বিষয় অর্থাৎ সামান্য বিশেষাত্মক বস্তু, সামান্য বিশেষরূপে যাহা জ্ঞাত হয় নাই এইরূপ বিষয় ও বিষয়ীর অর্থাৎ চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় ও অনিন্দ্রিয় সমুদায়ের যোগ্যদেশে অবস্থানের অনন্তর উৎপন্ন কেবল বিদ্যমানতার যে নিরাকার জ্ঞান হয় ও তদনন্তরোৎপন্ন মনুষ্যত্বাদিসামান্যধর্মবিশিষ্ট বস্তুর যে গ্রহণ (জ্ঞান) অর্থাৎ মনুষ্যত্বরূপে সাধারণভাবে মানুষের যে জ্ঞান হয়, তাহাকে 'অবগ্রহ' বলা হয়। প্রমাণনয়তত্ত্বালোকের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের সপ্তম সূত্রে ইহার স্বরূপ প্রতিপাদন বাদিদেব সূরি উক্ততাৎপর্য লইয়াই করিয়াছেন। "বিষয়বিষয়ি-সন্নিপাতানন্তরসমুদ্‌ভূতসত্তামাত্রগোচরদর্শনাজ্জাতমাদ্যমবান্তরসামান্যাকারবিশিষ্ট - বস্তুগ্রহণম্ অবগ্রহঃ"।

(২) ঈহা —মনুষ্যত্বাদিরূপে মানুষের সাধারণ জ্ঞান হইলেও এই মানুষ কে ? কোন দেশীয় ? ইত্যাদিরূপে বিশেষ আকাঙ্ক্ষা হইয়া থাকে। ফলে এই লোকটী বঙ্গ দেশীয় হইতে পারে এ জাতীয় সম্ভাবনার উদ্ভব হয়। ইহাকেই 'ঈহা' বলা হয়। ইহার লক্ষণ যথা—"অবগৃহীতার্থবিশেষাকাঙ্ক্ষণমীহা"।

(৩) অবায়—"ঈহিতবিশেষনির্ণয়োঽবায়ঃ" অর্থাৎ 'ঈহার' বিষয়ীভূত বস্তুর নিশ্চয় অর্থাৎ 'ইনি বঙ্গদেশীয়' ইত্যাকার নিশ্চয়কে 'অবায়' বলে।

(৪) ধারণা—"স এব দৃঢ়তমাবস্থাপন্নো ধারণা।"—অর্থাৎ সেই 'অবায়ই' যখন দৃঢ়তম অবস্থা প্রাপ্ত হয় তখন তাহাকে 'ধারণা' বলা হয়।

এই চারিটি সূত্রের সংক্ষিপ্ত তাৎপর্য এই যে—বিষয় ও ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধানন্তর 'অস্তি কিঞ্চিৎ' ইত্যাকার নিরাকার জ্ঞান হয়। তদনন্তর মনুষ্যত্বাদি অবান্তর বা সামান্য ধর্ম পুরস্কারে 'অয়ং মনুষ্যঃ' ইত্যাকার জ্ঞান হয়, ইহাই 'অবগ্রহ'। এই 'অবগ্রহ' জ্ঞানের পর এই লোকটি অমুকদেশীয় হইতে পারে এরূপ বিশেষ আকাঙ্ক্ষার উদ্‌ভব হয়, ইহাই হইল 'ঈহা'। অনন্তর এই লোকটি অমুকদেশীয়ই এইরূপ নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান হয়, ইহারই নাম 'অবায়'। এই 'অবায়ই' দৃঢ়তমাবস্থাপন্ন হইয়া 'ধারণা' নামে অভিহিত হয়। ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে যে এই চতুঃসূত্রী সাংব্যাবহারিক প্রত্যক্ষের প্রপঞ্চস্বরূপ। মুখ্যপ্রত্যক্ষ কেবল জ্ঞানের স্বরূপ, আবরণবিলয়ে চেতনের স্বরূপ আবির্ভাব। এই জ্ঞানে ইন্দ্রিয়াদির সহায়তা থাকে না।

আচার্য হেমচন্দ্র এই প্রসঙ্গে একটু সমালোচনাপূর্বক চারিটি সূত্রপ্রণয়ন করিয়াছেন। অবশ্য সূত্রকারগণের তাৎপর্য একই।

"ইন্দ্রিয়মনোনিমিত্তোঽবগ্রহেহাবায়ধারণাত্মা সাংব্যাবহারিকম্" (অ. ১। আ. ১। সূ. ২০)। সূত্রে পুংলিঙ্গনির্দেশ সম্যগর্থনির্ণয়ের বিশেষণরূপে। আত্মশব্দের

দ্বারা ক্রমোৎপদ্যমান অবগ্রহাদির পরস্পর অত্যন্ত ভেদ নিরাস করিয়াছেন। কারণ, পূর্বপূর্ববর্তী উত্তরোত্তররূপে পরিণত হয় বলিয়া বস্তুতঃ অভেদ প্রদর্শন করাও ইহার তাৎপর্য। "কথঞ্চিদভেদেঽপি পরিণামবিশেষাদেষাং ব্যপদেশভেদঃ" (প্র. ন. ২।১২)। অর্থাৎ দ্রব্যনয়াপেক্ষায় অভেদ হইলেও পরিণামবিশেষহেতু পর্যায়নয়াপেক্ষায় ব্যপদেশের ভেদ বুঝিতে হইবে।

সাংব্যাবহারিক শব্দটি যৌগিক, ইহা প্রদর্শন করিতে গিয়া বলিয়াছেন—"সমীচীনঃ প্রবৃত্তিনিবৃত্তিরূপঃ ব্যবহারঃ, তৎপ্রয়োজনং সাংব্যাবহারিকং প্রত্যক্ষম্।" অনন্তবীর্যাচার্য ভবার্থে তদ্ধিত প্রত্যয়ের কথা বলিয়াছেন।

"ইন্দ্রিয়নিমিত্তঞ্চ সমস্তং ব্যস্তং চ বোদ্ধব্যম্। ইন্দ্রিয়প্রাধান্যাৎ মনোবলাধানাচ্চ ইন্দ্রিয়জঃ, মনস এব বিশুদ্ধিসব্যপেক্ষাদুপজায়মানো মনোনিমিত্ত ইতি"। এই সূত্রটির পরে অবগ্রহাদিচতুষ্টয়কে লক্ষ্য করিয়া চতুঃসূত্রী রচনা করেন। যথা—"অক্ষার্থযোগে দর্শনানন্তরমর্থগ্রহণমবগ্রহঃ" (১।১।২৬)। (এই সূত্রে অর্থশব্দের অর্থ দ্রব্যপর্যায়।) এখানে কিন্তু এইরূপ নিশ্চয়কে ইনি বৌদ্ধাভিমত নির্বিকল্পক জ্ঞানস্বরূপ স্বীকার করেন নাই। এই সম্বন্ধে জৈন দার্শনিকগণের মতভেদ আছে। "অবগৃহীতবিশেষাকাঙ্ক্ষণমীহা" (১।১।২৩)।—এই 'অবগ্রহ' ও 'ঈহার' অন্তরালে অভ্যস্ত বিষয়েও সন্দেহ থাকে। সম্যক্ অর্থনিশ্চয়ের অভাবে ইহা প্রমাণ নহে। বাদিদেব সূরির সূত্রটি দ্বারাও ইহা বুঝা যায়।—"সংশয়পূর্বকত্বাদীহায়াঃ সংশয়াদ্ ভেদঃ" (প্র. ন. ২।১১)।

আপাততঃ এই 'ঈহা' তর্ক স্বরূপ বলিয়া প্রতীত হইলেও বাস্তবিকপক্ষে 'তর্ক' ও 'ঈহা' এক বস্তু নহে। কারণ, 'তর্ক' কালত্রয়েই সাধ্যসাধনের ব্যাপ্তিগ্রহে সমর্থ। কিন্তু 'ঈহা' বর্তমানকালীন অর্থকে বিষয় করিয়াই হয়। সুতরাং ত্রিকালবিষয়ত্ব ও বর্তমানকালবিষয়ত্বভেদে উভয়ের ভেদ স্পষ্ট।

"ঈহিতবিশেষনির্ণয়োঽবায়ঃ" (১।১।২৮)—ইহার অর্থ পূর্বেই করা হইয়াছে।

"স্মৃতিহেতুর্ধারণা" (১।১।২৯) প্রমাণমীমাংসায় সূত্রোক্ত ধারণাকে সংস্কাররূপ স্বীকার করা হইয়াছে। ইহা অতীতের অনুসন্ধানরূপ স্মৃতির পরিণাম। কারণ, পরক্ষণে ইহার আরও পরিচয় দিয়াছেন—"সংস্কারস্য চ প্রত্যক্ষভেদরূপত্বাৎ জ্ঞানত্বমুন্নেয়ম্।" ন্যায়াদি দর্শনের সহিত ইহার সামঞ্জস্য নাই।

পূর্বে যে বলা হইয়াছে পরিমার্থিক প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়াদিনিরপেক্ষ হইয়া কেবল আত্মদ্রব্যকে অবলম্বন করিয়াই উৎপন্ন হয়,—ইহা বাদিদেব সূরি 'পারমার্থিকং পুনরুৎপত্তাবাত্মমাত্রাপেক্ষম্" (প্র. ন. ত. ২।১৮)—এই সূত্রের দ্বারা প্রকাশ

করিয়াছেন। এই পারমার্থিক প্রত্যক্ষ আবার ‘সকল’ ‘বিকল’ ভেদে দুই প্রকার। “তবিদ্কলং সকলং চ” (২।১৯)। অসমগ্র বিষয়কে ‘বিকল’ বলা হয়, ‘সকল’ জ্ঞান সমগ্রবিষয়ক। বিকল জ্ঞানকেও পুনরায় দুই ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। “তত্র বিকলমবধিমনঃপর্যায়জ্ঞানরূপতয়া দ্বেধা” (২।২০)।

প্রমেয়তত্ত্বালোকে (২।২৩ সূত্রে) ‘সকল’নামক পারমার্থিক প্রত্যক্ষকেই বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গ সামগ্রীবিশেষ জন্য সমস্ত আবরণ ক্ষয়কে অপেক্ষা করিয়া সমস্তদ্রব্যপর্যায়ের সাক্ষাৎকারস্বরূপ হইয়া ‘কেবল জ্ঞান’ নামে অভিহিত করা হয়। এই ‘কেবলজ্ঞানবান্’ শব্দ নির্দোষ সর্বজ্ঞ অর্হন্‌কে লক্ষ্য করিয়াই প্রয়োগ করা হইয়াছে।

॥ জৈনদর্শনে প্রত্যক্ষ লক্ষণ ॥

“লক্ষণপ্রমাণাভ্যাং বস্তুসিদ্ধিঃ” এবং “প্রমেয়সিদ্ধিঃ প্রমাণাদ্ধি”—এই বিষয়ে কাহারও মতভেদ নাই। সুতরাং প্রমাণের স্বরূপ নিরূপণ করিয়া এবং প্রমাণের ভেদ ও ভিন্ন ভিন্ন প্রমাণের লক্ষণ উপন্যাস করিয়া বিবিধ বিচার প্রদর্শনপূর্বক জৈনদার্শনিকগণও স্বমতপোষণ করিয়াছেন।

প্রমাণের স্বরূপ ও প্রয়োজন সম্বন্ধে ইতঃপূর্বে সংক্ষেপে কিছু কিছু আলোচনা করা হইয়াছে। এখন প্রমাণভেদ সম্বন্ধেও কিঞ্চিৎ আলোচনা করা আবশ্যক। জৈনদর্শনে প্রমাণ দুইটিই স্বীকৃত হইয়াছে। স্বামী মাণিক্যনন্দী প্রণীত ‘পরীক্ষা-মুখে’ প্রমাণের ভেদ প্রসঙ্গে সূত্র করিয়াছেন—‘তদ্দ্বেধেতি’। প্রমাণের স্বরূপ-নিরূপণ প্রসঙ্গে বিবিধ বিপ্রতিপত্তির নিরাস করতঃ প্রমাণের সংখ্যায়ও বিপ্রতি-পত্তি নিরাসের অভিপ্রায়ে এবং প্রমাণের ইয়ত্তা পরিচ্ছেদের অভিপ্রায়ে সূত্রটির অবতারণা করিয়াছেন। পরবর্তী সূত্রটি হইল “প্রত্যক্ষেতরভেদাদিতি”। প্রত্যক্ষ ও অনুমানকে গ্রহণ করিয়া কেহ প্রমাণের দ্বিত্ব মনে না করেন; এইজন্য প্রত্যক্ষেতর শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন। ‘প্রত্যক্ষ’ ও ‘পরোক্ষ’নামক দুইটিই প্রমাণের ভেদ। শাস্ত্রান্তরাভিমত বিবিধ প্রমাণগুলি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষেরই অন্তর্গত। এই প্রসঙ্গে এই শ্লোকটি অবিস্মণীয়। যথা—

‘জৈমিনেঃ ষট্ প্রমাণানি চত্বারি ন্যায়বাদিনঃ।
সাংখ্যস্য ত্রীণি বাচ্যানি দ্বে বৈশেষিক-বুদ্ধয়োঃ”॥ ইতি।

মাণিক্যনন্দী বর্ণিত বস্তুতত্ত্বে একই রূপ তাৎপর্য সংরক্ষণপূর্বক আচার্য হেমচন্দ্র মাণিক্যনন্দীর পরীক্ষামুখে রচিত সূত্রের অংশবিশেষের পরিত্যাগ ও

শব্দবিশেষের পরিবর্তন করিয়া প্রমাণমীমাংসায় ঐপ্রসঙ্গে দুইটি সূত্র রচনা করেন—'প্রমাণং দ্বিধা', 'প্রত্যক্ষং পরোক্ষং চ'।

প্রত্যক্ষের লক্ষণ করিতে গিয়া মাণিক্যনন্দী বলিয়াছেন—"বিশদং প্রত্যক্ষমিতি"। আচার্য হেমচন্দ্র বলিয়াছেন—"বিশদঃ প্রত্যক্ষম্"। প্রমাণ মীমাংসার এই সূত্রটিতে 'ইতি' শব্দ নাই, এবং 'বিশদ' শব্দ পুংলিঙ্গে ব্যবহৃত হইয়াছে। একই তাৎপর্যে মাণিক্যনন্দী বলিয়াছেন—"প্রমাণান্তরানপেক্ষেদন্তয়া প্রতিভাসো বা বৈশদ্যম্।"

পরবর্তী সূত্রে বৈশদ্য কি, ইহা বিশদরূপে বুঝাইবার জন্য বলিয়াছেন—"প্রতীত্যন্তরাব্যবধানেন বিশেষবত্তয়া বা প্রতিভাসনং বৈশদ্যমিতি"। মাণিক্যনন্দী প্রায় প্রতিসূত্রেই অন্তে 'ইতি' শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। শব্দ পরিবর্তন লিঙ্গ পরিবর্তন হেমচন্দ্রাচার্যের সূত্রে দেখা যায়। উভয়সূত্রেই বৈশদ্যের দুইটি লক্ষণ করিয়াছেন। এইজন্য সূত্রে 'বা'কার প্রযুক্ত হইয়াছে। হেমচন্দ্রাচার্য নিজেই স্বকৃত ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন—"বাশব্দো লক্ষণান্তরত্বসূচনার্থঃ"।

বাদিদেব সূরি প্রমাণনয়তত্ত্বালোকে একই সূত্রে বলিয়াছেন—"তদ্দ্বিবিধং প্রত্যক্ষং পরোক্ষং চ"। প্রত্যক্ষের লক্ষণ করিয়াছেন—"স্পষ্টং প্রত্যক্ষম্" (অঃ নঃ ২।২)। স্পষ্টত্বের স্বরূপ প্রতিপাদন করিতে গিয়া বলিয়াছেন—"অনুমানাদ্যাধিক্যেন বিশেষপ্রকাশনং স্পষ্টত্বম্" (প্রঃ নঃ ২।৩)।

প্রত্যক্ষলক্ষণের আর্হতসম্মত দিগ্‌দর্শন করিতে গিয়া হেমচন্দ্র সূরি প্রত্যক্ষশব্দের যৌগিক অর্থপ্রদর্শন করিবার জন্য অর্থশব্দের অর্থরূপে ইন্দ্রিয় ও জীব উভয়কেই গ্রহণ করিয়াছেন। প্রখ্যাত প্রাচীন জৈন দার্শনিক হরিভদ্রসূরি 'ষড়্‌দর্শন সমুচ্চয়ে' প্রত্যক্ষশব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ যাহা গ্রহণ করিয়াছেন প্রায় অনুরূপ ভাষাতেই আচার্য হেমচন্দ্রও তাহাই ব্যক্ত করিয়াছেন। দর্শনসমুচ্চয়ে দেখিতে পাই—"অশ্নুতে অক্ষোতি বা ব্যাপ্নোতি সকলদ্রব্যক্ষেত্রকালভাবানিত্যক্ষো জীবঃ, অশ্নুতে বিষয়মিত্যক্ষমিন্দ্রিয়ং চ, অক্ষমক্ষং প্রতিগতং; ইন্দ্রিয়াণ্যাশ্রিত্য ব্যবহারসাধকং যজ্‌জ্ঞানং তৎ প্রত্যক্ষম্" ইত্যাদি।

আচার্য হেমচন্দ্র প্রমাণমীমাংসায় "প্রত্যক্ষং পরোক্ষং চ" (২।১।২০) এই সূত্র ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—"অশ্নুতে অক্ষোতি বা ব্যাপ্নোতি সকল দ্রব্যক্ষেত্রকালভাবানিত্যক্ষো জীবঃ, অশ্নুতে বিষয়মিত্যক্ষমিন্দ্রিয়ং চ। প্রতিঃ প্রতিগতার্থঃ অক্ষং প্রতিগতং তদাশ্রিতম্। অক্ষাণি চেন্দ্রিয়াণি তানি প্রতিগতমিন্দ্রিয়াণ্যাশ্রিত্য উজ্জিহীতে যজ্‌ জ্ঞানং তৎ প্রমাণং বক্ষ্যমাণলক্ষণমেব"।

"প্রত্যক্ষং পরোক্ষং চ দ্বে প্রমাণে নিরূপিতে"—হরিভদ্রসূরির এই শ্লোকটির

ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে গুণরত্ন বলিয়াছেন—'অক্ষমিন্দ্রিয়ং প্রতিগতম্; ইন্দ্রিয়াধীনতয়া যদুৎপদ্যতে তৎ প্রত্যক্ষমিতি তৎপুরুষঃ। ইদং ব্যুৎপত্তিনিমিত্তমেব। প্রবৃত্তি-নিমিত্তং তু স্পষ্টং স্পষ্টত্বং বা। তেনানিন্দ্রিয়াদি প্রত্যক্ষশব্দবাচ্যং সিদ্ধমিতি। অক্ষো জীবো বাত্র ব্যাখ্যেয়ঃ, জীবমাশ্রিত্যৈবেন্দ্রিয়নিরপেক্ষম্ অনিন্দ্রিয়াদিপ্রত্যক্ষ-স্যোৎপত্তেঃ' ইত্যাদি।

পরীক্ষামুখের প্রমেয়রত্নমালাটীকায় আচার্য অনন্তবীর্য প্রত্যক্ষের ৩৩৬ প্রকার ভেদের উল্লেখ করিয়াছেন। প্রত্যেকটি উদাহরণদ্বারা প্রদর্শন করেন নাই। 'ইন্দ্রিয়ং চক্ষুরাদি, অনিন্দ্রিয়ং মনঃ···তত্রৈন্দ্রিয়কপ্রত্যক্ষমবগ্রহাদিধারণান্তর্গতয়া চতুর্বিধমপি' "বহ্বেকব্যক্তিবিজ্ঞানং বহ্বেকং চ ক্রমাদ্ যথা" ইত্যাদ্যুক্তমবলম্ব্য "বহ্বাদিদ্বাদশভেদমষ্টাচত্বারিংশৎসংখ্যকং প্রতীন্দ্রিয়ং প্রতিপত্তব্যম্, অনিন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষস্য চোক্তপ্রকারেণাষ্টাচত্বারিংশদ্‌ভেদেন মনোনয়নরহিতানাং চতুর্ণাম-পীন্দ্রিয়াণাং ব্যঞ্জনাবগ্রহস্যাষ্টাচত্বারিংশদ্‌ভেদেন চ সমুদিতস্য ষট্‌ত্রিংশদুত্তরা ত্রিংশতী সংখ্যা প্রতিপত্তব্যা"। (প্রত্যক্ষপ্রকরণ—৫ম সূত্র টীকা।)

প্রত্যক্ষপ্রসঙ্গে ইন্দ্রিয়সম্বন্ধে জৈনদর্শনের সাম্প্রদায়িকমতের কিছুটা উল্লেখ করা আবশ্যক। পাণিনিসূত্রেই সর্বপ্রথম ইন্দ্রিয়শব্দের নিরুক্তি দেখা যায়। "ইন্দ্রিয়মিন্দ্রলিঙ্গমিন্দ্রদৃষ্টমিন্দ্রসৃষ্টমিন্দ্রজুষ্টমিন্দ্রদত্তমিতি বা" (৫।২।৯৩)।—এই পাণিনিসূত্রকে অনুসরণ করিয়া বৌদ্ধ বুদ্ধঘোষ 'বিশুদ্ধি-মার্গ'গ্রন্থে (৪৯১ পৃঃ) লিখিয়াছেন—"কো পন নেসং ইন্দ্রিয়ট্ঠো নামাতি? ইন্দ্রলিঙ্গট্ঠো, ইন্দ্রিয়ট্ঠো, ইন্দ্রদেসিতট্ঠো, ইন্দ্রিয়ট্ঠো,—ইন্দ্রদিট্ঠট্ঠো—ইন্দ্রসিট্ঠট্ঠো ইন্দ্রিয়ট্ঠো, ইন্দ্রজুট্ঠট্ঠো ইন্দ্রিয়ট্ঠো, সো সব্বোঽপি ইধ যথাযোগ যুজ্জতি" ইত্যাদি। জৈনদর্শনের প্রাচীন প্রামাণিক গ্রন্থ 'তত্ত্বার্থভাষ্যে'ও (২,১৫) উক্তরূপ অর্থপ্রদর্শনে পাণিনিরই অনুসরণ করিয়াছেন। সর্বার্থসিদ্ধি গ্রন্থেও এইরূপ উল্লেখ দেখা যায়। এই প্রসঙ্গে পূজ্যপাদনামে প্রখ্যাত আচার্য দেবনন্দীর 'সর্বার্থসিদ্ধি' (২,১৫) ও 'তত্ত্বার্থবৃত্তি বিবরণা'দি গ্রন্থ দ্রষ্টব্য। হেমচন্দ্র 'প্রমাণমীমাংসায়' (১।১।১২ সূত্রের ব্যাখ্যায়) ইন্দ্রিয়শব্দের অপর একটি অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন—"অত্রেন্দ্রেণ কর্মণা সৃষ্টানি ইন্দ্রিয়াণি নাম কর্মোদয়-নিমিত্তত্বাৎ" ইত্যাদি।

শ্রীঈশ্বরকৃষ্ণের 'সাংখ্যকারিকা'র (২৬ শ্লোকের) বৃত্তিতে প্রাচীন আচার্য মাঠর ইন্দ্রিয়পদের নিরুক্তি অন্যপ্রকারের দেখাইয়াছেন, যথা—'ইন্ ইতি বিষয়াণাং নাম, তানিনঃ বিষয়ান্ প্রতি দ্রবন্তীতি ইন্দ্রিয়াণীতি।

"বুদ্ধীন্দ্রিয়াণি চক্ষুঃশ্রোত্রঘ্রাণরসনত্বগাখ্যানি।
বাক্‌পাণিপাদপায়ূপস্থান্ কর্মেন্দ্রিয়াণ্যাহুঃ"॥ (সাং. কা. ২৬)

'সাংখ্যকারিকা'র এই ষড়্‌বিংশ শ্লোকের ব্যাখ্যায় 'সংখ্যতত্ত্বকৌমুদী'কার সর্বতন্ত্রস্বতন্ত্র বাচস্পতিমিশ্র 'ইন্দ্র আত্মা' এইরূপ অর্থই গ্রহণ করিয়াছেন। যথা—"উভয়মপ্যেতৎ ইন্দ্রস্য আত্মনো লিঙ্গত্বাদিন্দ্রিয়মিত্যুচ্যতে"। সাংখ্যমতে পাঁচটি বুদ্ধীন্দ্রিয়, পাঁচটী কর্মেন্দ্রিয়, ও উভয়াত্মক মন—এই একাদশটী ইন্দ্রিয় সত্ত্বপ্রধান অহঙ্কার হইতে আবির্ভূত। "সাত্ত্বিকাদহঙ্কারাদেকাদশকঃ প্রবর্ততে বৈকৃতাদহঙ্কারাৎ"। (সাং. কা. ২৫)

ন্যায় ও বৈশেষিকমতে মন ব্যতিরিক্ত ইন্দ্রিয়গুলি ভৌতিক ও জড়। বৌদ্ধ মতে প্রসিদ্ধ পঞ্চেন্দ্রিয় রূপ জন্য হওয়ায় উহারা জড় দ্রব্যবিশেষ। জৈনদর্শনানুসারে স্থূল ইন্দ্রিয়ের কারণ পুদ্‌গল দ্রব্যবিশেষ। 'ন্যায়মঞ্জরী'তে জয়ন্ত ভট্ট বলিয়াছেন—যাহাকে স্থূল ইন্দ্রিয়রূপে ব্যবহার করা হয়, বাস্তবিকপক্ষে সেই সব ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠান ইন্দ্রিয় নহে। ইন্দ্রিয়গুলিকে ভৌতিক বা আহঙ্কারিক যেরূপই স্বীকার করা হউক না কেন প্রকৃতপক্ষে ইন্দ্রিয় সকলই অতীন্দ্রিয়।

আর্হত মতে ঐ পৌদ্‌গলিক অধিষ্ঠানগুলিকে দ্রব্য নামে অভিহিত করা হইয়াছে। ইহার দ্বারা ইহাই সূচিত হইয়াছে যে অধিষ্ঠান বাস্তবিক পক্ষে ইন্দ্রিয় নহে। জৈনদর্শনেও ইন্দ্রিয়কে অতীন্দ্রিয়ই স্বীকার করা হইয়াছে। কিন্তু ভৌতিক জড় দ্রব্যস্বরূপ না মানিয়া চেতনাশালিবিশেষরূপেই সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে। ইহাদের মতে ভাবেন্দ্রিয়ই মুখ্য ইন্দ্রিয়। মনঃ যে অন্তঃকরণ এ বিষয়ে দার্শনিকগণের মতবৈষম্য নাই।

বাচস্পতিমিশ্র অর্থ পরীক্ষাপ্রকরণে 'ন্যায় বার্ত্তিকতাৎপর্য'টীকায় এবং জয়ন্ত ভট্ট 'ন্যায়মঞ্জরী'তে ইন্দ্রিয়পরীক্ষাপ্রকরণে সাংখ্যসম্মত একাদশ ইন্দ্রিয়বাদের খণ্ডন কয়িয়াছেন। আচার্য হেমচন্দ্রও 'তত্ত্বার্থভাষ্য' ও 'সর্বার্থসিদ্ধি' প্রভৃতি গ্রন্থের অনুসরণ করিয়া একাদশ ইন্দ্রিয়পক্ষের নিরাস করিয়াছেন।[১৩] ন্যায়দর্শনে তৃতীয়াধ্যায়ের প্রথম আহ্নিকে (৪২শ সূত্রে) একেন্দ্রিয়বাদের খণ্ডন করতঃ ইন্দ্রিয়নানাত্ব স্থাপন করিয়াছেন। প্রাচীন ও নবীন জৈনাচার্যগণ 'অনেকান্তবাদে'র মহিমায় ইন্দ্রিয়ের একত্ব, নানাত্ব, উভয়পক্ষই স্থাপন করিয়াছেন।

'স্পর্শরসগন্ধরূপশব্দগ্রহণলক্ষণানি স্পর্শনরসনঘ্রাণচক্ষুঃশ্রোত্রাণীন্দ্রিয়াণি দ্রব্যভাবভেদানি (১।১।২১ প্র. মী.)। পূর্বাচার্য পরম্পরানুসারে হেমচন্দ্র এই সূত্রে দ্রব্যেন্দ্রিয় ও ভাবেন্দ্রিয়ভেদে ইন্দ্রিয়ের দুইটি ভেদের উল্লেখ করিয়া পরবর্তী সূত্রে

১৩। ননু বচনাদানবিহরণোৎসর্গানন্দহেতবো বাক্‌পাণিপাদপায়ূপস্থলক্ষণান্যপীন্দ্রিয়াণীতি সাংখ্যাস্তৎ কথং পঞ্চেন্দ্রিয়াণি ? ন ; জ্ঞানবিশেষহেতুনামেবেন্দ্রিয়ত্বেনাধিকৃতত্বাৎ, চেষ্টাবিশেষনিমিত্তত্বেনেন্দ্রিয়ত্বকল্পনায়ামিন্দ্রিয়ানন্ত্যপ্রসঙ্গঃ, চেষ্টাবিশেষাণামনন্তত্বাৎ, তস্মাদ্ ব্যক্তিনির্দেশাৎ পঞ্চৈবেন্দ্রিয়াণি (প্রমা. মী. ১।১।২১ টী.)।

দ্রব্যেন্দ্রিয়ের পরিচয় দিয়াছেন—"দ্রব্যেন্দ্রিয়ং নিয়তাকারাঃ পুদ্‌গলাঃ" (১।১।২২)। 'নিয়তাকার' অর্থাৎ বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক বিশিষ্ট আকার। কর্ণশষ্কুলী প্রভৃতি 'বাহ্য পুদ্‌গল' এবং কদম্বগোলাকার 'আভ্যন্তর পুদ্‌গল'। এই গুলি পুদ্‌গলদ্রব্য স্বরূপ হওয়ায় ইহা দ্রব্যেন্দ্রিয়। "ভাবেন্দ্রিয়ং লব্ধ্যুপযোগৌ" (১।১।২৩)।

'লব্ধি' অর্থাৎ জ্ঞানাববরণ[১৪] কর্মের ক্ষয়োপশমবিশেষ। 'উপযোগ'—অর্থাৎ যাহার সান্নিধ্য বশতঃ আত্মা (দ্রব্যেন্দ্রিয়ের নিবৃত্তির প্রতি) সম্পাদ্যমান কার্যে ব্যাপৃত হয়, আত্মার সেই পরিণামবিশেষই 'উপযোগ'। লব্ধিস্বভাব ভাবেন্দ্রিয় স্বার্থের সম্যক্ জ্ঞানে আত্মার যোগ্যতা সম্পাদন করিয়া ভাবেন্দ্রিয়নামে অভিহিত হয়। পূর্বোক্ত উপযোগ স্বভাব ভাবেন্দ্রিয় স্বার্থের সম্যক রূপে উপলব্ধিতে ব্যাপার স্বরূপই হইয়া থাকে। স্পর্শাদিসংবেদন ব্যাপারবান্ না হইলে স্পর্শাদি-প্রকাশে কদাপি সমর্থ হইতে পারে না। জৈনদর্শন চক্ষুরাদির প্রাপ্যকারিত্ব স্বীকার করে না[১৫]।

সাংব্যাবহারিক প্রত্যক্ষকে ইন্দ্রিয়মনোনিমিত্তক অবগ্রহাদিস্বরূপ বলা হইয়াছে (প্র. মী. ১।১।২০)। মনের লক্ষণ করিয়াছেন—"সর্বার্থগ্রহণং মনঃ" (১।১।২৪)। স্পর্শনাদির ন্যায় মনের বিষয় নিয়ত নহে। এই মনকে স্পর্শনাদি-পঞ্চেন্দ্রিয়ের ন্যায় 'দ্রব্যমন' ও 'ভাবমন'ভেদে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন—মনস্বরূপে পরিণত পুদ্‌গলদ্রব্যসকল দ্রব্যমন। মনের আবরণীয় ক্ষয়োপশম-বিশেষরূপ লব্ধিই ভাব মন। ঐ লব্ধি আত্মারও অর্থগ্রহণোন্মুখ ব্যাপার বিশেষ (প্র. মী. ১।১।২৪ ব্যাখ্যা)।

১৪। জৈনদর্শনে আত্মার বন্ধনের কারণস্বরূপ আটটী কর্মের বর্ণনা পাওয়া যায়—

(ক) জ্ঞানাবরণ=জ্ঞানাবরণ কর্ম আত্মার জ্ঞানশক্তিকে আচ্ছাদিত করে।

(খ) দর্শনাবরণ=দর্শনাবরণ কর্ম আত্মার দর্শন-শক্তিকে আবৃত করে। (কোনও বস্তুর সামান্যাকার জ্ঞানকে দর্শন বলা হয়। এবং বিশেষাকার জ্ঞানকে জ্ঞান বলা হয়। অবগ্রহাদি ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।)

(গ) বেদনীয় কর্ম=সুখ দুঃখাদির অনুভব করার নাম বেদনীয় কর্ম।

(ঘ) মোহনীয় কর্ম=মোহের জনক কর্মকে মোহনীয় কর্ম বলা হয়।

(ঙ) আয়ুষ্ক কর্ম=দেব, মনুষ্য, তির্যক্ ও নারকীয় জীবের যতদিন আয়ু থাকে অর্থাৎ সেই সেই যোনিতে কর্মবশতঃ জীব যতদিন বদ্ধ থাকে, ততদিনের অনুষ্ঠিত কর্মকেই আয়ুষ্ক কর্ম বলে।

(চ) নামকর্ম=নামকর্ম অনেক প্রকার—ভাল মন্দ শরীর, ভাল মন্দ স্বর, ভাল মন্দ রূপ, যশ, অপযশ ইত্যাদি অনেক কিছু ইহাকে আশ্রয় করিয়া উৎপন্ন হয়। প্রাণিগণের নানাবিধ আকার প্রকার—এই কর্মবশেই হইয়া থাকে।

(ছ) গোত্রকর্ম=এই কর্মের পরিণাম উচ্চ বা নীচ গোত্রে (বংশে) জন্ম গ্রহণ করা।

(জ) অন্তরায় কর্ম=সুযোগ সুবিধা সত্ত্বেও কাযে বিঘ্ন উৎপাদন করাই এই কর্মের ফল।

১৫। সন্নিকর্ষাদি যদি যোগ্যতাতিরিক্তসংযোগাদিসম্বন্ধস্তর্হি স চক্ষুষোঽর্থেন সহ নাস্তি, অপ্রাপ্যকারিত্বাৎ তস্য (প্র. মী. ১।১।২৯ টীকা)।

দ্বিতীয় অধ্যায়

॥ পরোক্ষ প্রমাণ ॥

পরোক্ষ প্রমাণ নিরূপণ করিতে গিয়া বাদিদেব সূরি ও হেমচন্দ্র সূরি প্রভৃতি আচার্যগণ লক্ষণসূত্রে প্রত্যক্ষ লক্ষণের বিপরীত শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন-- "বিশদঃ প্রত্যক্ষম্", "অবিশদঃ পরোক্ষম্" (প্র. মী. ২।১)।

মাণিক্যনন্দী লক্ষণ করিয়াছেন—"পরোক্ষমিতরদিতি" (৩।২)। প্রমাণ ভেদ প্রদর্শনের জন্য "প্রত্যক্ষেতরভেদাদিতি"--এই সূত্রটীর ইতর শব্দটী প্রত্যক্ষেতরকে পরামর্শ করায় প্রত্যক্ষের বিপরীত পরোক্ষ শব্দটীর প্রয়োগ করিয়াই দ্বিতীয় প্রমাণের স্বরূপ প্রদর্শন করিয়াছেন। এই পরোক্ষ প্রমাণটীর পঞ্চবিধ ভেদ প্রদর্শন করিয়াছেন—"প্রত্যক্ষাদিনিমিত্তং স্মৃতিপ্রত্যভিজ্ঞানতর্কানুমানাগমভেদমিতি" (৩।৬)।

এই পাঁচটি জ্ঞান পরোক্ষ জ্ঞানেরই প্রকারবিশেষ, স্বতন্ত্র প্রমাণ নহে। 'প্রত্যক্ষাদিপ্রমাণনিমিত্তং' কথাটীর তাৎপর্য এই যে—স্মৃতি প্রত্যক্ষপূর্বক হইয়া থাকে। প্রত্যভিজ্ঞা প্রত্যক্ষ স্মৃতিপূর্বক। তর্ক বা উহ প্রত্যক্ষ-স্মৃতি-প্রতিজ্ঞা-পূর্বক। অনুমান প্রত্যক্ষ-স্মৃতি-প্রত্যভিজ্ঞা-তর্কপূর্বক। আগমের মধ্যে বিশেষত্ব এই যে আগম শ্রাবণপ্রত্যক্ষ-স্মৃতিসংকেতপূর্বক।

যাহা হউক, সকল জৈনদার্শনিকের মতে স্মৃতি প্রভৃতি পাঁচটী পদার্থের লক্ষণসূত্রগুলির একই তাৎপর্য। উহাদের তত্ত্বতঃ কোনও ভেদ না থাকিলেও শব্দবৈলক্ষণ্য পরিদৃষ্ট হয়। পূর্বোল্লিখিত সূত্র ও নিম্নলিখিত সূত্রগুলির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই তাহা সহজে প্রতিপন্ন হয়। "সংস্কারোদ্বোধনিবন্ধনা তদিত্যাকারা স্মৃতিঃ", "স দেবদত্তো যথেতি", "দর্শনস্মরণকারণকং সঙ্কলনং প্রত্যভিজ্ঞানম্, তদেবেদং তৎসদৃশং তদ্বিলক্ষণং তৎপ্রতিযোগী"ত্যাদি। যথা "স এবায়ং দেবদত্তঃ", "গোসদৃশো গবয়ঃ", "গোবিলক্ষণো মহিষঃ", "ইদমস্মাদ্ দূরম্", "বৃক্ষোঽয়মি"ত্যাদি।

"উপলম্ভানুপলম্ভনিমিত্তং ব্যাপ্তিজ্ঞানমূহঃ"। "ইদমস্মিন্ সত্যেব ভবতি, অসতি চ ন ভবত্যেবেতি"। "যথাগ্নাবেব ধূমঃ, তদভাবে ন ভবত্যেবেতি"।

"সাধনাৎ সাধ্যবিজ্ঞানমনুমানম্।" "আপ্তবচনাদিনিবন্ধনমর্থজ্ঞানমাগমঃ" (পরীক্ষামুখ—৩।৯৯)।

স্মৃতি, প্রত্যভিজ্ঞান, উহ বা তর্ক, অনুমান ও আগম—এই পাঁচটী পরোক্ষ-প্রমাণের ভেদ। ইহাদের লক্ষণসূত্রে মাণিক্যনন্দী, হেমচন্দ্র সূরি, ও বাদিদেব সূরির শব্দপ্রয়োগের হ্রাস, বৃদ্ধি বা শব্দান্তরে পার্থক্য থাকিলেও পদার্থগুলিকে নিজের ইচ্ছানুসারে সংক্ষেপে স্ফুট করিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

বাদিদেব সূরি "অস্পষ্টং পরোক্ষম্" এই সূত্র করিয়া অস্পষ্ট পদার্থগুলিকে বুঝাইবার জন্য পূর্বোক্ত ৫টী পদার্থের লক্ষণসূত্র রচনা করেন, যথা—

স্মরণপ্রত্যভিজ্ঞানতর্কানুমানাগমভেদতস্তৎ পঞ্চপ্রকারম্ (৩।২)।

(১) তত্র সংস্কারপ্রবোধসম্ভূতমনুভূতার্থবিষয়ং তদিত্যাকারকং বেদনং স্মরণম্ (৩।৩)।

(২) অনুভবস্মৃতিহেতুকং তির্যগূর্দ্ধ্বতাদিসামান্যাদিগোচরং সঙ্কল্পাত্মকং জ্ঞানং প্রত্যভিজ্ঞানম্ (৩।৫)। উদাহরণ--তজ্জাতীয় এবায়ং গোপিণ্ডঃ, গোসদৃশো গবয়ঃ। স এবায়ং জিনদত্তঃ ইত্যাদি।

(৩) উপলম্ভানুপলম্ভসম্ভবং ত্রিকালীকলিতসাধ্যসাধনসম্বন্ধাদ্যালম্বনম্, ইদমস্মিন্ সত্যেব ভবতি—ইত্যাদ্যাকারং সংবেদনমূহাপরনামা তর্কঃ (৩।৭)।

অনুমানের সামান্য লক্ষণ না করিয়া স্বার্থ পরার্থভেদে লক্ষণ ২টীর উল্লেখ করিয়াছেন।

(৪) আপ্তবচনাবির্ভূতমর্থসংবেদনমাগমঃ।

হেমচন্দ্র সূরির লক্ষণসূত্রগুলি এইরূপ---

(১) বাসনোদ্বোধহেতুকা তদিত্যাকারা স্মৃতিঃ (প্র. মী. ২।৩)।

(২) দর্শনস্মরণসম্ভবং তদেবেদং তৎসদৃশং তদ্বিলক্ষণং তৎপ্রতিযোগীত্যাদি-সঙ্কলনং প্রত্যভিজ্ঞানম্ (২।৪)।

(৩) উপলম্ভানুপলম্ভনিমিত্তং ব্যাপ্তিজ্ঞানমূহঃ (২।৫)।

(৪) সাধনাৎ সাধ্যবিজ্ঞানমনুমানম্ (২।৭)।

॥ পরোক্ষপ্রমাণে স্মৃতির প্রামাণ্য ॥

জৈনদর্শনের সম্মত পরোক্ষ-প্রমাণের অন্তর্গত স্মৃতির প্রামাণ্য সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গেলে প্রথমতঃ এই প্রমাণের বিরোধী জৈনেতর দার্শনিকগণের অভিমত কিঞ্চিৎ ব্যক্ত করা আবশ্যক। প্রমার আধারেই প্রামাণ্যের নিশ্চয় হইয়া থাকে। এজন্য প্রমাণশব্দের উপব কিঞ্চিৎ আলোচনা এ প্রসঙ্গে অত্যাবশ্যক।

ন্যায়দর্শনে মহর্ষি গৌতম প্রমাণের স্বতন্ত্র কোনও লক্ষণ না করিয়াই প্রমাণের বিভাগ প্রদর্শন করিয়াছেন—"প্রত্যক্ষানুমানোপমানশব্দাঃ প্রমাণানি"। যদ্যপি 'সামান্যধর্মাবচ্ছিন্নস্য বিশেষধর্মপুরস্কারেণ ধর্মিপ্রতিপাদনং বিভাগঃ' এই নিয়মানুসারে প্রমাণসামান্যের লক্ষণ বা স্বরূপ নির্দেশ করিয়াই প্রমাণের বিভাগ প্রদর্শন করা উচিত ছিল, সর্বদর্শন সংগ্রহের পাতঞ্জলদর্শনে (৩০১ পৃঃ) সায়ন এ প্রসঙ্গে একটি শ্লোকও উদ্ধৃত করিয়াছেন—"তদুক্তং ভট্টাচার্যৈঃ—সামান্যলক্ষণং মুক্ত্বা বিশেষস্যৈব লক্ষণম্। ন শক্যং কেবলং বক্তুমতোঽপ্যস্য ন বস্তুতা"॥ ইতি। তথাপি মহর্ষি অক্ষপাদ প্রমাণ শব্দের যোগার্থ (প্রকৃতি ও প্রত্যয়ের যোগে ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ) বা সমাখ্যা দ্বারাই সামান্যতঃ প্রমাণের স্বরূপের প্রতিপাদন হয় বলিয়া লক্ষণ করার প্রয়োজন মনে করেন নাই।

করণবাচ্যে অনট্ প্রত্যয়ান্ত প্রপূর্বক মা-ধাতুনিষ্পন্ন 'প্রমাণ' পদটীর উপর বিশেষ লক্ষ্য করিলেই স্পষ্টতঃ তাহা প্রতীয়মান হয়। প্র উপসর্গটি প্রকর্ষ বা প্রকৃষ্ট অর্থের দ্যোতক, মা ধাতুর অর্থ জ্ঞান। প্রমাণের ফলীভূত প্রকর্ষ বা প্রকৃষ্ট জ্ঞান বলিতে তাহাকেই বুঝায় লোকে যাহাকে যথার্থ জ্ঞান বলে।

এই যথার্থ জ্ঞান অনুভূতি ও স্মৃতি ভেদে দুই প্রকার। তন্মধ্যে যথার্থ অনুভবরূপ জ্ঞানটীই প্রকৃষ্ট জ্ঞান। অনুভব জন্য ভাবনাখ্যসংস্কার হইতে যথার্থ স্মৃতি উৎপন্ন হয় বলিয়া উহা অনুভবেরই অধীন, সুতরাং যথার্থ স্মৃতি হইতে যথার্থ অনুভব উৎকৃষ্ট, এবং যথার্থ স্মৃতি উহা হইতে অপকৃষ্ট। এজন্য স্মৃতি প্রমা নহে এবং উহার করণও প্রমাণ নহে। লোক ব্যবহার অনুসারেই প্রমাণ ও অপ্রমাণ নির্ধারিত হয়।

ন্যায়কুসুমাঞ্জলিতে—"অপ্রাপ্তেরধিকপ্রাপ্তেরলক্ষণমপূর্বদৃক্। যথার্থানুভবো মানমনপেক্ষতয়েষ্যতে"॥ এই কারিকার ব্যাখ্যান প্রসঙ্গে উদয়নাচার্য বলিয়াছেন —'কথং তর্হি স্মৃতের্ব্যবচ্ছেদঃ? অনুভবত্বেনৈব। যথার্থানুভবঃ প্রমেতি প্রামাণিকাঃ পশ্যন্তি। তত্ত্বজ্ঞানাদিতি সূত্রণাৎ, অব্যভিচারিজ্ঞানমিতি চ। নন্বু স্মৃতিঃ প্রমৈব কিং ন স্যাৎ, যথার্থজ্ঞানত্বাৎ প্রত্যক্ষাদ্যনুভূতিবদিতি চেৎ? ন, সিদ্ধে ব্যবহারে নিমিত্তানুসরণাৎ। ন চ স্বেচ্ছাকল্পিতেন নিমিত্তেন লোকব্যবহার-নিয়ন্ত্রণম্; অব্যবস্থয়া লোকব্যবহারবিপ্লবপ্রসঙ্গাৎ। ন চ স্মৃতিহেতৌ প্রমাণা-ভিযুক্তানাং মহর্ষীণাং প্রমাণব্যবহারোঽস্তি পৃথগনুপদেশাৎ"।

সর্বতন্ত্র স্বতন্ত্র বাচস্পতিমিশ্র সাংখ্যতত্ত্ব কৌমুদীতে সাংখ্যকারিকার ৪র্থ সূত্রের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন—"ন চ সামান্যলক্ষণমন্তরেণ শক্যং বিশেষলক্ষণং কর্তুমিতি প্রমাণসামান্যং তাবল্লক্ষয়তি প্রমাণমিষ্টমিতি। অত্র প্রমাণমিতি

সমাখ্যালক্ষ্যপদং, তন্নির্বচনং চ লক্ষণম্। প্রমীয়তে অনেনেতি নির্বচনাৎ প্রমাং প্রতি করণত্বমবগম্যতে। অসন্দিগ্ধাবিপরীতানধিগতবিষয়া চিত্তবৃত্তিঃ। বোধশ্চ পৌরুষেয়ঃ ফলং প্রমা, তৎসাধনং প্রমাণমিতি"।

কুমারিল ভট্ট প্রভৃতির মতেও স্মৃতির মুখ্যকারণ অনুভবের প্রামাণ্যাধীনই প্রামাণ্যব্যবহার থাকিলেও প্রমাণ শব্দের দ্বারা স্মৃতি ব্যবহার কদাপি হয় না। সুতরাং স্মৃতি মুখ্যতয়া প্রমাণশব্দবাচ্য হইতেই পারে না।[১৬]

স্মৃতিস্বরূপ জ্ঞান অনুভবের দ্বারা পরিজ্ঞাত বিষয়কেই তদ্রূপে উপস্থিত করে। কোনও প্রকার অপূর্ব (অগৃহীত) অর্থের উপস্থাপক হয় না। কেবল মাত্র গৃহীতগ্রাহীই হইয়া থাকে। সুতবাং অগৃহীতার্থের গ্রাহক না হওয়ায় স্মৃতি প্রমাণ নহে।[১৭]

যোগদর্শনে বাচস্পতি মিশ্রও এই প্রকার অভিপ্রায়ই স্পষ্টরূপে ব্যক্ত করিয়াছেন।[১৮] যোগদর্শনে স্মৃতির স্বরূপনির্ণয় প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে যে, "অনুভূত-বিষয়াসম্প্রমোষঃ স্মৃতিঃ" (যোগ ১।১১)।

প্রশস্তপাদভাষ্যের ন্যায়কন্দলীটীকাকার আচার্য শ্রীধরও প্রশস্ত পাদের মত সমর্থনে স্মৃতি প্রমাণবাহ্য এই ভাবটিই সুব্যক্ত করিয়াছেন (কন্দলী. ২৫৭ পৃঃ)।

স্মৃতির অপ্রামাণ্যপ্রসঙ্গে ন্যায়মঞ্জরীতে গৌতমমতবাদী মহামনীষী জয়ন্ত ভট্টের অন্যরূপ মত দেখা যায়। জয়ন্ত ভট্ট স্পষ্টরূপে বলিয়াছেন—স্মৃতির অপ্রামাণ্য গৃহীতগ্রাহিতা নিবন্ধন নহে, কিন্তু স্মৃতিরূপ জ্ঞান অর্থ অর্থাৎ বিষয়-ব্যতিরেকে উৎপন্ন হয় বলিয়াই তাহার প্রামাণ্য স্বীকার করা যায় না। সুতরাং অনর্থজত্বনিবন্ধনই স্মৃতির অপ্রামাণ্য।[১৯]

কন্দলীকার শ্রীধর ভট্ট জয়ন্ত ভট্টের ঐ মতের উপর কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া বলিয়াছেন—যাঁহারা অনর্থজত্বনিবন্ধনই স্মৃতির অপ্রামাণ্য বলিয়া থাকেন,

১৬। পূর্ববিজ্ঞানবিষয়ং বিজ্ঞানং স্মৃতিরুচ্যতে। পূর্বজ্ঞানাদিনা তস্যাঃ প্রামাণ্যং নাবধার্যতে (তন্ত্রবার্তিক —পৃঃ ৬৯)।

১৭। তত্র যৎ পূর্ববিজ্ঞানং তস্য প্রামাণ্যমিষ্যতে। তদুপস্থানমাত্রেণ স্মৃতেঃ স্যাচ্চরিতার্থতা॥ (শ্লোক. বা. অনু. ১৬০) প্রকরণপঞ্চিকা ২৫৭ পৃঃ।

১৮। এতদুক্তং ভবতি—সর্বে প্রমাণাদয়োঽনধিগতমর্থং সামান্যতঃ প্রকারতো বা অধিগময়তি। স্মৃতির্ন পূর্বানুভূতবিষয়মর্যাদামতিক্রামতি। তদ্বিষয়া তদূনবিষয়া বা, ন তদধিকবিষয়া। সোঽয়ং বৃত্ত্যন্তরাদ্বিশেষঃ স্মৃতেরিতি বিমৃশতি (তত্ত্ববৈঃ ১।১১)।

১৯। ন স্মৃতেরপ্রমাণত্বং গৃহীতগ্রাহিতাকৃতম্। অপি ত্বনর্থজন্যত্বং তদপ্রামাণ্যকারণম্ (ন্যায়মঞ্জরী ২৩ পৃঃ)।

তাঁহাদের মতে তুল্যন্যায়ে অতীত ও অনাগত (ভবিষ্যৎ) বিষয়ক অনুমানের ও অপ্রামাণ্য স্বীকারের আপত্তি অপরিহার্য হইয়া পড়ে।[২০]

বৌদ্ধ দার্শনিকগণও স্মৃতির প্রামাণ্য স্বীকার করেন না। তাহাদের যুক্তি বৈশেষিক ও মীমাংসকেরই অনুরূপ। বৌদ্ধদার্শনিক শান্তরক্ষিতের 'তত্ত্বসংগ্রহ' গ্রন্থে ইহা বিশদরূপে অভিব্যক্ত হইয়াছে।[২১] বৌদ্ধগণ নির্বিকল্পক জ্ঞানকেই প্রত্যক্ষ প্রমাণ মানেন। সবিকল্পকজ্ঞানমাত্রকেই প্রমাণ না মানায় বৌদ্ধদর্শনে স্মৃতির প্রামাণ্যের প্রসঙ্গই আসিতে পারে না। গৃহীতগ্রাহী কোনও জ্ঞানই তাঁহাদের মতে প্রমাণ নহে।

তার্কিক জৈনদার্শনিকগণ স্মৃতির অপ্রামাণ্যবাদী দার্শনিকগণের গৃহীত-গ্রাহিত্ব, অনর্থজত্ব, লোকব্যবহারাভাব ইত্যাদি সমস্ত যুক্তিগুলিকে খণ্ডনপূর্বক একটী কথার উপরই জোর দিয়া স্মৃতির প্রামাণ্য স্থাপন করিয়াছেন। ইঁহাদের স্বসিদ্ধান্তা-নুযায়ী অকাট্য যুক্তি এই যে—যেমন সংবাদী হওয়ায় প্রত্যক্ষ প্রভৃতি প্রমাণ, তেমনই স্মৃতিও সংবাদী হওয়ায় প্রমাণ। দিগম্বর বা শ্বেতাম্বর কোন সম্প্রদায়েরই এ সম্বন্ধে মতভেদ নাই। আচার্য হেমচন্দ্র অনন্তবীর্যাচার্য প্রভৃতি প্রাচীন জৈনপরম্পরা অনুসরণ করিয়াই অবিসংবাদিত্বের উপর অত্যন্ত নির্ভর করতঃ স্মৃতির প্রামাণ্য স্থাপন করিয়াছেন। এই একই সুরে সুর মিলাইয়াই অষ্টসহস্রী (পৃঃ ২৭৯) প্রমেয়কমলমার্তণ্ড, লঘীয়স্ত্রয়,[২২] স্যাদ্বাদরত্নাকর (৪৮৩ পৃঃ), প্রমাণ পরীক্ষা (পৃঃ ৬৯), প্রমেয়রত্নমালা প্রভৃতি গ্রন্থে স্মৃতির প্রামাণ্য দৃঢ়রূপে প্রতিপাদন করেন।

"বাসনোদ্বোধহেতুকা তদিত্যাকারা স্মৃতিঃ" (প্র. মী. ২।৩) এই সূত্রের ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে হেমচন্দ্র বলিয়াছেন—"সা চ প্রমাণম, অবিসংবাদিত্বাৎ, স্বয়ং নিহিত প্রত্যুন্মার্গণাদিব্যবহারাণাং দর্শনাৎ। নন্বনুভূয়মানস্য বিষয়স্যাভাবাৎ নিরালম্বনা স্মৃতিঃ কথং প্রমাণম্? নৈবম্, অনুভূতেনার্থেন সাবলম্বনত্বোপপত্তেঃ, অন্যথা প্রত্যক্ষস্যাপ্যনুভূতার্থবিষয়ত্বাদপ্রামাণ্যং প্রসজ্যেত। স্ববিষয়াবভাসনং স্মৃতেরপ্য-বিশিষ্টম্। বিনষ্টো বিষয়ঃ কথং স্মৃতের্গমকঃ? তথাচার্থজন্যত্বান্ন প্রামাণ্যমস্যা

২০। যে ত্বনর্থজত্বাৎ স্মৃতেরপ্রামাণ্যমাহুস্তেষামতীতানাগতবিষয়স্যানুমানস্যাপ্রামাণ্যং স্যাদিতি দূষণম্। (কন্দলী ২৫২ পৃঃ)।

২১। (গৃহীতগ্রাহিত্বাজ্ জ্ঞানানামপ্রামাণ্যম্।—সম্মুগ্ধানেকসামান্যরূপেণাধিগমে সতি। নৈব চেন্নিশ্চিতং বস্তু নিশ্চয়স্তূত্তরোত্তরঃ। (তত্ত্বসংগ্রহ. প্রত্যক্ষপ্রমাণপরীক্ষা—১২৯৮ শ্লোক)। গৃহীতগ্রাহিত্বান্নেষ্টং সাংবৃতং—(সাংবৃতং বিকল্পজ্ঞানং—মনোরমা টীকা)—(প্রমাণ বার্ত্তিক—২।৫)।

২২। অক্ষধীস্মৃতিসংজ্ঞাভিশ্চিন্তয়াভিনিবোধিতৈঃ। ব্যবহারো বিসংবাদস্তদাভাসস্ততোঽন্যথা॥ (লঘী. ৪।৩)

ইতি চেৎ……মৈবং মুহুঃ, যথৈব হি প্রদীপঃ স্বসামগ্রীবললব্ধজন্মা ঘটাদিভিরজনিতোঽপি তান্ প্রকাশয়তি তথৈবাবরণক্ষয়োপশমমব্যপেক্ষেন্দ্রিয়ানিন্দ্রিয়বললব্ধজন্মসংবেদনং বিষয়মবভাসয়তি…”।

॥ পরোক্ষপ্রমাণে প্রত্যভিজ্ঞাপ্রামাণ্য ॥

প্রত্যভিজ্ঞা সম্বন্ধে বিভিন্নদর্শনে বিভিন্ন মত দৃষ্ট হয়। বৌদ্ধ দার্শনিকগণ প্রত্যভিজ্ঞার প্রামাণ্য স্বীকার করেন না। স্থির বস্তুকে অবলম্বন করিয়াই প্রত্যভিজ্ঞা স্বীকার করা হয়; কিন্তু ক্ষণিকবাদীর পক্ষে তাহা সম্ভবপর নহে। স্থিরত্বপ্রতীতিকে সাদৃশ্যমূলক স্বীকার করিয়া প্রত্যভিজ্ঞাকে তাঁহারা ভ্রান্তই মানেন। এই মতে প্রত্যভিজ্ঞা প্রত্যক্ষস্বরূপ ইহা বলা চলে না। “প্রত্যক্ষং কল্পনাপোঢ়মভ্রান্তম্” —এই প্রত্যক্ষ লক্ষণের লক্ষ্য প্রত্যভিজ্ঞা হইতে পারে না, যেহেতু উহা ভ্রান্ত। “ন হি প্রত্যভিজ্ঞানং কল্পনাপোঢ়ম্” (কমলশীলটীকা তত্ত্বসংগ্রহ ৪৪৬ পৃঃ) ইহা কমলশীল বলিয়াছেন।

শান্তরক্ষিত স্পষ্টরূপে বলিয়াছেন—

> ন খলু প্রত্যভিজ্ঞানং প্রত্যক্ষমুপপদ্যতে।
> বস্তুরূপমনির্দেশ্যং সাভিলাষঞ্চ তদ্ যতঃ ॥ ৪৩ ॥
> প্রাপ্তং চ প্রত্যভিজ্ঞানং প্রত্যক্ষং তদ্বিলক্ষণম্ ॥
> অভেদাধ্যবসায়েন ভিন্নরূপেঽপি বৃত্তিতঃ ॥ ৪৪৭ ॥
> অভেদাধ্যবসায়েন ভিন্নরূপেঽপি বৃত্তিতঃ।
> মায়াগোলকবিজ্ঞানমিব ভ্রান্তমিদং স্থিতম্ ॥ ৪৫০ ॥
> নিষ্পাদিতক্রিয়ে চার্থে প্রবৃত্তেঃ স্মরণাদিবৎ।
> ন প্রমাণমিদং যুক্তং করণার্থবিহানিতঃ ॥ ৪৫১ ॥
> উক্তঞ্চ গৃহীতগ্রহণান্নাস্যাঃ প্রামাণ্যং যথা স্মৃতেঃ।
> ইতি দর্শয়ন্নাহ—নিষ্পাদিতে ঽপি।

(কমলশীল)

ন্যায়বৈশেষিকাদি দর্শনেও প্রত্যভিজ্ঞার পৃথক্ প্রামাণ্য স্বীকার করা হয় নাই। প্রত্যভিজ্ঞার প্রামাণ্যের আধারেও জৈনতার্কিকগণ সুগতসম্মত ক্ষণভঙ্গবাদ খণ্ডনপূর্বক স্থিরত্বাদি সমর্থন করেন।

বৌদ্ধগণ প্রত্যভিজ্ঞা নামক কোন স্বতন্ত্র জ্ঞান স্বীকার করেন নাই। তাঁহাদের মতে স্মরণ এবং প্রত্যক্ষ এই দুইটি জ্ঞানকে ‘সোঽয়ং দেবদত্তঃ’ ইত্যাদি স্থলে এক

করিয়া ব্যবহারকেই প্রত্যভিজ্ঞা বলা হয়। 'তৎ' অংশ অতীত এবং 'ইদম্' অংশ বর্তমান, এই অতীত ও বর্তমান অংশদ্বয়ের অবলম্বনে স্মরণ ও প্রত্যক্ষের সমুচ্চয় বা জ্ঞানদ্বয়ই সৌগত সম্মত ব্যাবহারিক প্রত্যভিজ্ঞা। জয়ন্ত ভট্ট ন্যায়মঞ্জরীতে ইহাই বলিয়াছেন—"অস্মাদ্ দ্বে এতে জ্ঞানে, স ইতি স্মরণম্, অয়মিতি অনুভবঃ" (প্রত্যভিজ্ঞানিরাস প্রঃ ২১ পৃঃ)।

ন্যায়, বৈশেষিক ও মীমাংসক প্রভৃতির মতে প্রত্যভিজ্ঞা প্রত্যক্ষাত্মক জ্ঞান, প্রত্যক্ষ ও স্মরণ এই দুই জ্ঞান নহে।

বাচস্পতিমিশ্র ন্যায়বার্ত্তিকতাৎপর্য-টীকায় বলিয়াছেন— স্মরণরূপ সহকারীর বলে ইন্দ্রিয় বর্তমানকালগ্রাহী হইলেও অতীতাবস্থাবিশিষ্ট বর্তমান কালীন বস্তুকে গ্রহণ করিতে সমর্থ হয় বলিয়া প্রত্যভিজ্ঞার জনক হইতে বাধা নাই (তাৎপর্য ১৩ পৃঃ)।

জয়ন্ত ভট্ট বাচস্পতির মত অনুসরণ করিয়াও স্বতন্ত্রভাবে একটা নূতন যুক্তির অবতারণাও করিয়াছেন—স্মরণসহকৃত ইন্দ্রিয়জন্য প্রত্যক্ষের পর এক প্রকার মানস জ্ঞান হইয়া থাকে।[২৩] তাহাকেই প্রত্যভিজ্ঞা বলা হয়।

জৈনদর্শনে প্রত্যভিজ্ঞা সম্বন্ধে বৌদ্ধ-ন্যায়-বৈশেষিক ও মীমাংসা প্রভৃতি দর্শনের সিদ্ধান্তের বিপরীত সিদ্ধান্তই উপলব্ধ হয়। অর্থাৎ বৌদ্ধদার্শনিক-সম্মত স্মরণ ও প্রত্যক্ষ জ্ঞানদ্বয় প্রত্যভিজ্ঞার ব্যাবহারিক স্বরূপ, প্রত্যভিজ্ঞা বস্তুতঃ ভ্রম, ইহা আর্হত তার্কিকগণ মানেন না। অথবা ন্যায় বৈশেষিক সম্মত বহিরিন্দ্রিয় জন্য প্রত্যক্ষস্বরূপও স্বীকার করেন না। অতিপ্রাচীন জৈন পরম্পরা হইতে আরম্ভ করিয়া অর্বাচীন আর্হতদার্শনিকগণ পর্যন্ত প্রত্যভিজ্ঞা সম্বন্ধে সমস্বরে ইহাকে পরোক্ষজ্ঞানই স্বীকার করিয়াছেন। ইহাদের মতে ইন্দ্রিয়জন্য জ্ঞান ও স্মরণের পর দর্শন ও স্মরণ উভয়জন্য সঙ্কলনাত্মক[২৪] যে বিজাতীয় মানসজ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহাই প্রত্যভিজ্ঞা। ভট্ট অকলঙ্ক 'লঘীয়স্ত্রয়ে' (৩৷১) জয়ন্ত ভট্টের মত সমর্থন করিয়াই প্রত্যভিজ্ঞা সম্বন্ধে জৈন সিদ্ধান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন। পরবর্তী প্রাচীন ও নবীন আর্হততার্কিকগণ এই অকলঙ্কের সিদ্ধান্তই দৃঢ়রূপে স্থাপন করিয়াছেন। উপমান প্রমাণকেও মতিজ্ঞানেরই প্রকার বিশেষ প্রত্যভিজ্ঞানের

২৩। এবং পূর্বজ্ঞানবিশেষিতস্য স্তম্ভাদের্বিশেষণমতীতক্ষণবিষয় ইতি মানসী প্রত্যভিজ্ঞা। (প্রত্যভিজ্ঞা-স্থৈর্য সাধন প্রকরণ—ন্যায়মঞ্জরী ৩৩ পৃঃ)

২৪। একত্বসাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্যাদিনা অর্থদ্বয় ঘটনং সঙ্কলনা। (প্রঃ মী টিপ্পনী)।

অনুভূতার্থস্য বিবক্ষিতধর্মসম্বন্ধিত্বেঽনুসন্ধানং সঙ্কলনম্। একত্বসাদৃশ্যাদিধর্মযুক্তত্বেন পুনর্গ্রহণমিতি বা (পরী টিপ্পনী) ৮২ পৃঃ।

অন্তর্গত করিয়াই জৈনদর্শনে বর্ণনা করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে জৈন দার্শনিকগণের মধ্যে কোন বৈমত্য নাই[২৫]। প্রত্যভিজ্ঞার লক্ষণ সূত্রে আচার্য হেমচন্দ্র অনেকবিধ বিচার প্রদর্শন করতঃ অবশেষে স্বমতে স্থির সিদ্ধান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন— "তৎ স্থিতমেতৎ বিষয়ভেদাৎ প্রত্যক্ষজন্যৎ পরোক্ষান্তর্গতং প্রত্যভিজ্ঞানমিতি। ন চৈতদপ্রমাণম্, বিসংবাদাৎ"। অর্থাৎ প্রত্যক্ষ হইতে বিষয় ভিন্ন হওয়ায় প্রত্যভিজ্ঞা প্রত্যক্ষ হইতে ভিন্ন এবং পরোক্ষজ্ঞানেরই অন্তর্গত ইহাই স্থির সিদ্ধান্ত হইল। পরোক্ষ জ্ঞান হইলেও ইহা অপ্রমাণ— ইহা মনে করিবার কোন কারণ নাই, কারণ ইহা বিসংবাদিনী প্রবৃত্তির জনক নহে।

॥ পরোক্ষ প্রমাণে উহ বা তর্কের প্রামাণ্য ॥

জৈনদর্শনে তর্কের স্বরূপ পূর্বেই প্রতিপাদিত হইয়াছে। মহর্ষি গৌতম ন্যায়দর্শনে তর্কের স্বরূপ বলিয়াছেন— "অবিজ্ঞাততত্ত্বেঽর্থে তত্ত্বজ্ঞানার্থমূহস্তর্কঃ" (১।২।৪০)। অন্নংভট্ট তর্কসংগ্রহে তর্কের লক্ষণ করিয়াছেন—"ব্যাপ্যারোপেণ ব্যাপকারোপস্তর্কঃ"। গৌতমসূত্রের তাৎপর্য গ্রহণ করিয়া ন্যায়সূত্রের বৃত্তিকার বিশ্বনাথ সূত্রস্থ 'কারণোপপত্তিতঃ' শব্দের অর্থ করিয়াছেন—"কারণং ব্যাপ্যং তস্য উপপত্তিরারোপঃ, তস্মাদূহঃ আরোপঃ অর্থাৎ ব্যাপকস্য। তথাচ ব্যাপকাভাববত্ত্বেন নির্ণীতে (ধর্মিণি) ব্যাপ্যস্যাহার্যারোপাদ্ যো ব্যাপকস্যাহার্যারোপঃ স তর্কঃ"।

এখানে গূঢ়াশয় এইরূপ—হেতুতে ব্যভিচারের শঙ্কা ও নিশ্চয় এই উভয় প্রকার ব্যভিচারজ্ঞানই ব্যাপ্তিজ্ঞানের প্রতিবন্ধক হয়। কোনও একটী সাধ্যের সাধনাভিপ্রায়ে প্রযুক্ত হেতুটী তৎকালে অনুকূল তর্কশূন্য হইলে উহা অনুমিতির প্রযোজক হয় না। যতক্ষণ পর্যন্ত হেতুতে ব্যভিচার সংশয় থাকে, তৎক্ষণ পর্যন্ত ব্যাপ্তিজ্ঞান উৎপন্ন হইতে না পারায় অনুকূল তর্কদ্বারা ব্যভিচার শঙ্কা নিরস্ত হইলে হেতুটী অনুমিতির প্রয়োজক হয়। সুতরাং তর্ক ব্যভিচার শঙ্কার নিবৃত্তিদ্বারা ব্যাপ্তিগ্রহের সহায়ক হয়। অতএব তর্ক প্রমাণের সহায়ক মাত্র, স্বয়ং প্রমাণ নহে।

২৫। প্রত্যভিজ্ঞাকে স্মরণরূপ স্বীকার করা চলে না। এ সম্বন্ধে শান্তরক্ষিতের তত্ত্বসংগ্রহের (৪৫৩ পৃঃ) একটি শ্লোকও আচার্য হেমচন্দ্র সূরি প্রমাণ-মীমাংসার লক্ষণ সূত্রের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে উদ্ধৃত করিয়াছেন— "পূর্ব-প্রমিতমাত্রে হি জায়তে স ইতি স্মৃতিঃ। স এবায়মিতীয়স্ত প্রত্যভিজ্ঞাতিরিচ্যতে" (৪৫৩)। এই শ্লোকটীতে কুমারিল ভট্টের মত সমালোচনা করিতে গিয়া ভট্টের মতে গৃহীতগ্রাহিত্বে অসিদ্ধি দোষ উদ্ভাবনের জন্য উক্ত শ্লোকটী রচিত হয়।

কথাটি একটি উদাহরণদ্বারা আরও একটু স্পষ্ট করিয়া বলিলে সহজে হৃদয়ঙ্গম হইবে। যেমন 'পর্বতো বহ্নিমান্ ধূমাৎ' এইরূপ অনুমিতিস্থলে যদি 'ধূমো বহ্নিব্যভিচারী ন বা'— এইরূপ শঙ্কা হয়, তাহা হইলে যতক্ষণ এই সংশয় থাকে, ততক্ষণ ব্যাপ্তির নিশ্চয় হয় না। এজন্য তর্কের উত্থান হয় 'ধূমো যদি বহ্নিব্যভিচারী স্যাৎ বহ্নিজন্যো ন স্যাৎ'। ধূমের বহ্নিজন্যত্বের নিশ্চয় এইরূপ তর্কের কারণ। এই তর্ক নির্বহ্নিত্বের আরোপে নির্ধূমত্বের আরোপ স্বরূপ। এ জাতীয় তর্কের উপস্থিতি হইলে আর ব্যভিচার শঙ্কা থাকে না। সুতরাং এস্থলে ধূমে ব্যাপ্তিনিশ্চয়ের সহায়তানিবন্ধন তর্ক স্বয়ং প্রমাণ না হইয়াও অনুমান প্রমাণের সহকারীরূপেই স্বীকৃত হইয়া থাকে। অর্থাৎ ন্যায়মতে তর্ক-সম্বন্ধে আমরা ইহাই বুঝিতেছি যে তর্কাত্মক বিচার স্বয়ংপ্রমাণ নহে, কিন্তু ব্যাপ্তি জ্ঞানের বাধক অপ্রযোজকত্ব শঙ্কাকে নিরাস করিয়া ব্যাপ্যের আহার্যারোপদ্বারা ব্যাপকের আহার্যারোপস্বরূপই হইয়া থাকে। বৃত্তিকার বিশ্বনাথ তর্কত্ব বা উহত্বকে 'তর্কয়ামি' ইত্যাকার অনুভব হইতে প্রমাণিত মানসত্বব্যাপ্য জাতি বিশেষরূপে বর্ণনা করিয়াছেন।

বৌদ্ধতার্কিকগণও তর্ককে ব্যাপ্তিজ্ঞানের উপযোগী স্বীকার করেন। কিন্তু তাঁহারাও তর্ককে প্রমাণ মানেন না।

জৈনদর্শনে প্রাচীন ও নব্যসম্প্রদায় প্রমাণরূপে মান্য মতিজ্ঞানের দ্বিতীয় ভেদ গুণদোষবিচাররূপজ্ঞানের ব্যাপার ইহাকে তর্ক ও উহ পর্যায়রূপে ব্যবহার করিয়াছেন। তত্ত্বার্থ ভাষ্যে (১-১৫) আচার্য উমাপতি ও ভট্ট অকলঙ্ক তর্কসম্বন্ধে যে সব আলোচনা করিয়াছেন, পরবর্তী জৈন দার্শনিকগণ তাহারই পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়াছেন।

পরীক্ষামুখের তর্কলক্ষণসূত্রের (উপলম্ভানুপলম্ভনিমিত্তঃ ব্যাপ্তিজ্ঞানমূহঃ) ঘটক 'ব্যাপ্তিজ্ঞানমূহঃ' এই অংশের যথাশ্রুত অর্থ আচার্য হেমচন্দ্র গ্রহণ করেন নাই। 'উহাৎ তর্কনিশ্চয়ঃ' এই বক্ষ্যমাণ সূত্রের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই ঐ সূত্রের অর্থ করিয়াছেন। যথাশ্রুত অর্থগ্রহণ করিলে ব্যাপ্তিজ্ঞান উহেরই পর্যায় রূপে প্রতীত হয়। কিন্তু সূত্রার্থ তাহা নহে, ইহা পরিস্ফুট করিবার জন্য তিনি ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন—"ব্যাপ্তিঃ বক্ষ্যমাণা, তস্যাঃ জ্ঞানং তদ্‌গ্রাহী নির্ণয়বিশেষঃ"। অর্থাৎ উপলম্ভ ও অনুপলম্ভনিমিত্তক যে ব্যাপ্তিগ্রহ, উহার জনক নির্ণয়বিশেষই উহ বা তর্ক। জিন সম্প্রদায়ের ব্যাপ্তিজ্ঞান ও উহ পর্যায় শব্দ—এই মত যথাশ্রুতা-নুসারে। ইহাও স্পষ্টতঃ বলিয়াছেন যে প্রমাণমাত্রই ইহার নিমিত্ত। 'নায়ং ব্যাপ্তিগ্রহঃ প্রত্যক্ষমাত্রাদেব......নাপ্যনুমানাৎ" (প্রমাণ মী)। অবশেষে "তস্মাৎ

প্রমাণান্তরাগৃহীতব্যাপ্তিগ্রহণপ্রবণঃ প্রমাণান্তরমূহঃ”— এইরূপ সিদ্ধান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন। পরীক্ষামুখেও বলিয়াছেন— অবিনাভাবের অর্থাৎ ব্যাপ্তির নিশ্চয় তর্কদ্বারাই হয়। তর্ক ব্যাপ্তিগ্রাহক। “তর্কাৎ তন্নিশ্চয়ঃ” (সূত্র ৩।২১)।

তর্কের স্বরূপ বিচারে মাণিক্য নন্দীর অনুগামী মহাতার্কিক প্রভাচন্দ্র সূরি বিবিধ বিচার প্রদর্শন পূর্বক প্রমেয়কমলমার্তণ্ডে পরিণামে স্মৃতি, প্রত্যভিজ্ঞা প্রভৃতির অবিসংবাদিত্ব নিবন্ধন প্রামাণ্যের ন্যায় তর্কেরও প্রামাণ্য অবশ্য স্বীকার্য ইহাই সিদ্ধান্ত রূপে গ্রহণ করিয়াছেন। “সাধ্যসাধনয়োরবিনাভাবো হি তর্কস্য বিষয়ঃ, তত্র চাবিসংবাদিত্বং সুপ্রসিদ্ধমেব।···তত্র নিঃসন্দেহমনুমানমিচ্ছতা সাধ্য-সাধনসম্বন্ধগ্রাহি প্রমাণমসন্দিগ্ধমেবাভ্যুপগন্তব্যম্। সমারোপব্যবচ্ছেদকত্বাচ্চাস্য প্রামাণ্যম্।

তথা প্রমাণং তর্কঃ প্রমাণানামনুগ্রাহকত্বাৎ, যৎপ্রমাণানামনুগ্রাহকং তৎ প্রমাণম্; যথা প্রবচনানুগ্রাহকং প্রত্যক্ষমনুমানং বা, প্রমাণানামনুগ্রাহক-শ্চায়মিতি···ততঃ সাধ্যসাধনয়োরবিনাভাববোধনিবন্ধমূহজ্ঞানং পরীক্ষাদক্ষৈঃ প্রমাণ-মভ্যুপগন্তব্যম্”।

অনুমান ও আগম পরোক্ষ প্রমাণেরই অন্তর্গত। প্রত্যক্ষ ও অনুমান এই দ্বিপ্রমাণবাদী বৈশেষিক অনুমানের অন্তর্গতরূপেই আগমের প্রামাণ্য স্বীকার করেন। তাহা হইলেও তাহা যে পরোক্ষ প্রমাণ— এ সম্বন্ধে দ্বিপ্রমাণবাদী কাহারও মতদ্বৈধ নাই। বৈশেষিকেরও ত্রিপ্রমাণবাদিত্ব মত স্থাপক বৈশেষিকা-চার্যের মতে আগমও স্বতন্ত্র প্রমাণ। অনুমান ও আগমের লক্ষণ পূর্বেই বলা হইয়াছে, সুতরাং এখানে উহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

॥ পরোক্ষ প্রমাণে ব্যাপ্তি প্রসঙ্গ ॥

প্রমাণমীমাংসায় ‘তৎপ্রামাণ্যং স্বতঃ পরতশ্চ’ (১।১।১২)— এই সূত্রের ব্যাখ্যায় হেমচন্দ্র সূরি লিখিয়াছেন “তত্র যথা ইন্দ্রিয়জমানসাত্মসংবেদনযোগি-জ্ঞানানাং প্রত্যক্ষেণ সংগ্রহস্তথা স্মৃতিপ্রত্যভিজ্ঞানেহানুমানাগমানাং পরোক্ষেণ সংগ্রহো লক্ষণস্যাবিশেষাৎ। স্মৃত্যাদীনাং চ ··· এবং পরোক্ষস্য উপমানস্য প্রত্যভিজ্ঞানে অর্থাপত্তেরনুমানেঽন্তর্ভাবোঽভিধাস্যতে”।

প্রামাণ্য কিরূপে গৃহীত হয় এ বিষয়ে দার্শনিকগণের বিবিধ মতভেদ পরিদৃষ্ট হয়। কেহ কেহ ‘প্রামাণ্যং স্বতঃ অপ্রামাণ্যং পরতঃ’ (মীমাংসা) বলেন। কেহ বা ‘অপ্রামাণ্যং স্বতঃ প্রামাণ্যং পরতঃ’ (বৌদ্ধ) এইরূপ বিপরীতই বলেন।

সাংখ্যবাদী বলেন 'উভয়ং স্বতঃ প্রামাণ্যং ন স্বত এব, অপি তু পরতোঽপি'। 'অপ্রামাণ্যন্তু পরত এব' ইহা নৈয়ায়িকগণের মত। কিন্তু স্যাদ্বাদিগণ বলেন—'উভয়মপি কথঞ্চিৎ স্বতঃ কথঞ্চিচ্চ পরতঃ'।

ইঁহাদের মধ্যে আর্হতদর্শনেই প্রামাণ্য স্বতঃ ও পরতঃ স্বীকার করা হয়। "তৎ প্রামাণ্যং স্বতঃ পরতশ্চেতি" (প্র. মী ১।১।১২)। অনন্ত বীর্যাচার্য এই সূত্রের ব্যাখ্যানাবসানে বলিয়াছেন— "তস্মাৎ প্রামাণ্যং অপ্রামাণ্যং বা স্বকার্যে ক্বচিদ-ভ্যাসানভ্যাসাপেক্ষয়া স্বতঃ পরতশ্চেতি নির্ণেতব্যমিতি"॥

দর্শনান্তরাপেক্ষায় অনুমান সম্বন্ধে জৈনমতে বিশেষরূপে অবশ্য জ্ঞাতব্য কয়েকটী বিষয় স্মরণীয়। সুতরাং সংক্ষেপে সে সম্বন্ধে কয়েকটী কথা বলিতেছি—অনুমানের সৌত্র লক্ষণ হইল "সাধনাৎ সাধ্যসাধনমনুমানম্" (২।১৪)। সাধনের লক্ষণ— "সাধ্যাবিনাভাবিত্বেন নিশ্চিতো হেতুঃ" (২।১৫)। এই হেতুকে হেমচন্দ্র প্রমাণমীমাংসায় পাঁচ প্রকারে বিভক্ত করিয়াছেন— 'স্বভাবঃ কারণং কার্যমেকার্থসমবায়ি বিরোধি চেতি পঞ্চধা সাধনম্" (১।২।১২)। প্রথম চারটী বিধির সাধন, পঞ্চমটি নিষেধের সাধন। ব্যাপ্তি ব্যতিরেকে হেতু সাধ্যের সাধন হয় না, সুতরাং ব্যাপ্তির স্বরূপও সংক্ষেপে বলা আবশ্যক। মাণিক্যনন্দী বলিয়াছেন— "সাধ্যাবিনাভাবিত্বেন[২৬] নিশ্চিতো হেতুঃ" 'সহক্রমভাবনিয়মোঽবিনাভাবঃ'। হেমচন্দ্র আরও একটু বিশেষরূপে একসূত্রেই বলিয়াছেন— "সহক্রমভাবিনোঃ সহক্রম-ভাবনিয়মো ব্যাপ্তিঃ"[২৭] (১।২।১০ প্র মী)। এই অবিনাভাবরূপ ব্যাপ্তিকেই হেতুর ঐকরূপ্য অবয়বপ্রসঙ্গে বলা হইয়াছে। এই ব্যাপ্তিরই নিশ্চায়ক তর্ক।

॥ ব্যাপ্তিপ্রসঙ্গে সাধ্যপক্ষনিরূপণ ॥

প্রমাণনয় তত্ত্বালোকে বাদিদেব সূরি বলিয়াছেন—অন্তর্ব্যাপ্তি ও বহির্ব্যাপ্তি ভেদে ব্যাপ্তি দুই প্রকার। "পক্ষীকৃত এব বিষয়ে সাধ্যেন ব্যাপ্তিরন্তর্ব্যাপ্তিঃ, অন্যত্র তু বহির্ব্যাপ্তিঃ (প্র. মী ৩।৩৮)। কেবলান্বয়িপক্ষক অনুমিতিস্থলে অন্তর্ব্যাপ্তি

২৬। "সহক্রমভাবনিয়মোঽবিনাভাবঃ" (পরীক্ষাপরিচ্ছেদ ১৬ সূত্র)। (প্রমেয়লক্ষণ মাণিক্যনন্দী) "সহচারিণোঃ ব্যাপ্যব্যাপকয়োশ্চ সহভাবঃ" (ঐ ১৭ পৃঃ)। "পূর্বোত্তরচারিণোঃ কার্যকারণয়োশ্চ ক্রমভাবঃ" (ঐ ১৯ সূ.)।

২৭। সহভাবিনোঃ একসামগ্র্যধীনয়োঃ, ফলাদিগতয়োঃ ব্যাপ্যব্যাপকয়োশ্চ শিংশপাত্ববৃক্ষত্বয়োঃ। ক্রম-ভাবিনোঃ—কৃত্তিকোদয়শকটোদয়য়োঃ; কার্যকারণয়োশ্চ ধূমধূমধ্বজয়োঃ যথাসংখ্যাং যঃ সহক্রমভাবনিয়মঃ, সহচারিণোঃ সহভাবনিয়মঃ ক্রমভাবিনোশ্চ ক্রমভাবনিয়মঃ সাধ্যসাধনয়োরিতি প্রকরণাল্লভ্যতে। সোঽবিনাভাবঃ (হেমচন্দ্র)।

স্বীকার করা হয়। যথা—'বস্তু অনেকান্তাত্মকং সত্ত্বস্য তথৈবোপপত্তেঃ'। এই স্থলে বস্তুমাত্রই পক্ষ, সুতরাং দৃষ্টান্ত নাই। পক্ষ ভিন্ন কোন ও একটি বস্তুই দৃষ্টান্তরূপে গৃহীত হয়। এই স্থলে বস্তুমাত্রই পক্ষকোটিতে প্রবিষ্ট। অতএব পক্ষীকৃত বস্তুতেই সাধ্য ও সাধনের ব্যাপ্তি বলে অনুমিতি হইয়া থাকে। ইহাকেই অন্তর্ব্যাপ্তি বলা হয়।

"অয়ং দেশঃ বহ্নিমান্ ধূমবত্ত্বাৎ" ইত্যাকার অনুমিতি বহির্ব্যাপ্তিবশতঃ হইয়া থাকে। কারণ---এই স্থলে পক্ষাতিরিক্ত প্রসিদ্ধস্থান দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে। "যো যো ধূমবান্ স স বহ্নিমান্, যথা পাকস্থানম্"।

দ্ব্যবয়ববাদী জৈনদার্শনিকগণের সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত এই যে, ব্যাপ্তি স্মরণের জন্য দৃষ্টান্তবচনের আবশ্যকতা নাই। গৃহীত-ব্যাপ্তিক ব্যুৎপন্নমতির পক্ষে "পর্বতো বহ্নিমান্ ধূমবত্ত্বান্যথানুপপত্তেঃ" ইত্যাকার পক্ষ ও হেতুপ্রদর্শন দ্বারাই ব্যাপ্তি স্মরণ হইতে পারে (প্র. ন ৩।৩৩)।

॥ ব্যাপ্তিপ্রসঙ্গে অনুমান-দ্বৈবিধ্য প্রদর্শন ॥

দ্ব্যবয়ববাদী জৈনদার্শনিকগণ অবয়ব প্রসঙ্গে স্বসিদ্ধান্তে ব্যুৎপন্নমতির জন্য দুইটী অবয়বই প্রদর্শন করিয়াছেন। কিন্তু মন্দবুদ্ধির জন্য ন্যায়শাস্ত্রসিদ্ধ পাঁচটি অবয়বও স্বীকার করিয়াছেন। এবং অন্বয় ও ব্যতিরেকভেদে দুই প্রকার দৃষ্টান্তও মানিয়াছেন।

আরও একটি বিষয় লক্ষ্য করিলে দেখা যায় জৈনদর্শনে দার্শনিক উপপত্তি ও অন্যথানুপপত্তিরূপ অন্বয়-ব্যতিরেকভেদে হেতুকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। আচার্য বাদিদেব সূরি উপপত্তি ও অন্যথানুপপত্তির স্বরূপ বলিয়াছেন— "সত্যেব সাধ্যে হেতোরুপপত্তিঃ, অসতি বা সাধ্যে হেতোরনুপপত্তিরেবান্যথানুপপত্তিঃ" (প্র ন ৩।৩০)। হেতুর ব্যাপ্তিনিশ্চয়ে দৃষ্টান্ত অপেক্ষণীয়ই নহে। কারণ, তর্কপ্রমাণই ব্যাপ্তির নিশ্চায়ক। দিগম্বর ও শ্বেতাম্বর উভয় সম্প্রদায়ই সমস্বরে উদ্‌ঘোষণ করিয়াছেন— "উহাৎ তর্কনিশ্চয়ঃ"।

মাণিক্যনন্দী 'সাধনাৎ সাধ্যবিজ্ঞানমনুমানম্' (পরীক্ষামুখ ২।১৪) এইরূপে অনুমানের লক্ষণ করিয়া ন্যায় বৈশেষিকাদিদর্শনের ন্যায় স্বার্থ-পরার্থভেদে অনুমান দুই প্রকার স্বীকার করিয়াছেন। এই সিদ্ধান্ত দিগম্বর ও শ্বেতাম্বর উভয় সম্প্রদায়েরই মান্য। নিম্নে পরীক্ষামুখাদির তত্তদংশ উদ্ধৃত করা হইল।

"তদনুমানং দ্বেধা, স্বার্থ-পরার্থভেদাদিতি" (পরী মু ২।৫২,৫৩)। "স্বার্থ-

মুক্তলক্ষণম্, পরার্থস্তু তদর্থপরামর্শিবচনাজ্জাতমি"তি—(ঐ ৫৪,৫৫)। 'অনুমানং দ্বিপ্রকারং স্বার্থং পরার্থঞ্চ। তত্র হেতুগ্রহণসম্বন্ধস্মরণকারণকং সাধ্যবিজ্ঞানং স্বার্থম্' (প্রমাণ-নয়—৩।৯,১০)। "পক্ষহেতুবচনাত্মকং পরার্থমনুমানম্, উপচারাৎ" (ঐ ২৩)। "তদ্ দ্বিধা স্বার্থং পরার্থং চ। স্বার্থং স্বনিশ্চিতসাধ্যাবিনাভাবৈক-লক্ষণাৎ সাধনাৎ সাধ্যজ্ঞানম্" (প্রমাণমীমাংসা—(১।২।৮,৯)। 'যথোক্ত-সাধনাভিধানজঃ পরার্থম্' (প্র°মী° ২।১।১)।

॥ পরার্থানুমানে অবয়বপ্রসঙ্গ ॥

ন্যায়দর্শনের প্রথম সূত্রে ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন অবয়বের প্রসঙ্গে বলিয়াছেন— "সাধনীয়ার্থস্য যাবতি শব্দসমূহে সিদ্ধিঃ পরিসমাপ্যতে, তস্য পঞ্চাবয়বাঃ প্রতি-জ্ঞাদয়ঃ সমূহমপেক্ষ্যাবয়বা উচ্যন্তে। তেষু প্রমাণসমবায়ঃ। আগমঃ প্রতিজ্ঞা, হেতুরনুমানম্, উদাহরণং প্রত্যক্ষম্, উপমানমুপনয়ঃ, সর্বেষামেকার্থসমবায়ে সামর্থ্যপ্রদর্শনং নিগমনমিতি। সোঽয়ং পরমো ন্যায় ইতি। এতেন বাদজল্প-বিতণ্ডাঃ প্রবর্তন্তে, নাতোঽন্যথেতি। তদাশ্রয়া তত্ত্বব্যবস্থা"।

প্রমেয় সিদ্ধির জন্য যে কোনও একটি প্রমাণের উপন্যাস যথেষ্ট হইলেও যেখানে স্বমতসিদ্ধ প্রমাণ সমষ্টির উপন্যাস হইতে পারে, তাহার মহত্ত্ব যে অতি উচ্চ, তাহাই 'সোঽয়ং পরমো ন্যায়ঃ' এই কথায় আরও সুস্পষ্ট করিয়াছেন। বিপ্রতিপন্ন বা বিরুদ্ধবাদীকে তত্ত্বপ্রতিপাদনের জন্য ইহার পরম উপযোগিতা। এই বাক্য চারিটীই প্রমাণ ইহা ভাষ্যকারের তাৎপর্য নহে, কিন্তু প্রতিজ্ঞাদি বাক্য-চতুষ্টয়ে প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শব্দ এই চারিটী প্রমাণই অনুস্যূত বলিয়াই পরার্থানুমানে পঞ্চাবয়ব বাক্যের উপযোগিতা! ভাষ্যকারের ১ম অধ্যায়ের ৩য় সূত্রের ভাষ্যের "কিং পুনঃ প্রমাণানি প্রমেয়মভিসংপ্লবন্তে, অথ প্রমেয়ং ব্যবতিষ্ঠন্ত ইত্যুভয়থা দর্শনম্"— এই অংশটী বিশেষ প্রণিধানযোগ্য।

প্রয়োজনকে আশ্রয় করিয়াই ন্যায়ের প্রবৃত্তি। তাই বলিতেছেন— "তদাশ্রয়শ্চ ন্যায়ঃ প্রবর্ততে, কঃ পুনরসৌ ন্যায়ঃ? প্রমাণৈরর্থপরীক্ষণং ন্যায়ঃ" ইত্যাদি ভাষ্যগ্রন্থ অলোচনা করিলে তাৎপর্যার্থ ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, প্রতিজ্ঞাদি বাক্যগুলির মূলে নিহিত প্রমাণচতুষ্টয়কে লক্ষ্য করিয়াই 'প্রমাণৈরর্থপরীক্ষণং ন্যায়ঃ' এই বাক্যে 'প্রমাণৈঃ' এই বহুবচনান্ত শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। দুইটী অর্থে ভাষ্যকার 'ন্যায়'শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। পরার্থানুমানে প্রযোজ্য পঞ্চাবয়ব বাক্যকে যেমন ন্যায় বলা হইয়াছে, তদ্রূপ পরার্থানুমানকেও ন্যায় শব্দে অভিহিত

করা হইয়াছে। ন্যায় মতে পক্ষসত্ত্ব, সপক্ষসত্ত্ব বিপক্ষাসত্ত্ব, অসৎপ্রতিপক্ষিতত্ব ও অবাধিতত্ব এই পঞ্চরূপোপপন্ন হেতুকেই গমক অর্থাৎ অনুমিত্যোপয়িক হেতু বলা হয়।

জয়ন্ত ভট্ট ন্যায়মঞ্জরীতে (১৪৪ পৃঃ) এই প্রসঙ্গটীর রহস্য অতি সুন্দরভাবে উদ্‌ঘাটিত করিয়াছেন—'ত এতে প্রতিজ্ঞাদয়ো নিগমনান্তাঃ পঞ্চাবয়বা যথাসম্ভবমাগমাদিপ্রমাণানুগৃহীতাঃ পরস্পরানুষক্তাশ্চ স্বার্থং সাধয়ন্তি। তত্র মুখ্যয়া বৃত্ত্যা প্রতিপাদ্যেনানুমানেনৈব সর্বে অবয়বা অনুগৃহ্যন্তে। প্রপঞ্চায় তু প্রমাণান্তরানুগ্রহ এষামুচ্যতে। প্রতিজ্ঞাস্তাবদাগমানুগ্রাহক উপেয়তে উপদেশস্বভাবত্বাৎ। অনিত্যঃ শব্দ ইত্যুক্ত্বা ত্বেবম্বিধে বিষয়ে ঋষিবদস্বতন্ত্রত্বাদনুমানমুপদিশন্তি। প্রতিজ্ঞাবচনন্ত তচ্ছায়ানুপাতিত্বাৎ শব্দপ্রামাণ্যসিদ্ধ্যর্থে বা শাস্ত্রে তৎপ্রতিজ্ঞায়াঃ শব্দবিষয়ত্বাদাগমানুগৃহীতত্বমুচ্যতে। হেতুবচনমনুমানেনানুগৃহ্যতে, উদাহরণং তু প্রত্যক্ষেণ তন্মূলত্বাদ্ ব্যাপ্তিপরিচ্ছেদস্য, যথা গৌস্তথা গবয় ইতি চ, যথা ঘটস্তথা শব্দ ইত্যনয়া চ্ছায়য়োপমানকরণভূত-বনেচরাদিবচনসদৃশত্বাদুপমানমুপনয়স্যানুগ্রাহকমভিধীয়তে। নিগমনস্য তু সর্বাবয়বানামেকত্র নিযোজনার্থত্বাৎ সর্বপ্রমাণানামনুগ্রাহ্যতৈবেতরানুষক্তত্বাৎ।

প্রতিজ্ঞাং বিনা নিরাশ্রয়ো হেতুর্ভবেদিতি সা পূর্বং প্রয়োক্তব্যা, অনিত্যঃ শব্দ ইতি। ততো হেতুং পরো জিজ্ঞাসত ইতি হেতুবচনমুচ্চার্যতে কৃতকত্বাদিতি। হেতৌ শ্রুতে ক্বাস্য ব্যাপ্তিরবধৃতেতি দর্শয়িতুমুদাহরণমুচ্যতে, যৎ কৃতকং তদনিত্যং দৃষ্টং যথা ঘট ইতি। এবমুক্তে কিমীদৃশো নির্জ্ঞাতশক্তিরেষ হেতুঃ সাধ্যধর্মিণি ভবেন্নবেত্যসিদ্ধতাশঙ্কামপাকর্তুমুপনয়ঃ প্রসজ্যতে, ততোঽমুনা ক্রমেণ তথাপি সাধ্যপ্রতীতির্ভবত্বিতি সর্বাবয়বানেকত্র সাধ্যেঽর্থে সমর্থয়িতুং নিগমনমভিধীয়তে'। (অন্যতমাবয়বমন্তরেণ সকলমিদমনুষক্তার্থবাক্যং স্যাদিতি পর্বতাবয়ববাক্যমেব যথোপদৃষ্টক্রমকং বাক্যং প্রয়োক্তব্যম্ ইত্যাদি।)

জৈনদর্শনের অবয়বরহস্যোদ্‌ঘাটন-সৌকর্যার্থে কতিপয় দর্শনান্তরের মত প্রদর্শন করা হইল। এখানে অবয়ব সম্বন্ধে কয়েকটি প্রসঙ্গ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। স্বার্থ ও পরার্থভেদে অনুমানকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়া সর্বসম্প্রদায়ের দার্শনিকগণ অবয়ববাক্যের উপযোগিতা একবাক্যে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। অনুমানের অঙ্গরূপে অবয়বের আবশ্যকতায় বিবাদ না থাকিলেও অবয়বের সংখ্যা সম্বন্ধে বিচারপূর্ণ বহুবিধ মত বিবিধদর্শনে উপলব্ধ হয়।

প্রাচীনতম জৈনাগমদার্শনিক আচার্য ভদ্রবাহু অবয়ব সম্বন্ধে অনেক আলোচনা করিয়াছেন। তিনি প্রথমতঃ দুইটী অবয়বের উল্লেখ করেন, পরে

ত্র্যবয়ব ও পঞ্চাবয়ব ক্রমে দশাবয়ব-বাদেরও বিস্তার করেন। আবশ্যক বোধে তিনি সবগুলি অবয়বকেই জৈনসিদ্ধান্তরূপে প্রদর্শন করেন 'দশবৈকালিক' যুক্তিগ্রন্থে। আবার এই দশটি অবয়বে দুই প্রকার ভেদও স্পষ্টতঃ দেখাইতেছেন। এই সীমিত প্রবন্ধে বিস্তৃত রূপে তাহার স্পষ্টীকরণ সম্ভব না হইলেও সেই অবয়ব গুলির নাম এখানে প্রদর্শিত হইতেছে।

ভদ্রবাহু প্রথমতঃ প্রতিজ্ঞা ও উদাহরণ এই দুইটি অবয়ব স্বীকার করেন, পরে প্রতিজ্ঞা, হেতু ও উদাহরণ এই তিনটি। অতঃপর প্রতিজ্ঞা, হেতু, দৃষ্টান্ত উপসংহার, নিগমন। পরে প্রতিজ্ঞা[১] প্রতিজ্ঞাপরিশুদ্ধি[২], হেতু[৩], হেতুবিশুদ্ধি[৪], দৃষ্টান্ত[৫], দৃষ্টান্তবিশুদ্ধি[৬], উপসংহার[৭], উপসংহারবিশুদ্ধি[৮], নিগমন[৯] ও নিগমন-বিশুদ্ধি[১০] এই দশটী অবয়ব প্রদর্শন করিয়াছেন।

আবার প্রকারান্তরেও ১০টী অবয়বের উল্লেখ করেন— ১ প্রতিজ্ঞা, ২ প্রতিজ্ঞা বিভক্তি, ৩ হেতু, ৪ হেতুবিভক্তি, ৫ বিপক্ষ, ৬ প্রতিষেধ, ৭ দৃষ্টান্ত, ৮ আশঙ্কা, ৯ আশঙ্কাপ্রতিষেধ, ১০ নিগমন।

ন্যায়দর্শনের বাৎস্যায়ন ভাষ্যে খণ্ডনাভিপ্রায়ে 'কেচিৎ নৈয়ায়িকা বদন্তি' বলিয়া দশাবয়ববাদ প্রদর্শিত হইয়াছে, যথা (১) প্রতিজ্ঞা (২) হেতু (৩) উদাহরণ, (৪) উপনয়, (৫) নিগমন, (৬) জিজ্ঞাসা, (৭) সংশয় (৮) শক্যপ্রাপ্তি, (৯) প্রয়োজন, (১০) সংশয় ব্যুদাস— এই দশটীর সঙ্গে ভদ্রবাহুপ্রদর্শিত দশটীর কোন মিল নাই।

কিন্তু সাংখ্যকারিকার 'সামান্যতস্তু দৃষ্টাদতীন্দ্রিয়াণাং প্রতীতিরনুমানাৎ' এই ষষ্ঠ কারিকার যুক্তিপূর্ণ বিস্তৃত ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে প্রাচীন টীকা যুক্তিদীপিকায় বাৎস্যায়ন প্রদর্শিত দশাবয়ব-বাদকে বহুবিচারপূর্বক সমর্থন করা হইয়াছে। যুক্তিদীপিকার সন্দর্ভাংশ বিশেষভাবে লক্ষ্য করিলেই তাহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়—"তস্য প্রয়োগমাত্রভেদাৎ দ্বৈবিধ্যং—বীতোঽবীতশ্চেতি। তয়োর্লক্ষণমামনন্তি—যদা হেতুঃ স্বরূপেণ সাধ্যসিদ্ধৌ প্রযুজ্যতে। স বীতোঽর্থান্তরাক্ষেপাদিতরঃ পরিশেষিতঃ"॥ এই শ্লোকের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে কিয়ৎক্ষণপরেই যুক্তিদীপিকাকার উক্ত দশাবয়ব প্রদর্শন করেন বিস্তৃত বিচারপূর্বক। 'তদা অবয়বিবাক্যং পরিকল্প্যতে তস্য পুনরবয়বাঃ জিজ্ঞাসা-সংশয়-প্রয়োজন-শক্যপ্রাপ্তি-সংশয়ব্যুদাসলক্ষণশ্চ ব্যাখ্যাঙ্গম্। প্রতিজ্ঞাহেতুদৃষ্টান্তোপসংহারনিগমনানি পরপ্রতিপাদনার্থম্'। এই সব বিষয়ে বহুবিধ বিচারসহকারে কিছুক্ষণ পরেই বলিলেন—"যদপ্যুক্তং প্রতিজ্ঞা-হেত্বর্থাভিধানাৎ দৃষ্টান্তোপনয়নিগমনানাং নাবয়বান্তরত্বমিতি অয়মদোষঃ। কস্মাৎ? অপ্রতিজ্ঞানাৎ ন হ্যেতদস্মাভিঃ প্রতিজ্ঞায়তে, কিং তর্হি? প্রমেয়বচনং প্রতিজ্ঞা,

প্রমাণরূপমাত্রবচনং হেতুঃ, তস্য প্রমেয়সহভাবি নিদর্শনং দৃষ্টান্তঃ, সাধ্যদৃষ্টান্তয়োঃ ধর্মসামান্যাদেকক্রিয়োপসংহারঃ উপনয়ঃ। সমুদায়স্য সাধ্যসিদ্ধয়ে ব্যাপার-নির্দেশো নিগমনম্। তস্মাদযুক্তমেতৎ”।

এইরূপে পঞ্চাবয়ব-বাদসমর্থনের অনন্তর “তত্র যদুক্তং প্রতিজ্ঞাহেত্বর্থাভি-ধানাদ্ দৃষ্টান্তোপনয়নিগমনানাং নাবয়বান্তরত্বমিতি এতদযুক্তম্। তস্মাৎসূক্তং দশাবয়বো বীতঃ” ইত্যাদি।

যুক্তিদীপিকার আরও একটি কথা অবিস্মরণীয়— ‘দুঃখত্রয়াভিঘাতাৎ’ এই আদিম শ্লোকের ভূমিকায়ও উপরোক্ত বিষয়টীরই স্পষ্টভাবে নামতঃ উল্লেখ করিয়াছেন— “অবয়বাঃ পুনর্জিজ্ঞাসাদয়ঃ। প্রতিজ্ঞাদয়শ্চ। তত্র জিজ্ঞাসাদয়ো-ব্যাখ্যাঙ্গম্, প্রতিজ্ঞাদয়ঃ পরপ্রত্যায়নাঙ্গম্”। এই প্রসঙ্গটীকে সার্থকরূপে স্ফুট করিয়া সমর্থন করিয়াছেন সাংখ্যকারিকার প্রথম-ষোড়শ-পঞ্চদশ-দ্বিচত্বারিংশ পঞ্চত্রিংশকারিকার প্রতীক উদ্ধার সহকারে।

প্রাচীনতম মাঠরাচার্যের ৪র্থ কারিকার বৃত্তিতে ত্র্যবয়ববাদ ও পঞ্চাবয়ব-বাদের কথা পাওয়া যায়। যথা— “যোঽর্থী অমুনা দৃষ্টান্তেন সাধয়িতুং নং পার্যতে তত্রানুমানস্যাবকাশঃ, তচ্চ ত্রিসাধনং পঞ্চসাধনং বা ত্র্যবয়বং পঞ্চাবয়বমিত্যপরে” ইত্যাদি। এই উভয় পক্ষে সাধন ও অবয়ব শব্দের প্রয়োগদ্বারা ভেদপ্রতীতি হয় কি না সুধীগণই বিচার করিবেন।

সাংখ্যপ্রবচনভাষ্যে বিজ্ঞান ভিক্ষু সাংখ্যমতে পঞ্চাবয়ব-বাদই সমর্থন করিয়াছেন। অসৎখ্যাতিবাদী বৌদ্ধসিদ্ধান্তের বিরোধ প্রসঙ্গে “নাসতঃ খ্যাতিঃ নৃশৃঙ্গবৎ” (৫।১২) এই সূত্রের ভাষ্যভূমিকায় তাহা স্পষ্টরূপে উল্লেখ করিয়াছেন।

আচার্য শঙ্করের পরমগুরু গৌড়পাদাচার্য শ্রুতিসম্মত ন্যায়শাস্ত্রসমাদৃত পঞ্চাবয়ব প্রদর্শনপুরঃসর মাণ্ডূক্য উপনিষদের রহস্য উদ্‌ঘাটন প্রসঙ্গে কারিকায় “অভাবশ্চ রথাদীনাং শ্রূয়তে ন্যায়পূর্বকম্” এইরূপ উপক্রম করিয়া বলিয়াছেন—

অন্তঃস্থানাত্তু ভেদানাং তস্মাদ্ জাগরিতে স্মৃতম্।
যথা তত্র তথা স্বপ্নে সংবৃতত্বেন ভিদ্যতে॥ (মাণ্ডূ. বৈতথ্যঃ। ৪)

উক্ত মাণ্ডূক্যকারিকার শাঙ্করভাষ্যে শ্লোকটী অতি সুন্দরভাবে পঞ্চাবয়ব প্রদর্শনদ্বারা বিশদ ভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। যথা— “জাগ্রদ্দৃশ্যভাবানাং বৈতথ্য-মিতি **প্রতিজ্ঞা**। দৃশ্যত্বাদিতি **হেতুঃ**। স্বপ্নদৃশ্যভাববদিতি **দৃষ্টান্তঃ**। যথা তত্র স্বপ্নে দৃশ্যানাং ভাবানাং বৈতথ্যং তথা জাগরিতেঽপি ইতি **হেতুপনয়ঃ**। তস্মাদ্ জাগরিতেঽপি বৈতথ্যং স্মৃতমিতি **নিগমনম্**”।

বৌদ্ধদার্শনিক দিঙ্‌নাগ প্রভৃতি তার্কিকগণের মতে স্বার্থ ও পরার্থ উভয়

প্রকার অনুমানেই হেতুর ত্রৈরূপ্য অপেক্ষণীয়। তিনটি রূপ যথা— অসিদ্ধ, বিরুদ্ধ ও অনৈকান্তিক হেত্বাভাসের নিরাকরণের জন্য (১) পক্ষধর্মত্ব (পক্ষসত্ত্ব) (২) সপক্ষসত্ত্ব ও (৩) বিপক্ষব্যাবৃত্তত্ব (বিপক্ষাসত্ত্ব)। "রূপাণি পক্ষধর্মত্বং সপক্ষে বিদ্যমানতা। বিপক্ষে নাস্তিতা হেতোরেবং ত্রীণি বিভাব্যতাম্" (ষড়দর্শন-স)॥

আচার্য হেমচন্দ্র বৌদ্ধসম্মত ঐ ত্রৈরূপ্যের খণ্ডনের অভিপ্রায়ে প্রথমত স্বার্থানুমানসূত্রের ব্যাখ্যায় (১।২।৯) বৌদ্ধমত প্রতিপাদন করেন। যথা—"অনুমেয়ে ধর্মিণি লিঙ্গস্য সত্ত্বমেব নিশ্চিতমিত্যেকং রূপম্। সত্ত্বচনেনাসিদ্ধং চাক্ষুষত্বাদি (অনিত্যঃ শব্দঃ চাক্ষুষত্বাৎ) নিরস্তম্। সপক্ষ এব সত্ত্বং নিশ্চিতমিতি দ্বিতীয়ং রূপম্। সত্ত্বগ্রহণেন বিরুদ্ধো নিরস্তঃ। বিপক্ষে ত্বসত্ত্বমেব নিশ্চিতমিতি তৃতীয়ং রূপম্"। এই লক্ষণত্রয়ের বিশদ ব্যাখ্যা করিয়া বৌদ্ধমত স্থাপন করেন[২৮]। কিন্তু জৈনদর্শনে হেতুর একটী রূপই স্বীকার করা হয় এবং ঐ ঐকরূপ্যের দ্বারাই অসিদ্ধ বিরুদ্ধ ও অনৈকান্তিক হেত্বাভাসের নিরাস হইতে পারে, সুতরাং হেতুর ত্রৈরূপ্য স্বীকার অনাবশ্যক।

আর্হতদার্শনিকগণের সিদ্ধান্তিত ঐকরূপ্যটী হইল— "অবিনাভাবনিয়মনিশ্চয়ঃ। অবিনাভাবনিয়মনিশ্চয়াদেব দোষত্রয়পরিহারোপপত্তেঃ। অবিনাভাবো হ্যন্যথা উপপন্নত্বম্। তচ্চাসিদ্ধস্য বিরুদ্ধস্য ব্যভিচারিণো বা ন সম্ভবতি"। অগ্রে প্রদর্শনীয় জৈনদর্শন সম্মত অবয়বনিরূপণে ইহা অভিব্যক্ত হইবে।

গমক (অনুমাপক) হেতুর গমকতৌপয়িক রূপের সংখ্যানুসারে অনেকে অবয়বের সংখ্যা নিরূপণ করিয়া থাকেন। কিন্তু এ বিষয়ে প্রণিধানপূর্বক বিচার করিলে দেখা যায়, এই রূপের সংখ্যানিরূপণ বাস্তবিকপক্ষে অবয়বের সংখ্যানিরূপণের নিয়ামক নহে।

জৈনদর্শনে অবয়ব দুইটীই স্বীকার করা হইয়াছে, যথা—"পক্ষহেতুবচনমবয়বদ্বয়মেব পরপ্রতিপত্তেরঙ্গং ন দৃষ্টান্তাদিবচনম্" (প্রঃ নঃ ৩।২৮, বাদিদেব সূরি)।

২৮। অতি প্রাচীন জৈনদার্শনিক আচার্য পাত্রস্বামী বৌদ্ধসম্মত ত্রৈরূপ্য খণ্ডন প্রসঙ্গে বলিয়াছেন 'অন্যথানুপপন্নত্বং যত্র তত্র ত্রয়েণ কিম্। নান্যথানুপপন্নত্বং যত্র তত্র ত্রয়েণ কিম্'॥ (ন্যায়বিনিশ্চয়)—পাত্রস্বামীর এই শ্লোকটী আশঙ্কামুখে রাখিয়া তত্ত্বসংগ্রহ গ্রন্থে আচার্য শান্তরক্ষিত এই শ্লোকটী উদ্ধৃত করেন। কমলশীল তত্ত্বসংগ্রহটীকায় বলেন—অন্যথেত্যাদিনা পাত্রস্বামিমতমাশঙ্কতে (তত্ত্বসংগ্রহকা. ১৩৩৪)। এই শ্লোকটী অকলঙ্ক প্রমাণসংগ্রহে ও বিদ্যানন্দ প্রমাণপরীক্ষায় উদ্ধৃত করিয়াছেন। প্রমাণনয়তত্ত্বালোকের রত্নাকরাবতারিকাকার রত্নপ্রভাচার্য হেতুর ত্রৈরূপ্যবাদী বৌদ্ধমত খণ্ডন প্রসঙ্গে বিস্তৃত বিচার প্রদর্শন পূর্বক এই শ্লোকটী উদ্ধৃত করিয়াছেন।

জৈন তর্ক-ভাষাগ্রন্থেও ইহাই দেখিতে পাওয়া যায় (জৈন ত, ভাঃ ১৬ পৃঃ)। নিশ্চিতান্যথানুপপত্ত্যেকলক্ষণো হেতুঃ (প্রঃ নঃ ৩।১১)। পরীক্ষামুখে আচার্য মাণিক্যনন্দীও বলিয়াছেন—"এতদ্দ্বয়মেবানুমানাঙ্গং নোদাহরণমিতি" (পঃ মুঃ ৩৭)। 'এতয়োঃ পক্ষহেত্বোর্দ্বয়মেব' (প্রঃ কঃ মাঃ ব্যাখ্যা)। স্বার্থ ও পরার্থানুমানের লক্ষণ সূত্র দুইটীতেই হেতুর ঐকরূপ্যেরই সমর্থন আচার্য হেমচন্দ্র প্রমাণ-মীমাংসায় দেখাইয়াছেন—অথচ অবয়ব দুইটী স্বীকার করিয়াছেন।—"স্বার্থং স্বনিশ্চিতসাধ্যাবিনাভাবৈকলক্ষণাৎ সাধনাৎ সাধ্যবিজ্ঞানম্" (১।২।৯)। "যথোক্তসাধনাভিধানজঃ পরার্থম্" (২।১।১)। বৌদ্ধ সম্মত হেতুর ত্রৈরূপ্যের আধারে অনেকেই বৌদ্ধ দর্শনে প্রতিজ্ঞা হেতু ও উদাহরণ রূপ অবয়বত্রয় স্বীকারের কথা বলিয়াছেন।

আত্মতত্ত্ববিবেকের দীধিতি-টীকায় রঘুনাথ শিরোমণি বৌদ্ধমতে দুইটী অবয়বের কথাই স্পষ্টভাবে বলিয়াছেন। অক্ষপাদানুসারী ভাসর্বজ্ঞ "ন্যায়সার" গ্রন্থে অবয়বনিরূপণেও দুইটী অবয়বেরই উল্লেখ করিয়াছেন। মানমেয়োদয়-গ্রন্থে নারায়ণ ভট্টও বৌদ্ধকে দ্ব্যবয়ববাদী বলিয়াছেন।

প্রমাণনয়তত্ত্বালোকের বালবোধিনী-টীকায়ও পূর্বোক্ত বাদিদেব সূরির 'পক্ষহেতুবচনমবয়বদ্বয়মেব' ইত্যাদিসূত্রের ব্যাখ্যায় প্রসঙ্গতঃ বৌদ্ধকে দ্ব্যবয়ববাদীই বলিয়া গিয়াছেন। যথা "এতেন ব্যাপ্তিপ্রদর্শনপূর্বকং দৃষ্টান্তবচনোপেতং পক্ষধর্মতোপসংহাররূপমবয়বদ্বয়ং সৌগতৈঃ···"।

অক্ষপাদ প্রভৃতি পঞ্চাবয়ববাদীর মতে পঞ্চরূপোপপন্ন হেতুর প্রতিপাদনেও পক্ষসত্ত্বাদি পাঁচটী রূপ পাঁচটী অবয়বের পৃথক পৃথক্ রূপ নহে। পাঁচটী অবয়বের প্রয়োগে পঞ্চরূপের সমাবেশ কি ভাবে হয়, তাহার আলোচনা করিতে গেলে দেখা যায়— অন্তিম অবয়ব নিগমন প্রয়োগে অবাধিতত্ব ও অসংপ্রতিপক্ষিতত্ব এই দুইটী রূপ স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। সুতরাং একটী অবয়বের রূপদ্বয়ের প্রতিপাদন দেখা যায়। অতএব হেতুর রূপের সংখ্যানুসারে অবয়ব পাঁচটী নির্ণীত হইতে পারে না।

জৈনদার্শনিক আচার্যগণের অবয়বসংখ্যা সম্বন্ধে মতান্তর উদ্ধারের বিষয়টী সুধীগণই চিন্তা করিবেন।

আচার্য হেমচন্দ্র সুরি মাণিক্যনন্দী প্রভৃতির ঐকমত্যে অবয়বদ্বয় স্বীকারের যুক্তি প্রদর্শনাবসরে বলিয়াছেন— "এতাবান্ প্রেক্ষাপ্রয়োগঃ" (প্রঃ মীঃ ২।১।৯)। "এতাবানেব তথোপপত্ত্যান্যথানুপপত্ত্যা বা যুক্তং সাধনং প্রতিজ্ঞা চ···ন ত্বধিকো যথাহুঃ সাংখ্যাদয়ঃ, নাপি হীনো যথাহুঃ সৌগতাঃ—- বিদুষাং বাচ্যো হেতুরেব হি

কেবলঃ" (প্রমাণ-বা. ১।২৮)। ইতি[২৯]। (ইহা বৌদ্ধগণের একাবয়ববাদের সমর্থনে উদ্ধৃত।)

'এতাবান্' সূত্রটীর ভূমিকায় উল্লেখ করিয়াছেন—"প্রতিজ্ঞাহেতূদাহরণানীতি সাংখ্যাঃ, সহোপনয়েন চতুরবয়বমিতি মীমাংসকাঃ"। মাণিক্যনন্দীর পরীক্ষা-মুখের এতদ্ দ্বয়মেব···৩৭শ সূত্রের ভূমিকায় প্রমেয়রত্নমালাকার অনন্ত বীর্যাচার্যও বলিয়াছেন—"পক্ষহেতুদৃষ্টান্তভেদেন ত্র্যবয়বমনুমানমিতি সাংখ্যঃ। প্রতিজ্ঞা-হেতূদাহরণোপনয়ভেদেন চতুরবয়বমিতি মীমাংসকঃ" ইত্যাদি।

অবয়ব সম্বন্ধে নানা মত প্রদর্শিত হইয়াছে—প্রসিদ্ধ ষড়্দর্শন এবং প্রাচীন জৈন ও বৌদ্ধদর্শনের রহস্যানুসন্ধাননিষ্ণাত দার্শনিক মনীষিগণের নিম্নলিখিত মতান্তর উল্লেখক বিদ্বদ্‌বৃন্দের আকর গ্রন্থ কি? অথবা তত্তৎসম্প্রদায়ের মতভেদ প্রভৃতির কোথায়ও উল্লেখ আছে কি না—এই সব কথা বিশেষভাবে চিন্তার বিষয়।

আচার্য মাঠর 'ত্রিসাধনং পঞ্চসাধনং বা, ত্র্যবয়বং পঞ্চাবয়বং বা ইত্যপরে'—এই ভাবে বিকল্প পক্ষের উল্লেখ করিয়াছেন কেন? ইহাতে তাঁহার অভিপ্রায় কি বুঝায়? সুতরাং সাংখ্য ত্র্যবয়ববাদী—ইহাই নিশ্চিত রূপে জৈনদার্শনিকগণ কিরূপে বুঝিলেন? জৈনদর্শনে ঐ বিকল্প পক্ষের উল্লেখ করিলেন না কেন?

যাঁহারা বৌদ্ধকে ত্র্যবয়ববাদী এবং দ্ব্যবয়ববাদী বলেন তাঁহাদের অনুকূলে প্রমাণ ও যুক্তি কি? প্রমাণবার্ত্তিকের (১।২৮) শ্লোকের দ্বারা এবং পরীক্ষামুখের টিপ্পনীর শ্লোকটীর দ্বারা বৌদ্ধ যে একাবয়ববাদী ইহাও প্রতিপন্ন হয়। ইহার রহস্য কি? মীমাংসক চতুরবয়ববাদী ইহা বলিতে গিয়া 'মীমাংসকঃ' 'মীমাংসকাঃ' এই একবচন ও বহুবচনের উল্লেখেই বা কি বুঝা যায়? যদি একবচনের দ্বারা মীমাংসক একদেশীর কথা বলা হয় তবে সেই মীমাংসক একদেশী কে? বহুবচনের দ্বারা মীমাংসকসম্প্রদায়ের সকলকে বুঝাইলে সেখানেও প্রমাণের আকাঙ্ক্ষা থাকিয়াই যায়। বিশেষতঃ মানমেয়োদয়ের স্পষ্ট উক্তির সহিত অনিবার্য বিরোধও উপস্থিত হয়। নারায়ণ ভট্ট মানমেয়োদয়ে অনুমান পরীক্ষা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—

"প্রতিজ্ঞয়া নিগমনং হেতুনোপনয়স্তথা।
গতার্থ ইতি কঃ কুর্যাৎ পঞ্চাবয়বঘোষণম্॥

২৯। তদ্‌ভাবহেতুভাবৌ হি দৃষ্টান্তে তদবেদিনঃ।—ইতি শ্লোকাবশিষ্টাংশঃ। এক-দ্বি-ত্রি-চতুঃ-পঞ্চাবয়বং লৈঙ্গিকং বিদুঃ। সৌগতার্হতদ্বিসাংখ্য-ভাট্টযৌগা-যথাক্রমম্। [পরীক্ষামুখ টিপ্পনী—১০০ পৃঃ ৩৭ সূত্রভূমিকার উপর।]

তস্মাৎ ত্র্যবয়বং ক্রমঃ পৌনরুক্ত্যাসহা বয়ম্।
উদাহরণ-পর্যন্তং যদ্বোদাহরণদ্বিকম্॥"

এই প্রসঙ্গে বৌদ্ধমতের উল্লেখ করিয়াছেন—"সৌগতাস্ত্বাহুঃ—যো ধূমবান্ সোঽগ্নিমান্ যথা মহানসম্। ধূমবাংশ্চায়মিত্যেতাবদুক্তৌ তস্মাদগ্নিমান্ ইত্যর্থাৎ সিধ্যতি। অত্রোদাহরণোপনয়ৌ দ্বাবেবাবয়বাবিতি। তদপি সাধ্যাংশে অধ্যাহারদোষ-প্রসঙ্গাদপাস্তম্।

তদেবং পৌনরুক্ত্যেন তথাধ্যাহারদোষতঃ।
তর্কবৌদ্ধমতে হিত্বা বয়ং ত্র্যবয়বে স্থিতাঃ" ॥

কৌমারিল নারায়ণ ভট্টের ত্র্যবয়ব সিদ্ধান্তের উপরও কেহ কেহ আক্ষেপ করেন এই যে—কোন্ তিনটী তন্মতে ন্যায়াবয়ব তাহার কোনও বিনিগমনা দেখান হয় নাই। 'যদ্বা' বলায় যদি পরকল্পেই তাঁহার রুচি বুঝা যায়, তবে পূর্বকল্পে কি দোষের চিন্তা করিয়া তাহা ত্যাজ্যরূপে ধরা যাইতে পারে? যদি বিনিগমনা না থাকে, তবে বিনিগমনাবিরহবশত পাঁচটী অবয়বই মানিতে হয়। এই সব আক্ষেপও চিন্তনীয়।

যাহা হউক, জৈনদর্শনে "পক্ষহেতুবচনমবয়বদ্বয়মেব পরপ্রতিপত্তেরঙ্গম্। ন দৃষ্টান্তাদিবচনম্" (প্র. ৩।২৮) এই দ্ব্যবয়ববাদের উল্লেখ স্পষ্ট। পরীক্ষামুখে আচার্য মাণিক্যনন্দীরও ইহাই মত। এবং হেতুর ঐকরূপ্য সম্বন্ধেও শ্বেতাম্বর ও দিগম্বর উভয় সম্প্রদায়েরই মতভেদ নাই। এবং অল্পবুদ্ধি শিষ্যের অনুরোধে পাঁচটী অবয়বও এই উভয় মতেই স্বীকার করা হয়।

"বোধ্যানুরোধাৎ প্রতিজ্ঞাহেতূদারণোপনয়নিগমনানি পঞ্চাপি" (প্র. মী. ২।১।১০)। এই সূত্রে 'অপি' শব্দদ্বারা ভদ্রবাহু স্বামী প্রদর্শিত দশাবয়ববাদও গ্রাহ্য। "অপি শব্দাৎ প্রতিজ্ঞাদীনাং শুদ্ধয়শ্চ পঞ্চ বোধ্যানুরোধাৎ প্রযোক্তব্যাঃ, যতঃ শ্রীভদ্রবাহু-স্বামী-পূজ্যপাদাঃ"[৩০] ইত্যাদি। জৈনদর্শনাভিপ্রেত এই দশাবয়ব-বাদও দুই প্রকার। ইহা পূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে। বাৎস্যায়নভাষ্যধৃত 'কেচিত্তু' মতে প্রদর্শিত দশাবয়ব অন্য প্রকার। শঙ্কিত ও সমারোপিত দোষ দুষ্ট অবয়ব স্বকার্য সাধনে অনুপযুক্ত, সুতরাং পঞ্চশুদ্ধি আবশ্যক। বাদিদেব সূরিও বলিয়াছেন—'এতে পক্ষ-প্রয়োগাদয়ঃ পঞ্চাপ্যবয়বসংজ্ঞয়া কীর্ত্যন্তে' (প্র. ন. ৩।৫০)। সূত্রে আদিশব্দটী পঞ্চশুদ্ধিও যে অবয়বপদবাচ্য ইহাই সূচিত করিয়াছে।

৩০। "কথ হি পঞ্চাবয়বং দসহা বা সব্বহা ন পড়িকুট্ঠংতি" (দশবৈকালিকসূত্রনিযুক্তিঃ)।

॥ অনুমানে হেত্বাভাসপ্রসঙ্গ ॥

জৈনদার্শনিকগণের মতে হেত্বাভাস তিনটী। অসিদ্ধ, বিরুদ্ধ ও অনৈকান্তিক। নৈয়ায়িকপ্রসিদ্ধ পাঁচটী হেত্বাভাসের মধ্যে কালাতীত (বাধ) ও প্রকরণসমকে (সৎপ্রতিপক্ষকে) জৈনগণ স্বতন্ত্র হেত্বাভাস স্বীকার করেন না। বাধ সম্বন্ধে জৈনমত—"তত্র কালাতীতস্য পক্ষদোষেষ্বন্তর্ভাবঃ" (প্র. মী. ২।১।১৬)। প্রকরণ-সম বা সৎপ্রতিপক্ষ সম্বন্ধে তাঁহারা বলেন—"প্রকরণসমস্ত ন সম্ভবত্যেব, ন হ্যস্তি সম্ভবো যথোক্তলক্ষণে অনুমানে অপ্রযুক্তে অদূষিতে বানুমানান্তরস্য"।

বৈশেষিকদর্শনে অনুমানস্থলে হেতুপ্রয়োগকে লক্ষ্য করিয়া সদ্ধেতুস্থলে তাহার নাম রাখিয়াছেন 'অপদেশ'। হেত্বাভাসের নাম অনপদেশ। নিম্নলিখিত বৈশেষিক-সূত্র দেখিলেই তাহা স্পষ্ট হইবে। "অপ্রসিদ্ধোঽনপদেশোঽসন্ সন্দিগ্ধশ্চান-পদেশঃ" (বৈশে. ৩।১।১৫)। অর্থাৎ অপ্রসিদ্ধ, অসৎ, সন্দিগ্ধ এই তিনটীই বৈশেষিকমতে হেত্বাভাস।

প্রকৃত সাধ্যের ব্যাপ্তি যে হেতুতে থাকে না, যে হেতুতে পক্ষবৃত্তিত্ব নাই, এবং যে হেতুর আশ্রয় পক্ষে পক্ষতাবচ্ছেকটীই থাকে না—এই ত্রিবিধ হেতুই 'অপ্রসিদ্ধ' নামে খ্যাত। সাধ্যের অধিকরণে অবর্তমান হেতুকে অসৎ বা বিরুদ্ধ হেত্বাভাস বলা হয়। আর সাধ্যসন্দেহজনক হেতুকে সন্দিগ্ধ অর্থাৎ তাৎপর্যতঃ ব্যভিচারী বলা হয়। শঙ্কর মিশ্র উপস্কারে বলিয়াছেন—'অব্যাপ্তোঽগৃহীত-ব্যাপ্তিকো বিপরীতব্যাপ্তিকশ্চ বিরুদ্ধঃ'। তিনি সন্দিগ্ধশব্দের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে সাধারণ, অসাধারণ ও অনৈকান্তিক এই তিনটিকেই গ্রহণ করিয়াছেন। "যস্মাদ্ বিষাণী তস্মাদ্ গৌরিতি অনৈকান্তিকস্যোদাহরণম্" (৩।১।১৭) এই সূত্রের উপস্কারে 'বৃত্তিকৃতস্তু—অপ্রসিদ্ধোঽনপদেশঃ……ইত্যাদি সূত্রস্থ-চকারস্য বাধ-সংপ্রতিপক্ষসূচনার্থতামাহ, তেন সব্যভিচারবিরুদ্ধপ্রকরণসমসাধ্যসমাতীতকালাঃ পঞ্চৈব হেত্বাভাসা ইতি গৌতমীয়মতমেবানুধাবতি'। পরন্তু "বিরুদ্ধাসিদ্ধসন্দিগ্ধ-মলিঙ্গং কাশ্যপোঽব্রবীৎ ইত্যাদ্যভিধানাৎ সূত্রকার-স্বরসো হেত্বাভাসত্রিত্বে, চকারস্তু উক্তসমুচ্চয়ার্থ ইতি তত্ত্বম্"।

প্রশস্তপাদাচার্য উক্ত তিনটি হেত্বাভাসের অতিরিক্ত 'অনধ্যবসিত' নামে আরও একটি হেত্বাভাসের উল্লেখ করিয়াছেন। সুতরাং এই মতে হেত্বাভাস চারিটি।

তাৎপর্য এই যে—অনধ্যবসিত হেত্বাভাসটী অসাধারণ হেত্বাভাসেরই নামান্তর। "যশ্চানুমেয়ে বিদ্যমানস্তৎসমানাসমানজাতীয়য়োরসন্নেব সোঽন্যতরা-সিদ্ধোঽনধ্যবসায়হেতুত্বাদনধ্যবসিতঃ, যথা সৎ কার্যমুৎপত্তেরিতি"। (প্রশস্ত পাদ—

১২০ পৃঃ) 'এতেনাসিদ্ধবিরুদ্ধসন্দিগ্ধানধ্যবসিতবচনানামনপদেশত্বং সম্ভবতি' (প্র০ ২৩৮ পৃঃ)।

'সৎ কার্যমুৎপত্তেঃ'—এই অনুমানের আকারে সাংখ্যদর্শনের মতটী ব্যক্ত করিয়াছেন। সর্বং কার্যমুৎপত্তেঃ প্রাগপি সৎ—ইহা সাংখ্যাচার্যগণ উদাহরণরূপে ব্যবহার করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে সপক্ষ সৎ গগনে, এবং বিপক্ষ অসৎ গগন কুসুমে হেতুর অভাববশতঃ হেতুটী একতর পক্ষের অধ্যবসায় অর্থাৎ নিশ্চয়ের জনক হইল না। সুতরাং ইহা অনধ্যবসিত[৩১]।

ন্যায়দর্শনে সব্যভিচার, বিরুদ্ধ, সৎপ্রতিপক্ষ, অসিদ্ধ ও বাধিত—এই পাঁচটী হেত্বাভাস স্বীকার করা হইয়াছে। দিঙ্‌নাগমতসমর্থক বৌদ্ধদর্শনের ন্যায়প্রবেশ-গ্রন্থে অসিদ্ধ বিরুদ্ধ ও অনৈকান্তিক—এই তিনটী হেত্বাভাসেরই উল্লেখ করা হইয়াছে। "অসিদ্ধানৈকান্তিকবিরুদ্ধা হেত্বাভাসাঃ" (ন্যায়প্রবেশ—৩ পৃঃ)। পরবর্তী বৌদ্ধদার্শনিক ধর্মকীর্তি প্রভৃতি ন্যায়প্রকাশের মতই সমর্থন করিয়াছেন।

প্রাচীন সাংখ্যাচার্য মাঠর সাংখ্যকারিকার পঞ্চম শ্লোকে একটী নূতন কথার উল্লেখ করিয়াছেন—"অন্যে হেত্বাভাসাশ্চতুর্দশ অসিদ্ধানৈকান্তিকবিরুদ্ধাদয়ঃ।" মাঠরাচার্যও হেত্বাভাস তিনটীই স্বীকার করিয়াছেন। 'ন্যায়সার' প্রণেতা ভাসর্বজ্ঞও অনধ্যবসায় হেত্বাভাস মানিয়াছেন।

জৈনপরম্পরায়েও হেত্বাভাস তিনটীই স্বীকৃত হইয়াছে। সিদ্ধসেন ও বাদিদেব সূরি একবাক্যে তাহাই সমর্থন করিয়াছেন[৩২]।

ভট্ট অকলঙ্কের অনুগামী মাণিক্যনন্দী স্বামী পরীক্ষামুখে হেত্বাভাস ৪টী স্বীকার করিয়াছেন[৩৩]। "হেত্বাভাসা অসিদ্ধবিরুদ্ধানৈকান্তিকাকিঞ্চিৎকরাঃ" (৬।২১)।

৩১। 'নায়ং দ্রব্যাদীনামন্যতমস্য বিশেষঃ স্যাৎ শ্রাবণত্বাৎ, কিন্তু সামান্যমেব সম্পদ্যতে, কস্মাৎ'? ইত্যাদি দ্বারা ইহা সন্দিগ্ধ হেত্বাভাস নহে—ইহা প্রতিপাদিত হওয়ায় অব্যবহিত পরে সন্দেহপূর্বক প্রশস্তপাদভাষ্যে বলা হইয়াছে।

৩২। অসিদ্ধ-বিরুদ্ধানৈকান্তিকাস্ত্রয়ো হেত্বাভাসাঃ (প্র. ন. ৬।৪৭)।

৩৩। অসিদ্ধস্ত্বপ্রতীতো যে যোঽন্যথৈবোপপদ্যতে। বিরুদ্ধো যোঽন্যথাপ্যত্র যুক্তোঽনৈকান্তিকঃ স তু॥ (ন্যায়াবতার ২৩ শ্লোক)

তৃতীয় অধ্যায়

॥ জৈনদর্শনে নয়বাদ ॥

প্রমেয় পদার্থের বাস্তবিক স্বরূপ নিরূপণের জন্য প্রমাণের ন্যায় 'নয়ে'রও অতি আবশ্যকতা ও উপযোগিতা জৈনদর্শনে যুক্তি ও দৃষ্টান্তাদিদ্বারা অভিনবরূপে প্রতিপাদিত হইয়াছে। আর্হতগণ বিশেষরূপে বলিয়াছেন—"প্রমাণনয়ৈরধিগমঃ"।

পদার্থতত্ত্বনিরূপণের মুখ্য লক্ষ্য মোক্ষ, এ সম্বন্ধে দার্শনিক সম্প্রদায়ের মতভেদ নাই। মুক্তির পথ ও স্বরূপ প্রদর্শনে পরস্পর ঘোর বিরোধ থাকিলেও বস্তুতত্ত্ব নির্ণয়ই যে অপবর্গের প্রধান উপায় তাহা সকল সম্প্রদায়েরই নির্বিবাদ সিদ্ধান্ত।

যে 'নয়' সম্বন্ধে অন্য দার্শনিকগণ একেবারে নীরব, অথচ অতিপ্রাচীন জৈন-পরম্পরা প্রমাণেরই সমকক্ষায় যাহাকে সুপ্রতিষ্ঠিত রাখিয়াছে, অনেকান্তবাদের রহস্য উদ্‌ঘাটনে অত্যাবশ্যকীয় উপযোগিতা প্রদর্শনার্থ জৈনতার্কিকগণ যে 'নয়' ও নয়াভাসের আলোচনা করিয়াছেন, অর্থাৎ যাহাকে অবলম্বন না করিলে প্রমেয় পদার্থগুলির বাস্তবিকতত্ত্ব নিরূপণ সম্ভবপর হয় না--স্যাদ্বাদের সুদৃঢ় স্তম্ভস্বরূপ সেই 'নয়' পদার্থটি কি? এই অভিপ্রায়ে বাদিদেব সূরি "প্রমাণনয়-তত্ত্বালোক" গ্রন্থে 'নয়ের' লক্ষণ, নয়ভেদ,' নয়াভাস প্রভৃতির আলোচনা করিতে গিয়া প্রথমতঃ 'নয়ে'র লক্ষণ সূত্রিত করেন।

"নীয়তে যেন শ্রুতাখ্যপ্রমাণবিষয়ীকৃতস্যার্থস্যাংশস্তদিতরাংশৌদাসীন্যতঃ স প্রতিপত্তুরভিপ্রায়-বিশেষো নয়ঃ"।[৩৪]

শাব্দবোধে প্রতীয়মান অনন্ত অংশ বিশিষ্ট ঘট পটাদি পদার্থের অংশ অর্থাৎ একদেশ—এক অংশ সেই অংশ ছাড়া অন্য অংশে উদাসীনতা বশতঃ যে বিশেষ অভিপ্রায় দ্বারা জ্ঞাত হওয়া যায়, প্রতিপত্তার অর্থাৎ জ্ঞাতার সেই অভিপ্রায় বিশেষই '**নয়**'।

প্রমাণ ও প্রমাণাভাস, হেতু ও হেত্বাভাসের ন্যায় নয় ও নয়াভাসের সমান উপযোগিতা।[৩৫] বাদিদেব সূরি নয়াভাসের লক্ষণ করিয়াছেন—"স্বাভিপ্রেতা-

৩৪। প্রমাণনয়তত্ত্বালোক. ৭ম পরিচ্ছেদ (৭।১)।

৩৫। প্রমাণ ও প্রমাণাভাস সম্বন্ধে—"প্রমাণাদর্থসংসিদ্ধিস্তদাভাসাদ্বিপর্যয়ঃ।
ইতি বক্ষ্যে তয়োর্লক্ষ্মসিদ্ধমল্পং লঘীয়সঃ॥
(পরীক্ষামুখ প্রারম্ভে প্রতিজ্ঞা শ্লোক)

দংশাদিতরাংশাপলাপী পুনর্নয়াভাসঃ”।[৩৬] নিজের অভিপ্রায়বিশেষ স্বকীয় যে অংশে, সেই অংশবিশেষকেই স্বীকার করিয়া অন্য অংশগুলির যে অপলাপ করে তাহা **‘নয়াভাস’**।

এই ‘নয়’কে সামান্যতঃ সংক্ষেপ ও বিস্তররূপে দুই ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। “স ব্যাসসমাসাভ্যাং দ্বিপ্রকারঃ”।[৩৭] “ব্যাসতোঽনেক বিকল্পঃ”। “সমাসতস্তু দ্বিভেদো দ্রব্যার্থিকঃ পারমার্থিকশ্চ” ॥

ঘট পটাদি স্থূল বস্তুর অনেক অংশ, সুতরাং অসংখ্য অংশের এক এক অংশ আশ্রয় করিয়া প্রতিপত্তার যত প্রকার যতগুলি অভিপ্রায় সেই সমস্ত অভিপ্রায় অবলম্বনে ‘নয়’ও অসংখ্য। সংখ্যার ইয়ত্তা নির্ণয় করা অসম্ভব।

বাদিমল্ল প্রতিমল্ল শ্রীমল্লবাদি সূরি তদীয় “নয় চক্রবাল” গ্রন্থেও তাহাই বলিয়াছেন, যথা—“নয়াঃ শতশঃ প্রকারাঃ” ইত্যাদি। জৈন তার্কিক মহাপণ্ডিত সিদ্ধ সেন দিবাকর (আনুমানিক খৃষ্টীয় ১১৪৩—১২২৬) দার্শনিকতত্ত্বের বিস্তৃত সমালোচনাময় স্বকৃত ‘সম্মতিতর্ক’ গ্রন্থে এই সুরেই তান ধরিয়া বলিয়াছেন—

“জাব ইয়া বয়ণ পহা তাব ইয়া চেব হোন্তি ণয় বায়া।
জাব ইয়া ণয় বায়া তাব ইয়া চেব পরসময়া॥[৩৮]

অর্থাৎ যত প্রকার বচনমার্গ, তত প্রকার নয়বাদ। আবার যত প্রকার নয়বাদ তত প্রকারই পরসময়, অর্থাৎ পরমত—মতান্তর।

তত্ত্বার্থশ্লোকবার্ত্তিক ও আপ্তপরীক্ষা, প্রমাণপরীক্ষা প্রভৃতি আর্হত দার্শনিক-গ্রন্থ প্রণেতা ধুরন্ধরতার্কিক আচার্য বিদ্যানন্দ স্বামী প্রকারান্তরে এই ‘নয়ে’র আরও একরূপ ভেদ প্রদর্শন করিয়াছেন—

“সর্বে শব্দনয়াস্তেন পরার্থপ্রতিপাদনে।
স্বার্থপ্রকাশনে মাতুরিমে জ্ঞাননয়াঃ স্মৃতাঃ” ॥

এই প্রসঙ্গে একটী কথা বিশেষরূপে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে—পূর্বেই বলা হইয়াছে এই ‘নয়’ অসংখ্য, বচনের সহিত ইহার অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। বাক্যের সহায়তায় নয়ের স্পষ্টীকরণ হয় বলিয়া বাক্যে ঔপচারিক ‘নয়’ শব্দের ব্যবহার হইয়া থাকে।

৩৬। প্রমাণনয়তত্ত্বালোক (৭।২)।

৩৭। প্রমাণনয়তত্ত্বালোক (৭।৩-৫)।

৩৮। সংস্কৃত ভাষায় ইহার প্রয়োগ এইরূপ—

“যাবন্তো বচনপথাস্তাবন্তস্চৈব ভবন্তি নয়বাদাঃ।
যাবন্তো নয়বাদাস্তাবন্তশ্চৈব পরসময়াঃ” ॥

এই নয়কেই 'ভাবনয়' ও 'দ্রব্যনয়' ভেদে দুই প্রকার বিভক্ত করা যায়। ভাবনয়েরই নামান্তর **জ্ঞানাত্মকনয়,** এবং দ্রব্যনয়েরই নামান্তর **বচনাত্মকনয়** বা **শব্দনয়**। এই 'শব্দনয়' ও 'জ্ঞাননয়' বুঝাইতে গিয়া "সর্বে শব্দনয়াস্তেন" এই পূর্বোক্ত শ্লোকটী তত্বার্থশ্লোকবার্ত্তিকে নিবদ্ধ করা হইয়াছে। অর্থাৎ 'নয়'গুলি যেই সময় নিজের বোধাত্মক হয় সেই সময় তাহাকে 'জ্ঞাননয়' বলা হয়, এবং পরার্থ-প্রতিপাদনে পরের বোধকরূপে 'শব্দনয়' বলিয়া ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

বিস্তারিতভাবে 'নয়ে'র দিগ্‌দর্শনের পর এখন সংক্ষিপ্তরূপে 'নয়ে'র প্রসঙ্গ উঠাইয়া এই সংক্ষিপ্ত 'নয়ে'র আবার প্রকার ভেদে দুই প্রকারের বর্ণনা দেখিতে পাই। দ্রব্যার্থিক ও পর্যায়ার্থিক। যাহা পূর্বে সূত্রিত হইয়াছে।

মূলভূত বস্তুকে দ্রব্য এবং তাহার বিকারকে পর্যায় বলা হয়। সার কথা এই যে, 'দ্রব্যার্থিক নয়' সামান্য গোচর এবং 'পর্যায়ার্থিক নয়' বিশেষ গোচর। সামান্য গোচর এই 'দ্রব্যার্থিক নয়'—নৈগমনয়, সংগ্রহনয়, ও ব্যবহারনয় ভেদে তিন প্রকার।

নৈগমনয়—"ধর্ময়োর্ধর্মিণোর্ধর্মধর্মিণোশ্চ প্রধানোপসর্জনভাবেন যদ্বিবক্ষণং স নৈকগমো নৈগমঃ" (প্র. ন. ৭।৭)। দুইটি ধর্মের বা পর্যায়ের দুইটী ধর্মী বা দ্রব্যের এবং ধর্ম ও ধর্মীর প্রধান (বিশেষ্য) ও গৌণ (বিশেষণ) ভাবে যে প্রয়োগ করা হয় তাহারই নাম 'নৈগম নয়'।[৩৯]

সংগ্রহনয়—"সামান্যমাত্রগ্রাহী পরামর্শঃ সংগ্রহঃ" (প্র. ন. ৭।১৩)। সত্ত্ব দ্রব্যত্বাদি সামান্যমাত্রকে বিষয় করিয়া একীকরণ দৃষ্টিতে পিণ্ডীভূত বিশেষরাশির পরামর্শ অর্থাৎ অভিপ্রায়বিশেষ 'সংগ্রহনয়'। এই সংগ্রহনয়ের 'পরাপর' ভেদে প্রকারদ্বয়ের উল্লেখও দেখিতে পাওয়া যায়। "পর সংগ্রহনয়" ও "অপর সংগ্রহনয়"।

পরসামান্যসত্তা ও অপরসামান্য দ্রব্যত্ব পৃথিবীত্বাদিকে আশ্রয় করিয়া যে অভিপ্রায়বিশেষ প্রতীত হয়, এই প্রতীতি ভেদই দ্বিবিধ ভেদের কারণ।

৩৯। "সচ্চৈতন্যমাত্মনীতি ধর্ময়োঃ" (প্র. ন. ৭।৮)—। প্রধানোপসর্জনভাবেন বিবক্ষণমিহোত্তরত্র চ সূত্রদ্বয়ে যোজনীয়ম্। সত্ত্ববিশিষ্টং চৈতন্যং আত্মনি বর্ত্ততে ইতি বাক্যে চৈতন্যধর্মস্য প্রাধান্যেন বিবক্ষা। সত্ত্বাখ্যস্য গৌণত্বেন ইতি ধর্মদ্বয়বিষয়কো নৈগমস্য **প্রথমো ভেদঃ**। "বস্তুপর্যায়বদ্ দ্রব্যমিতি ধর্মিণোঃ (প্র. ন. ৭।৯)। পর্যায়বদ্ দ্রব্যং বস্তু চ ইতি ধর্মিদ্বয়ম্। অত্র পর্যায়বদ্ দ্রব্যে ধর্মিণি বিশেষ্যে বস্তুরূপধর্মিণো-বিশেষণত্বেন উপসর্জনত্বম্। যথা বা—কিংবস্তু? ইত্যাকাঙ্ক্ষায়াং পর্যায়বদ্ দ্রব্যং বস্তু ইতি বিবক্ষায়াং বস্তুরূপ-ধর্মী বিশেষ্যঃ পর্যায়বদ্দ্রব্যরূপধর্মী বিশেষণম্, ইতি ধর্মিদ্বয়গোচরো নৈগমনয়স্য **দ্বিতীয়ো ভেদঃ**॥

"ক্ষণমেকং সুখী বিষয়াসক্তো জীব ইতি ধর্ম-ধর্মিণোঃ" (প্র. ন. ৭।১০)।

"বিশ্বমেকং সদবিশেষাৎ" ইহা পরসামান্যাশ্রিত 'পর সংগ্রহ' নামক নয়কে দৃষ্টান্ত-রূপে ধরা হইয়াছে।

সত্তাকে অপেক্ষা করিয়া দ্রব্যত্বাদি অপর সামান্যরূপে কতিপয় ব্যক্তিতে এই সামান্য স্বীকার করিয়া দ্রব্যত্বাশ্রয় ধর্ম, অধর্ম, আকাশ, কাল, পুদ্‌গল ও জীবাদি বিশেষে উপেক্ষা অবলম্বন করিলে সেখানে 'অপর সংগ্রহনয়ে'র ব্যবহার হয়।

ব্যবহারনয়—"সংগ্রহেণ গোচরী কৃতানামর্থানাং বিধিপূর্বকমবহরণং যেনাভি-সন্ধিনা ক্রিয়তে স ব্যবহারঃ" (৭।২৩ প্র. ন.)।

সংগ্রহনয়াশ্রয়ে বিষয়ীকৃত সত্ত্ব দ্রব্যত্বাদি পদার্থগুলির বিধান অনন্তর অবহরণ অর্থাৎ বিভাগ যে অভিপ্রায়ে করা হয় সেই অভিপ্রায় বিশেষই 'ব্যবহার নয়'। যেমন—"যৎ সৎ তৎ দ্রব্যং পর্যায়ো বা" ইত্যাদি।

'দ্রব্যার্থিক নয়ে'র তিন প্রকার ভেদ প্রদর্শন করিয়া এখন 'পর্যায়ার্থিকনয়ে'র চারটি ভেদ প্রদর্শন করা যাইতেছে। "পর্যায়ার্থিকশ্চতুর্ধা—ঋজুসূত্রঃ, শব্দঃ, সমভি-রূঢ়ঃ, এবম্ভূতশ্চ" (প্র. ন. ৭।২৭)।

ঋজুসূত্র—ঋজু-সরলং, সূত্রয়তি—দর্শয়তি অভিপ্রায়বিশেষঃ ঋজুসূত্রো নয়ঃ।

অতীত ও অনাগত কাল ক্ষণ প্রভৃতির কুটিলতা (অবলম্বন) থাকে না বিধায় সরল। এইরূপ স্থলে বক্তার অভিপ্রায় বিশেষে বর্তমান ক্ষণে স্থিত পর্যায়ের প্রাধান্য বিবক্ষিত থাকে, কিন্তু বিদ্যমান দ্রব্য অপ্রধানই থাকে। যথা—সুখবিবর্তঃ সম্প্রত্যস্তি ইত্যাদি।

শব্দনয়—"কালাদিভেদেন ধ্বনেরর্থভেদং প্রতিপাদ্যমানঃ শব্দঃ" (প্র. ন. ৭।৩২)। কাল কারক লিঙ্গ সংখ্যা পুরুষ উপসর্গ ভেদে ধ্বনি অর্থাৎ শব্দের অর্থ-ভেদ আশ্রয় করিয়া বক্তার যে অভিপ্রায় বিশেষ প্রদর্শিত হয় তাহাকে 'শব্দনয়' বলা হয়। যথা—"বভূব, ভবতি, ভবিষ্যতি সুমেরুরিতি" (প্র. ন. ৭।৩৩)। ইহা কালভেদে উদাহরণ। কারকভেদে—করোতি, ক্রিয়তে ঘটঃ। লিঙ্গভেদে—তটঃ, তটী, তটম্। সংখ্যাভেদে—দারাঃ, কলত্রম্। পুরুষভেদে—এহি, মন্যে রথে যাস্যতি, ন যাস্যসি, যাতস্তে পিতা। উপসর্গভেদে—সংতিষ্ঠতে, উপতিষ্ঠতে, ইত্যাদি।

সমভিরূঢ়নয়—যথা—ইন্দ্র, পুরন্দরাদি ইন্দ্রের পর্যায় শব্দগুলির নিরুক্তি—যোগার্থ বা নির্বচন ভেদে ভিন্ন অর্থ যে অভিপ্রায়ে সমভিরোহ অর্থাৎ স্বীকার করা হয় তাহা 'সমভিরূঢ় নয়'। যথা—ইন্দনাদিন্দ্রঃ (ইদু পরমৈশ্বর্যে)। শক্রণাৎ শক্রঃ, (শক্লৃ্ট্‌শক্তৌ) (হৈমধাতুপাঠ)। পুর্দারণাৎ পুরন্দর ইত্যাদি।

'শব্দনয়' ও 'সমভিরূঢ়নয়ে'র প্রভেদ লক্ষ্য করা আবশ্যক। "শব্দনয়ে নানা-পর্যায়ভেদেঽপি অর্থাভেদঃ। সমভিরূঢ়নয়ে তু পর্যায়ভেদে অর্থভেদঃ"। উভয়নয়ের উদাহরণ বিচার করিলেই ইহা স্পষ্টরূপে বুঝা যায়।

এবম্ভূতনয়—"শব্দানাং স্বপ্রবৃত্তিনিমিত্তীভূতক্রিয়াবিষ্টমর্থং বাচ্যত্বেনাভ্যুপগচ্ছন্ এবম্ভূতঃ" (প্র. ন. ৭।৪০)।

ইন্দ্রাদিশব্দের প্রবৃত্তি-নিবৃত্তীভূত ইন্দনাদি ক্রিয়াবিশিষ্ট অর্থকে বাচ্যত্বরূপে গ্রহণ করিয়া ক্রিয়া অনাবিষ্ট অর্থকে উপেক্ষা করতঃ বক্তা যে অভিপ্রায়ে ইন্দ্রাদি পদের প্রয়োগ করে তাহাই 'এবম্ভূত নয়'।

বক্তা এই 'এবম্ভূতনয়' স্থলে ইন্দনাদি ক্রিয়া পরিণত অর্থকে তৎকালে ইন্দ্রাদি পদ বাচ্যত্বরূপে মনে করেন। 'সমভিরূঢ়নয়' স্থলে ইন্দনাদি ক্রিয়ার বিদ্যমানতা এবং অবিদ্যমানতা উভয় পরিস্থিতিতে ইন্দ্রাদিশব্দ বাচ্যত্ব অভিপ্রেত হয়।

পূর্বোক্ত নৈগমাদি সপ্তবিধ নয়ের মধ্যে প্রথম চারিটি অর্থনিরূপণ প্রবণতা বশতঃ 'অর্থনয়'। অপর তিনটি শব্দবাচ্য অর্থবিষয়ক বিধায় 'শব্দনয়'। পূর্ব পূর্ব নয়গুলি অধিক বিষয়ক। পরপরগুলি পরিমিত বিষয়ক। সবগুলিই নিজের বোধরূপ না হইলে 'শব্দনয়' নামে অভিহিত হয়। বিদ্যানন্দী স্বামী তত্ত্বার্থশ্লোক-বার্ত্তিকে একথাটি স্পষ্টতঃ বলিয়া গিয়াছেন।

"সর্বে শব্দনয়াস্তেন পরার্থপ্রতিপাদনে।
স্বার্থপ্রকাশনে মাতুরিমে জ্ঞাননয়াঃ স্থিতাঃ"

(তত্ত্বার্থশ্লোকবার্ত্তিক ১, অ. ৩৩ সূ. ৯৫ শ্লোক)

এই কথাটী পূর্বাভাসেও উল্লেখ করা হইয়াছে।

মানুষের বুদ্ধি যে সময় সামান্যাংশ-গামিনী হয়, তখন সেই বিচার '**দ্রব্যার্থিক-নয়**'। আবার বুদ্ধি বিশেষাংশ-গামিনী হইলে সেই বিচার '**পর্যায়ার্থিক নয়**'। প্রয়োজন বা অভিপ্রায় বিশেষ অনুসারে নয়গুলি সামান্য ও বিশেষকে অবলম্বন করিয়া থাকে। পারিভাষিকরূপে সংকল্প নৈগম, অংশ নৈগম এবং আরোগ্য-নৈগম ভেদে 'নৈগমনয়ের' প্রকারান্তরে আরও তিনটি ভেদ জৈনদর্শনে পরিদৃষ্ট হয়।

নৈগম শব্দের তাৎপর্য অর্থ—কল্পনা। এই কল্পনাকে আশ্রয় করিয়া যে ব্যবহার হয় তাহাই 'নৈগমনয়'। ইহার তিন প্রকার ভেদের উদাহরণ দ্বারা সংক্ষেপে নিম্নরূপে বর্ণনা করা যাইতে পারে।

সংকল্প নৈগম—একটি লোক ৺কাশীধাম যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হইতেছে, ঠিক এমন সময় তাহার ঘনিষ্ঠ একজন আত্মীয় হঠাৎ আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন আপনি কি করিতেছেন ? উত্তরে লোকটি বলিলেন আমি কাশীধাম যাইতেছি।

অদূর ভবিষ্যতে কাশীধাম যাওয়ার সংকল্পে বর্তমানকালীন প্রয়োগ করা হইয়াছে। এই ভবিষ্যৎ সামীপ্যে বর্তমানার প্রয়োগ স্থলে এইরূপ নয়কেই 'সংকল্প নৈগম' বলিয়া স্বীকার করা হয়।

অংশ নৈগম—কোনও একটি বস্তু বিশেষের অংশ বিশেষ নষ্ট হইয়া গেলে দুঃখের সহিত লোকে বলিয়া থাকে 'আমার এই জিনিষটি নষ্ট হইয়া গেল'। এইরূপ স্থলে অংশ বিশেষ অবলম্বনে সম্পূর্ণ বস্তুটিকে আশ্রয় করিয়া যে ব্যবহার হইয়া থাকে ঐ জাতীয় ব্যবহারই 'অংশ নৈগম'। বস্ত্রের একদেশ দগ্ধ হইলে 'আমার কাপড়টি পুড়িয়া গেল' এইরূপ ব্যবহার সচরাচর পরিদৃষ্ট হয়।

আরোপ নৈগম—স্বামী মহাবীর চৈত্র শুক্লা ত্রয়োদশী তিথিতে জন্ম এবং দীপান্বিতা অমাবস্যার দিনে নির্বাণ লাভ করেন। প্রতিবৎসরেই চৈত্র শুক্লা ত্রয়োদশী ও দীপান্বিতা অমাবস্যা পাওয়া যায়। কিন্তু যে বৎসর চৈত্র শুক্লা ত্রয়োদশী তিথিতে মহাবীর স্বামীর জন্ম হইয়াছিল এবং যে দীপান্বিতা অমাবস্যায় তাঁহার নির্বাণ হইয়াছে, সেই দুইটী তিথিই অতীতকালীন। কিন্তু প্রতিবৎসর চৈত্র শুক্লা ত্রয়োদশী ও দীপান্বিতা অমাবস্যায় তাহার জন্ম ও মৃত্যুর আরোপ করা হয়, সেই অতীত তিথিকে আশ্রয় করিয়া। এইরূপ লোক ব্যবহার নির্বিবাদ সিদ্ধ। এই 'আরোপ নৈগমে'র দৃষ্টিকোণেই লোক ব্যবহার হইয়া থাকে আজ অমুকের জন্মদিন ও আজ অমুকের মৃত্যু তিথি ইত্যাদি। এই ব্যবহারটি হইয়া থাকে বর্তমান কালের উপর ভূতকালের আরোপবশতঃ।

'আরোপ নৈগমে'র অন্তর্গত 'উপচার নৈগম'ও জৈন দর্শনে দৃষ্ট হয়। উদাহরণ রূপে মহাকবি ভবভূতির উত্তর রামচরিতের শ্লোকাংশ উদ্ধৃত করা যাইতে পারে। "ত্বং জীবিতং ত্বমসি মে হৃদয়ং দ্বিতীয়ং, ত্বং কৌমুদী নয়নয়োরমৃতং ত্বমঙ্গে"—এই স্থলে সীতাদেবীর উদ্দেশ্যে প্রেমের পরাকাষ্ঠায় অধিষ্ঠিত রামচন্দ্রের স্বকীয় জীবনাদির আরোপ **'উপচারনয়'**। নয় অসংখ্য-অপরিগণনীয়, সুতরাং ইহার দিগ্‌দর্শন মাত্র প্রদর্শিত হইয়াছে।

প্রমাণ ও নয়ের তুল্য কক্ষার কথাটি অবিস্মরণীয়। দিগম্বর ও শ্বেতাম্বর উভয় সম্প্রদায়েরই দার্শনিক মনীষিগণ প্রমাণের ন্যায় 'নয়ের' বস্তুতত্ত্ব অবলম্বনে সূক্ষ্মভাবে চারিটি বিষয়ের উপর বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া তৎতৎ সম্বন্ধীয় দার্শনিক রহস্যের উদ্‌ঘাটন করিয়াছেন। (১) নয় ও নয়াভাস। (২) নয়ের সংখ্যা। (৩) নয়ের বিষয়। (৪) নয়ের ফল।

নয়ের প্রসঙ্গে সংক্ষিপ্ত কিঞ্চিৎ আলোচনার পর তদুপসংহারে প্রমাণের সহিত তাহার তুলনাত্মক কিছু বলা আবশ্যক।

যেরূপ বিধিও নিষেধ দ্বারা প্রবর্তমান প্রমাণ বাক্য সপ্তভঙ্গীর অনুগামী হয়, নয়বাক্যও তদ্রূপ নিজ নিজ বিষয়ে প্রবর্তমান হইয়া বিধিও প্রতিষেধ দ্বারা পরস্পর বিভিন্নার্থ দুইটি 'নয়ের' উদ্‌ভাবন বশতঃ সপ্তভঙ্গীরই অনুসরণ করিয়া থাকে। অনেকান্তবাদে প্রমাণ যেরূপ প্রমাণের ফলের সহিত কথঞ্চিৎ ভিন্ন ও কথঞ্চিৎ অভিন্নরূপে প্রতীয়মান হয়, 'নয়' এবং 'নয়ে'র ফলও কথঞ্চিৎ ভিন্নাভিন্ন।

প্রমাণের অন্তরজাত ফল বস্তুবিষয়ক অজ্ঞান নিবৃত্তি, নয়ের ফলও অংশাংশ বিচারের পরিণামে বস্তুর ন্যায্য সামঞ্জস্য স্থাপনে বস্তু বিষয়ক অজ্ঞান নিবৃত্তি। কেবল জ্ঞান ব্যতিরিক্ত প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রমাণের পরম্পরা ফল—হান, উপাদান ও উপেক্ষাবুদ্ধি, নয়ের পরম্পরা ফল—বস্তু বিষয়ক হান, উপাদান উপেক্ষাবুদ্ধি। বাদিদেব সূরি বলিয়াছেন—"প্রমাণবদস্য ফলং ব্যবস্থাপনীয়ম্" (প্র. ন. ৭।৫৪)। কেবলজ্ঞানের পরম্পরা ফল—ঔদাসীন্য। সাক্ষাৎফল সকল প্রমাণেরই 'অজ্ঞাননিবৃত্তি'।

নয়ের স্পষ্টীকরণার্থে আরও একটি উদাহরণ প্রদর্শিত হইতেছে। 'একটি বৃহৎ সরোবরের গৃহীত একবিন্দু জল সরোবরও নহে অথচ সরোবরেরই অংশ বলিয়া সরোবরের বাহ্যও নহে, কিন্তু তাহারই অংশ বা অবয়ব বিশেষ'—ইত্যাদি দৃষ্টান্তে 'নয়'কেও বাস্তবিক পক্ষে প্রমাণেরই অংশ স্বরূপ স্বীকার করা যাইতে পারে। এইভাবে প্রত্যেক বস্তুর পৃথক্ পৃথক্ ভাবে সমুদয় অংশের পরিণামে ঐ বস্তুটির অজ্ঞান নিবৃত্তি হইয়া থাকে।

'নয়বাদ' আপাততঃ বিরুদ্ধরূপে প্রতীয়মান ধর্মগুলিব একাধারে অবিরোধ সম্পাদন করিয়া থাকে। আত্মাতে একত্ব ও অনেকত্ব দুইটি পরস্পর বিরুদ্ধধর্ম রূপে ভান হইলেও চৈতন্যরূপে আত্মা এক, সুতরাং একত্বধর্ম আত্মাতে আছে। ব্যক্তিগতরূপে আত্মা অনেক, সুতরাং আত্মাতে অনেকত্বও আছে। পরস্পর বিরুদ্ধ একত্ব ও অনেকত্ব অনেকান্তবাদে অবিরুদ্ধরূপে সিদ্ধান্তিত হইতে পারে। সমন্বয় দৃষ্টিতে অনেকান্ত বা স্যাদ্বাদের প্রমাণ ও নয়কে আর্হত-দর্শনে আদর্শ রূপে অতি উচ্চস্থানে স্থাপন করিয়াছেন জৈন দার্শনিকগণ। ইহা শ্বেতাম্বর ও দিগম্বর উভয় সম্প্রদায়ই দৃঢ়তার সহিত বলিয়া থাকেন।

॥ জৈনদর্শনে প্রমেয়বাদ ॥

জৈনদর্শনে জীব ও অজীব দুইটিই 'তত্ত্ব' স্বীকার করা হইয়াছে। ইহারই নামান্তর চেতন ও জড়, কিম্বা চিৎ ও অচিৎ। দৃশ্যমান বা জ্ঞায়মান অবান্তর বস্তুগুলি এই তত্ত্বদ্বয়েরই অন্তর্গত।

জীব জ্ঞানাত্মক, অজীব অজ্ঞানাত্মক। পদ্মনন্দীর নিম্নলিখিত শ্লোক দ্বারা ইহা সমর্থিত হয়—"চিদচিৎ দ্বে পরে তত্ত্বে বিবেকস্তদ্‌বিবেচনম্‌। উপাদেয়মুপাদেয়ং হেয়ং হেয়ঞ্চ কুর্বতঃ"।

জৈন সম্প্রদায়ের কেহ কেহ আবার জীব ও অজীবের অন্যরূপ প্রপঞ্চ প্রদর্শন করেন। জীবাস্তিকায়, আকাশাস্তিকায়, ধর্মাস্তিকায়, অধর্মাস্তিকায় এবং পুদ্‌গলাস্তিকায় এই পঞ্চবিধ তত্ত্বে ভূৎ, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান—এই কালত্রয়ের সম্বন্ধ অবলম্বনে 'অস্তি' ইত্যাকার স্থিতির ব্যপদেশ হইয়া থাকে। অনেক প্রদেশের সম্বন্ধ থাকে বলিয়া শরীরের ন্যায় 'কায়' শব্দের প্রয়োগ করা হয়[৪০]।

পুনশ্চ সংসারী ও মুক্তভেদে জীব দুই প্রকার। এই সংসারী জীবের আবার সমনস্ক ও অমনস্কভেদে দ্বিবিধ ভেদ দেখা যায়। যাহারা সংজ্ঞী অর্থাৎ যাহাদের সংজ্ঞা আছে, তাহাদিগকে সমনস্ক বলা হয়, যেমন দেব, গন্ধর্ব, মনুষ্যাদি। 'সংজ্ঞা চ শিক্ষাক্রিয়ালাপগ্রহণরূপা'। এই পারিভাষিক সংজ্ঞাশূন্যকে অমনস্ক বলা হয়। ত্রস ও স্থাবর ভেদে প্রাগুক্ত এই অমনস্ক জীবেরও আবার দুই প্রকার ভেদ দেখা যায়। ত্রসের পারিভাষিক অর্থ শুভাশুভ মিশ্র কর্ম। অশুভপ্রায় কর্ম স্থাবর। অর্থাৎ ত্রস কর্মের প্রাদুর্ভাবে তদ্‌বশীভূত জীবকে ত্রস বলা হয়। স্থাবর কর্মবশীভূত জীব স্থাবর।

ত্রস জীবের মধ্যে কৃমি, গণ্ডূপদ (গণ্ডোলক) শঙ্খ, শম্বূক প্রভৃতির স্পর্শন ও রসন এই দুইটীই ইন্দ্রিয় আছে। পিপীলিকা প্রভৃতির স্পর্শন, রসন ও ঘ্রাণ—এই তিনটি ইন্দ্রিয়। ভ্রমর, দংশ, মশক, মক্ষিকা ও বৃশ্চিক প্রভৃতির স্পর্শন, রসন, ঘ্রাণ ও চক্ষু—এই চারিটী ইন্দ্রিয়। দেব, মনুষ্য প্রভৃতির পাঁচটী ইন্দ্রিয়।

আর্হত দর্শনে স্পর্শন, রসন, ঘ্রাণ, নয়ন ও শ্রোত্র—এই পাঁচটীকেই ইন্দ্রিয় আখ্যায় অভিহিত করা হইয়াছে। মন কিন্তু অনিন্দ্রিয়। ইহাদের পরস্পর দ্রব্যার্থ

৪০। কেহ কেহ অস্তিকায় শব্দের পারিভাষিক অর্থ এইরূপ করিয়া থাকেন। 'অস্তি' শব্দের অর্থ প্রদেশ, 'কায়' শব্দের অর্থ সমূহ। অর্থাৎ অস্তিকায় শব্দের মিলিত অর্থ হইল প্রদেশসমূহাত্মক। আকাশ শব্দের পারিভাষিক দুইটী অর্থ জৈন শাস্ত্রে দেখা যায়। 'অসংখ্যাত আকাশ' ও 'অনন্ত আকাশ'। লোকাকাশ ধর্মাধর্মাদির দ্বারা কিছুটা সীমিত হয়। কিন্তু সীমিত হইলেও তাহার সংখ্যা করা যায় না। অলোকাকাশ অনন্ত। কারণ, তাহার শেষ সীমানার নির্ধারণ অসম্ভব। যেহেতু সেখানে পুদ্‌গল ও ধর্মাদির সম্বন্ধই থাকে না। পুদ্‌গল ও ধর্মাদির দ্বারা লোকাকাশের একটা সীমা মনে অঙ্কিত হয়।

স্পর্শরসগন্ধবর্ণবন্তঃ পুদ্‌গলাঃ (তত্ত্বার্থসূত্র—৫।২৩)। শব্দবন্ধ-সৌক্ষ্ম্যস্থৌল্যসংস্থানভেদতমশ্ছায়াতপোদ্যোতবন্ত শ্চ (ঐ ৫।২৪)। রূপিণঃ পুদ্‌গলাঃ—৫।৪ সংক্ষিপ্তলক্ষণ। পুদ্‌গলাস্তিকায়রূপী। ধর্ম অধর্মাদি অরূপী। স্পর্শাদয়ঃ পরমাণুষু স্কন্দেষু পরিণামজাঃ এব ভবন্তি। শব্দাদয়শ্চ স্কন্ধেষেব ভবন্তি। অনেকনিমিত্তাশ্চ ইত্যতঃ পৃথক্‌করণম্‌ (ত. ৫।২৪)।

ও পর্যায়ার্থের আদেশ অনুসারে অভেদ ও ভেদ বুঝিতে হইবে। পৃথিব্যাদি প্রত্যেকের জীবত্ব এই মতে স্বীকার্য। জীব হইলেই যে সকল জীবে সব ইন্দ্রিয় থাকিবে—এইরূপ স্বীকার করা চলে না।

জৈনদর্শন মুখ্যভাবে দুইটী পদার্থ স্বীকার করে—জীব ও অজীব। ইহাদের অবান্তর ভেদ অনেক আছে। এ সম্বন্ধে পূর্বে কিছু বলা হইয়াছে। প্রকারান্তরে সপ্ততত্ত্ববাদী ও সপ্তভঙ্গবাদীর প্রসঙ্গটী—মতভেদে আর্হতদর্শনে নয়টীতত্ত্ব স্বীকারের ও উল্লেখ আছে। বস্তুতত্ত্বের দৃষ্টিতে উভয় মতের বিরোধ নাই। উল্লেখনীয় সেই নয়টী তত্ত্ব—এইরূপ, ১। জীব। ২। অজীব। ৩। পুণ্য। ৪। পাপ। ৫। আস্রব। ৬। সংবর। ৭। বন্ধ। ৮। নির্জরা। ৯। মোক্ষ। স্বতন্ত্রভাবে পুণ্য ও পাপ বর্জন করতঃ উহাদিগকে বন্ধের অন্তর্ভুক্ত করিয়া অবশিষ্ট ৭টী তত্ত্ব বা পদার্থ জৈনদর্শনে স্বীকৃত।

জীব পরমজ্যোতি বোধস্বরূপ। অজীব অবোধাত্মক।[৪১] জীবাত্মার চৈতন্যরূপে স্বাভাবিক পরিণাম দুই প্রকার—জ্ঞান ও দর্শন। সাকার প্রত্যক্ষকে 'জ্ঞান' বলা হয় এবং নিরাকার পরোক্ষ জ্ঞানকে 'দর্শন' বলা হয়। 'জ্ঞান' ও 'দর্শন' দুইটীই ব্যাপার স্বরূপ।

চৈতন্যরহিত জড় পদার্থ অজীবকে পাঁচ ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে—ধর্ম, অধর্ম, আকাশ, পুদ্গল ও কাল। ধর্ম অধর্ম ও পুণ্য পাপ এক পদার্থ নহে। জিনদর্শনে ধর্ম ও অধর্মের পর্যায়রূপে পুণ্য ও পাপ শব্দ ব্যবহৃত হয় না। উমাস্বাতির মতে পাপ ও পুণ্য বন্ধেরই অন্তর্গত। ধর্ম ও অধর্ম দুইটীই দ্রব্যপদার্থের অন্তর্গত।

অজীব পদার্থের অন্তর্গত আকাশ দুই প্রকার। 'লোকাকাশ' ও 'অলোকাকাশ'। উপর, নীচ ও দিক্ সমূহে যতদূর পর্যন্ত ধর্ম ও অধর্মের সম্বন্ধ আছে অর্থাৎ ধর্মও অধর্ম অবস্থিত, তাহারই নাম 'লোকাকাশ'।

'অলোক-আকাশ' লোকাকাশের বহির্ভূত। ধর্ম ও অধর্মের সম্বন্ধ না থাকায় অণু ও কোন জীব সেখানে থাকে না। অলোকাকাশে ধর্ম ও অধর্মের সম্বন্ধ না থাকাই তাহার একমাত্র কারণ। আকাশ কিন্তু অনন্ত, তাহার ইয়ত্তার কোনও পরিচ্ছেদ নাই।

পরমাণু হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমিক স্থূল, মহাস্থূল প্রভৃতি রূপবান্ সমস্ত পদার্থই 'পুদ্গল' নামে অভিহিত হয়। পরমাণুর পরস্পর সংশ্লেষে উৎপন্ন পদার্থ 'স্কন্ধ' নামে অভিহিত।

৪১। চিদচিদ্ দ্বে পরে তত্ত্বে বিবেকস্তদ্ বিবেচনম্। উপাদেয়মুপাদেয়ং হেয়ং হেয়ঞ্চ কুর্বতঃ (পদ্মনন্দী)।

'কাল' লোকব্যবহার প্রসিদ্ধ। ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান, ক্ষণ মুহূর্ত প্রভৃতি কালেরই স্বরূপ বিশেষ।

জৈনদর্শনে সম্যগ্‌দর্শন, সম্যগ্‌জ্ঞান ও সমক্‌চরিত্র এই তিনটি রত্ন মুক্তির সাধন। জৈনপরম্পরাপ্রাপ্ত রীতিনীতির সার সংকলনাত্মক 'পরমাত্মসার' নামক গ্রন্থে যোগদেব সম্যগ্‌দর্শনের পরিচয় দিতে গিয়া বলিয়াছেন যে "তত্ত্বার্থং শ্রদ্ধানং সম্যগ্‌দর্শনম্"। তত্ত্বার্থ সমূহকে অনুসরণ করিয়াই সম্যগ্‌দর্শনের এইরূপ পরিচয় দিয়াছেন। বাচকমুখ্য আচার্য উমাস্বাতি তত্ত্বার্থসূত্রে বলিয়াছেন—"সম্যগ্‌জ্ঞান-দর্শনচরিত্রাণি মোক্ষমার্গঃ"। আরও দেখিতে পাওয়া যায়—

"রুচিজিনোক্ততত্ত্বেষু সম্যগ্‌শ্রদ্ধানমুচ্যতে।
জায়তে তন্নিসর্গেণ গুরোরধিগমেন চ"॥

এজাতীয় শ্রদ্ধানই 'সম্যক্‌দর্শন' নামে অভিহিত হয়। সম্যগ্‌জ্ঞান সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

"যথাবস্থিততত্ত্বানাং সংক্ষেপাদ্ বিস্তরেণ বা।
যোঽববোধস্তমত্রাহুঃ সম্যগ্ জ্ঞানং মণীষিভিঃ"॥

এই সম্যগ্ জ্ঞানকেই মতিশ্রুতাবধিমনঃপর্যায়কেবল-জ্ঞান ভেদে পাঁচ প্রকারে বিভক্ত করা হইয়াছে। এ সম্বন্ধে পূর্বেই কিছু আলোচিত হইয়াছে।

সম্যক্ চরিত্রের সার অর্থ এই—

"সর্বথাঽবদ্যযোগানাং ত্যাগশ্চারিত্রমুচ্যতে।
কীর্তিতং তদহিংসাদিব্রতভেদেন পঞ্চধা"॥

অহিংসাদি পাঁচটী ব্রত যথা—"অহিংসাসূনৃতাস্তেয়ব্রহ্মচর্যাপরিগ্রহাঃ"। যিনি সংসারের কারণ কৃৎস্ন কর্মের উচ্ছেদে প্রবৃত্ত হন, সেই শ্রদ্ধাশীল জ্ঞানীর পাপনাশের কারণীভূত ক্রিয়া সম্পাদনই সম্যক্‌চারিত্র।

এই রত্নত্রয় মিলিতভাবে পরমপুরুষার্থ মোক্ষ সম্পাদন করিয়া থাকে। প্রাতিস্বিক অর্থাৎ স্বতন্ত্ররূপে কেহই সাক্ষাৎ মুক্তির সাধন নহে। যেমন বায়ু, পিত্ত ও কফ ধাতুত্রয় মিলিতভাবেই শরীর রক্ষা করিয়া থাকে, যে কোনও একটী বা দুইটীর অভাবে শরীর রক্ষিত হয় না। শরীরের পক্ষে ঐ মিলিত ধাতুত্রয়ের ন্যায় এই রত্নত্রয়ও কোনও একটীকে বাদ দিয়া মুক্তি সম্পাদন করিতে পারে না।[৪২]

৪২। দার্শনিক তত্ত্ব পর্যালোচনার সৌকর্যার্থে জৈনদর্শনের স্বকীয় পারিভাষিক কয়েকটী শব্দ সব সময়েই প্রণিধানপূর্বক স্মৃতিপথে জাগরিত রাখিতে হইবে, কেবলমাত্র পল্লবগ্রাহী পাণ্ডিত্যে দার্শনিকতত্ত্বান্বেষণে প্রবৃত্ত হইলে 'ইতো ভ্রষ্টস্ততো নষ্টঃ' এই পরিস্থিতির সম্মুখীন হইতে হইবে।

মুখ্য ও সাংব্যাবহারিকভেদে প্রত্যক্ষের দ্বৈবিধ্যপ্রসঙ্গে মুখ্য প্রত্যক্ষের স্বরূপ নিরূপণ সূত্রের (১।১।১৫) তাৎপর্যবর্ণনাচ্ছলে আচার্য হেমচন্দ্র সূরি বলিয়াছেন—

"দীর্ঘকালনিরন্তরসৎকারাসেবিতরত্নত্রয়পর্যন্তে···নিঃশেষতয়া জ্ঞানাবরণাদীনাং ঘাতিকর্মণাং প্রক্ষয়ে সতি চেতনাস্বভাবস্যাত্মনঃ (প্রকাশস্বরূপস্য) স্বরূপস্য··· আবরণাপগমেন আবির্ভাবঃ মুখ্যপ্রত্যক্ষম্, তচ্চ ইন্দ্রিয়াদিসাহায়কবিরহাৎ, সকল-বিষয়ত্বাৎ অসাধারণত্বাচ্চ কেবলমিত্যাগমে প্রসিদ্ধম্"।

পদার্থ বিচারের স্পষ্টতার নিমিত্ত দিগম্বর জৈনাচার্য উমাস্বাতি বা উমাস্বামী 'উৎপাদব্যয়ধ্রৌব্যযুক্তং সৎ' (তত্ত্বার্থসূত্র ৫।২৪) এই সূত্রটীকে অনেকান্তবাদের রহস্য উদ্ঘাটনের জন্য একই বস্তুতে নিত্যত্ব ও অনিত্যত্ব কিভাবে হইতে পারে, তাহার ভিত্তিরূপে অবলম্বন করিয়াছেন। বস্তুমাত্রই দ্রব্য ও পর্যায়ভেদে দুই প্রকার।[৪৩]

উৎপত্তি ও বিনাশকে অবলম্বন করিয়া জৈনদর্শনে আচার্যগণ বস্তুনিচয়কে 'পর্যায়' আখ্যা দিয়াছেন। পর্যায় অর্থাৎ আকার। যাহা ধ্রৌব্যরূপে জ্ঞাত হয় অর্থাৎ মূলভূত পরমাণু পর্যবসিত স্থায়ী বস্তু, তাহাকে 'দ্রব্য' আখ্যায় অভিহিত করিয়াছেন।

সুতরাং একই উৎপাদব্যয়ধ্রৌব্য অর্থাৎ উৎপত্তি, বিনাশও স্থিতিশীল বস্তু দ্রব্যকে অপেক্ষা করিয়া 'নিত্য' এবং পর্যায় বা আকারকে অপেক্ষা করিয়া 'অনিত্য' এইরূপ ব্যবহার হইয়া থাকে। অতএব নিত্যত্ব ও অনিত্যত্ব একই বস্তুতে বিরুদ্ধ নহে। এই নিত্যত্ব ও অনিত্যত্ব একই বস্তুতে স্বীকার না করিলে যে অনুপপত্তি হয়, তাহা স্পষ্টভাবে হেমচন্দ্রাচার্য বীতরাগস্তোত্রের অষ্টমপ্রকাশে ব্যক্ত করিয়াছেন—

"আত্মন্যেকান্তনিত্যে স্যান্ন ভোগঃ সুখদুঃখয়োঃ।
একান্তানিত্যরূপেঽপি ন ভোগঃ সুখদুঃখয়োঃ ॥ (২ শ্লোক)
পুণ্যপাপে বন্ধমোক্ষৌ ন নিত্যৈকান্তদর্শনে।
পুণ্যপাপে বন্ধমোক্ষৌ নানিত্যৈকান্তদর্শনে" ॥ (৩ শ্লোক)

জৈনদর্শনে আত্মা চেতন দ্রব্য হইলেও অনন্তাবয়ব এবং উহা কর্মবশে যখন যে শরীর পরিগ্রহ করে, তাহারই সমপরিমাণ গ্রহণ করতঃ সেই শরীরে অবস্থান

৪৩। "প্রমাণস্য বিষয়ো দ্রব্যপর্যায়াত্মকং বস্তু" (প্র. মী. ১।১।৩০)। (প্রমাণস্য ইহ জাত্যা একবচনং, প্রত্যক্ষাদিপ্রমাণানাং বিষয়ঃ গোচরঃ দ্রব্যপর্যায়াত্মকং বস্তু।) দ্রবতি তাংস্তান্ গচ্ছতীতি দ্রব্যং ধ্রৌব্যলক্ষণম্। পূর্বোত্তরবিবর্তবর্ত্যন্বয়প্রত্যয়সমধিগম্যমূর্ধ্বতাসামান্যমিতি যাবৎ। পরিযন্তি উৎপাদবিনাশধর্মাণো ভবন্তীতি পর্যায়ো বিবর্তঃ। তচ্চ তে চাত্মা স্বরূপং যস্য তদ্ দ্রব্যপর্যায়াত্মকং বস্তু পরমার্থসদিত্যর্থঃ। যদ্বাচকমুখ্যঃ—"উৎপাদব্যয়ধ্রৌব্যযুক্তং সৎ" (তত্ত্বা. ৫।২৯)।

করে। যতগুলি চেতন পরমাণু সেই শরীরে সংহত হইয়া অবস্থান করিতে পারে, ততগুলি পরমাণুই অনন্তাবয়ব হইতে গ্রহণ করা হয়; অবশিষ্ট পরমাণু বিচ্ছিন্ন অবস্থায় অনন্তাকাশে অবস্থান করে। হস্তী প্রভৃতির বিরাট শরীর পরিত্যাগ করিয়া কর্মবশতঃ যখন পিপীলিকাদি শরীরে জীব প্রবেশ করে তখন পূর্বশরীরের সংহত বহু পরমাণু বিশ্লিষ্ট হইয়া যায় এবং পিপীলিকাদির শরীরে সংহত হইবার যোগ্য পরমাণুগুলিই তথায় সংহত হইয়া অবস্থান করে। আবার যখন পিপীলিকাদির ক্ষুদ্র শরীর হইতে জীব হস্তীপ্রভৃতির শরীর গ্রহণ করে, তখন অনন্তাবয়বসমূহ হইতে প্রয়োজনীয় পরমাণুসমূহ উপচিত হইয়া হস্ত্যাদি শরীরের সমপরিমাণ লাভ করে। চিৎপরমাণুসমূহের অপচয় ও উপচয়ে জীবাত্মার পরিমাণের হ্রাস ও বৃদ্ধি হইলেও উহার বিনাশ হয় না। পূর্ববর্ণিত রত্নত্রয়ের অভ্যাস করতঃ জীব যখন জ্ঞানাবরণের ক্ষয় ও উপশম সম্পাদন করে, তখন জীব অজ্ঞানশূন্য হওয়ায় মুক্তি লাভ করে এবং ক্রমশঃ উর্ধ্বমুখে উঠিতে থাকে। জীব তখন এত লঘিমা প্রাপ্ত হয় যে ক্রমশঃ 'লোকাকাশ' পার হইয়া 'অলোকাকাশে' প্রবেশ করে এবং 'অলোকাকাশে' বিচরণ করিতে থাকে। ইহার কোন বিরাম নাই এবং ইহাই জীবের মুক্তাবস্থার চরম পরিণতি।